বাল্যবানই যমদণ্ডের সমান, তাহাকে সেইরূপ দণ্ড দিবে। নরহত্যাকারী ধনী, নির্ধন আমীর, ওমরাহ সকলেই সমদণ্ডভাগী—দণ্ডদান কালে কাহাকেও ইতর বিশেষ করিবে না। মবলাগণকে ঘৃণা করিও না। উহারা যুদ্ধে আহত হলে বৈদ্যরাজ হাকিম দেখাইবে এবং মৃত সৈন্যের পরিবারদের ভরণ পোষণ করিবে, কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিও না। বিদেশে মাল রপ্তানী করিয়া দেশে দুর্ভিক্ষ আনয়ন করিও না, পণ্ডিত গণকে লইয়া মন্ত্রনা করিবে, যুদ্ধের মন্ত্রনায় মন্তব্য অপ্রকাশিত রাখিবে, কার্য্য শেষ হইলে প্রকাশ করিবে। বিপদে কিছু মাত্র ভীত হইও না, কিন্তু ভাল অবস্থায় শশঙ্কিত থাকিবে। সদা সত্য কথা বলিবে, মিথ্যাবাদীকে দুরে রাখিবে। ছয় রিপুকে একেবারে বর্জ্জন করিবে। কর্ত্তব্য বোধে কার্য্য করিবে, ফলাফল ভাল বা মন্দ হইলে সুখী বা দুঃখিত হইবে না ইত্যাদি।

তার পর কোণ্ডদেব শিবাজীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আশীর্ব্বাদ করা শেষ হইলে স্তিমিত নয়নে যুক্তকরে কাতর কণ্ঠে বলিলেন-হে পরম পিতা পরমেশ্বর। তুমি থাকিলে আর আমার শিষ্য থাকিল, বিপদে আপদে তুমিই রক্ষক, আমি তোমার আদেশে তোমার নিকট যাইতেছি কিন্তু আমি উর্ব্বর ভূমিতে যে বীজ বপন করিয়াছি; আমার দুরাদৃষ্ট ক্রমে কেবল অঙ্কুর দেখিয়া চলিলাম, বৃক্ষের ফলাস্বাদন আমার ভাগ্যে ঘটিল না। ইচ্ছাময়! সকলিই তোমার ইচ্ছা, তোমার ইচ্ছাই সফল হউক।

ক্রমে ক্রমে কোণ্ডদেব ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিলেন। কখনো মূর্চ্ছা, কখনো জ্ঞান, ঈদৃশাবস্থায় সময় কাটিতে লাগিল। স্নেহময় গুরুর ইত্যাকার অবস্থা দেখিয়া শিবাজী কাঁদিতে লাগিলেন। আবার বৃদ্ধের জ্ঞান হইল তিনি অতিশয় মৃদুস্বরে, ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন-শিষ্য। এটাও তোমার পরীক্ষার স্থল, কারণ তোমার গুরুত্যাগ বা গুরু বিচ্ছেদ ঘটিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিপদে ম্রিয়মান হইও না এই কথা বলিতে বলিতে আবার মূর্চ্ছা হইল ক্ষণকাল পরে জ্ঞান হইল। অস্ফুটস্বরে বলিলেন, শিষ্য! মহারাষ্ট্র ভূমি উদ্ধার করিয়া গুরু দক্ষিণা শোধ দিও। আর কথা বাহির হইলনা-ধরণীর বক্ষে অকৃত্রিম স্বদেশ প্রেমিক মহাত্মা দাদোজী কোণ্ডদেবের শেষ নিশ্বাস পড়িল-সব গেল, সব ফুরাইল। জীজীবাই, সই বাই, শিবাজী কাঁদিতে লাগিলেন, ১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সপ্ততি বৎসরে তিনি অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। এখন গুরু না হইলে ছাত্র শিক্ষিত হইতে পারে না, ইহা লেখাই বাহুল্য। তিনি যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তুকারাম তাহার রসায়ন করিয়াছিলেন। অবশেষে মহাত্মা রামদাস স্বামী সেই চিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা দাদোজী কোণ্ডদেবের মধুময় জীবনী পর্য্যালোচনা করিয়া চিত্তে সুখানুভব করিতেছি। তজ্জন্য তিনি ধন্য। তাঁহার কার্য্য ধন্য! *

শ্রীপ্রমথ নাথ সরকার।

* এই প্রবন্ধ লিখিতে আমাদের পরমভক্তিভাজন শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের "ছত্রপতি শিবাজী" হইতে এবং মলহর রাও ও চিটনীশ প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট চির কৃতজ্ঞ রহিলাম। এবং পরিশেষে অতি কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের বিদেশী বন্ধু ৺ অর্ম্মি সাহেব লিখিত ইতিহাস হইতেও যৎসামান্য সাহায্য লইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহার নিকটও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।—লেখক।

মহারাজা মুনীন্দ্র চন্দ্র।

আজ কাল উপাধী লাভ একটী অতীব সম্মানের বিষয় বলিয়া জমিদার মহলে মহা আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে। সকলেই রাজ সরকারে উক্ত উপাধী লাভের জন্য ব্যতিব্যস্ত। মহারাজা, রাজা, রাজাবাহাদুর, রায় বাহাদুর, প্রভৃতি উপাধীভূষণে বিভূষিত হইতে পারিলে বংশের মুখোজ্জ্বল হইবে-ইহাতে কাহার না ইচ্ছা বলবতী হয়? জগতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আপামর সাধারণ সকলের নিকট সম্মান লাভ করাই মহত্ব। কিন্তু ইংরাজ রাজের নিকট সম্মান লাভ করিবার পূর্ব্বে দেশের নিকট, সমগ্র দেশবাসীর নিকট বিশেষরূপে পরিচিত ও সম্মানিত হইতে পারিলে-যেরূপ মহত্ব পরিবর্দ্ধিত হয়, এরূপ বোধ হয় আর কিছুতেই হয় না। দেশের তেত্রিশ কোটী লোক যাহাকে সকল গুণের আধার, পরোপকারী, ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া প্রশংসা করে, সেরূপ সম্মান আর কিছুতেই লাভ করা যায় না। আর এরূপ সম্মানই স্বধর্ম-নিরত, ধার্ম্মিক মহাত্মার উপযুক্ত—তাঁহার স্বর্গীয় মহত্বের পরিচায়ক।

আজ আমরা যে মহাত্মার গুণ গান করিতে লেখনী ধারণ করিয়াছি। তিনি নিজ উদারতা, দানশীলতা এবং সাহিত্য-সেবাগুণে সমগ্র দেশবাসীর হৃদয় অধিকার করিয়াছেন। কাশিমবাজারের সিংহাসন লাভ করিবার পূর্ব্বে আমরা মহারাজা মুনীন্দ্রচন্দ্রকে যেরূপ অমায়িক প্রকৃতি-সম্পন্ন ও মিষ্টভাষী দেখিয়াছিলাম। কাশিমবাজারের সিংহাসন লাভ করিয়া, অতুল ধনের অধীশ্বর হইয়াও তাঁহার সে প্রকৃতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। এইটুকুই মহারাজার আদর্শ চরিত্রের বিশেষত্ব ও মহত্ব। দরিদ্রের প্রতি মহারাজের দয়া সমধিক, অভাবে দান করিতে তিনি সিদ্ধ-হস্ত, পরোপকার তাহার অঙ্গের আভরণ। "অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও বিষয়ে ও সর্ব্ববিধ ভোগ সুখে যিনি সর্ব্বদা বিমুখ; বীণাপাণির বাঞ্ছিত বরাদানে নিত্য উন্মুখ থাকিয়া যিনি শিক্ষা ও সাহিত্যের কল্যাণ কল্পে অনুদিন বিপুল অর্থ সাহায্য করেন; কৃষি শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনার্থ যাহার কোষাগার নিয়ত উন্মুক্ত, যিনি টাটা ইনষ্টিটিউশনের সম্মানিত সদস্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "অনারারী ফেলো" দীনা বঙ্গ ভাষার পুষ্টিসাধন কল্পে দুস্থ সাহিত্যকগণকে যিনি সকল প্রকারে রক্ষা করেন সেই মহারাজা মুনীন্দ্রচন্দ্রের তুল্য বাঙ্গালাদেশে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজের কীর্ত্তি অতুলনীয়, তাঁহার দানের ইয়ত্তা নাই। আজ প্রায় ছয় বৎসর হইল তিনি নিজ রাজধানী কাশীমবাজার হইতে "উপাসনা" নাম্নী একখানি উপাদেয় মাসিক পত্রের পৃষ্টপোষকতা করিতেছেন। স্বনাম ধন্য প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্র শেখর মুখোপাধ্যায়কে ইহার সম্পাদন ভারার্পণ করিয়া মহারাজা যথার্থ গুণ-গ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক স্বর্গীয় দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয় যখন "শ্রীমদ্ভাগবত গীতার" শ্রেষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশ করিবার জন্য অর্থাভাবে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। আদর্শ সাহিত্যা-

নুরাগী মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রই অজস্র অর্থ-সাহায্য করিয়া লেখকের সে বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। মহারাজ অগ্রসর হইয়া সেই দরিদ্র সাহিত্য-সেবীকে অকাতরে অর্থ সাহায্য না করিলে বোধ হয়, দামোদরের শেষ জীবনের সে সাধ অপূর্ণই থাকিত! শুধু কি তাই-মহারাজা এক্ষণে "জগতের সভ্যতার ইতিহাস" প্রকাশ করিয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করিবার মানসে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন-ইহাতে যে কত সহস্র মুদ্রা ব্যয়িত হইবে, সামান্য আমরা তাহার ধারণারই করিতে পারি না। ইহার জন্য আমাদের পরম পূজনীয়, পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কবিভূষণ মহাশয় নিয়োজিত হইয়াছেন। "জগতের সভ্যতার ইতিহাস" লিখিবার ভার ঠিক উপযুক্ত পাত্রেই ন্যস্ত হইয়াছে। কারণ আজ কাল পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বরের ন্যায় প্রত্নতত্ত্ববিদ আর কেহ আছে কি না সন্দেহ। মহারাজের এই বিরাট সাহিত্যযজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর বাবুর দ্বারা পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইলে, নিশ্চয়ই সুফলের আশা করা যায়। গুণী ব্যক্তির গুণের আদর করিতে মহারাজের ন্যায় আর কেহ জানেন না। আমরা তাঁহার গুণের কথা আর কত বলিব, "আলোচনার" ন্যায় ক্ষুদ্র মাসিক পত্রে তাহার সম্যক আলোচনা অসম্ভব।

এক্ষণে আমাদের সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট কাশিমবাজারের সেই সাহিত্যামোদী, উদার চেতা, দাতা ও প্রাজ্ঞ মহারাজা বাহাদুরকে বংশানুক্রমিক মহারাজা-বাচক সনন্দ দান করিয়া যথার্থ ন্যায় নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। মহারাজা বাহাদুর ছোটলাট সভার সদস্য মনোনীত হওয়ায় দেশবাসী মাত্রেই আনন্দিত, অতঃপর এরূপ উপযুক্ত মহারাজাকে বড়লাটের ভারত সভার সচিব মনোনীত হইতে দেখিলে আমরা সাতিশয় প্রীতি লাভ করিব।

এক্ষণে কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি-বঙ্গমাতার কণ্ঠস্থ মণিমালের উজ্জ্বলতম মণি, মাননীয় মহারাজা বাহাদুর দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে এই গুণিগণোচিত সম্মান ও বিত্তবিভব সুস্থচিত্তে অশোকান্তকরণে উপভোগ করিতে থাকুন।

সম্পাদক।

চক্ষুদান।

(ক্ষুদ্রগল্প।)

—:০:—

১

ফতেয়াবাদের ডিপুটি শান্তিপদবাবুর বাড়ীতে বিলাতি চিনির প্রস্তুত নেমলেড্ ব্যবহার করা হয় বলিয়া একটা জনরব প্রচারিত হইবা মাত্রেই স্থানীয় উগ্রচণ্ডা সমিতির কয়েকটি নিষ্কর্মা যুবক প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তাঁহার সহিত সর্ব্ব সংস্রব পরিত্যাগ করিতে হইবে। কথা কার্য্যে পরিণত করিবার আয়োজনের পক্ষে এইসব নিস্কর্মা গণের একটু ও বিলম্ব হইলনা। সেই দিন সন্ধ্যা কালেই তাহারা উক্ত মহকুমার নায়ক উকীল রমাকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন "ডি-পুটীর সহিত সর্ব্ব সংস্রব অবিলম্বে পরিত্যাগ

করিতে হইবে। কারণ তাঁহার বাড়ী এখনও বিলাতি চিনি, লবণ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

উকীল বাবুটি একটু হাসিয়া বলিলেন, বোসো বাপু, তোমরা বোসো, আগে কথাটা ভাল করিয়া শুনি। ডিপুটি বাবু তো লোক মন্দ নন্ ব্যাপারটা কি।

যুবকগণ দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাদের এক জন একটু কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন-মশাই, আপনাদের কাছে এলেই আপনারা ঐরূপ ইতস্ততঃ করেন। গোলামের দলের আবার ভাল কোনটা সব ব্যাটাই গোলাম, ওরাই তো দেশটাকে আরো অধঃপাতে দিলে। আপনি বলেন-ভাল, তা মশায় লোক তিনি মন্দ হোন বা না হন, তাঁর সঙ্গে সংস্রব বন্ধ কর্ত্তেই হবে। বিলাতীর সংস্রবে যে এসেছে, এতদিনেও কিছুতেই পরিত্যাগ কর্ত্তে পারলে না, তার সঙ্গে আবার কথা।" রমাকান্ত বাবু একটু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "না, না, আমি তা তো কিছু বলছিনা, বলি তোমরা কিসে জান্‌তে পারলে যে তিনি বিলাতী ব্যবহার করেন? যুবক আরও একটু উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "মশাই, আমরা বাইরে থেকে যে সব জানতে পারি, আপনারা আদালতে থেকেও তা জানেন না? অথবা জেনেও জানেন না। এই তো আজই তাঁর চাপরাসী বিলাতী চিনির লেমনেড্ একডজন তাঁর বাড়ী নিয়ে গেল, আমাদের একজন তাকে জিজ্ঞাসা কল্লেন সে বললে বাবু রোজই এ মিঠা পানি খান্. প্রায়ই তাঁর বাড়ী যায়। এই যথেষ্ট। তাঁর বাড়ী বিলাতীতে পূর্ণ, তাঁও আমরা জেনেছি। রমাকান্ত বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, হা, হা, তিনি লেমনেড্ খান বলে তার সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ—বাবু, তোমরা বোসোনা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন-আমি বলছি যে-বাধা দিয়া প্রচণ্ড বাবু বলিলেন—"মশাই, যাই বলুন না কেন, আমরা আর শুনছিনি, আপনারা নেতা বলে বড়াই করেন বটে, কিন্তু আসল কাজে আপনারা কিছু নন! আপনারা অতি ভীরু, কাপুরুষের আচরণ কচ্ছেন, লেমনেড খান বলে সংস্রব ত্যাগ করা হবে না বুঝি এ আপনাদের কেমন মত?

রমাকান্ত বাবু একটু ধীরভাবে বলিলেন বাবু হে, যথাসাধ্য বর্জ্জন করিবার কথা—

"রেখেদিন মশায় আপনাদের যথা সাধ্য! যথা সাধ্যটা কি? আপনারা সুরেন্দ্র বাবুর উপাসক কি না! তাঁর তো বুড়ো বয়সে বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটেছে, আজ এক কথা, কাল এক কথা, তিনি এখন শিমুল তলার জঙ্গলে লুকিয়ে থাকলেই ভাল হয়, তার নিজ-কার্য্যে তিনি নব্য দলের কেন, প্রাচীন দলের অনেকেরও শ্রদ্ধা হারাচ্ছেন তা জানেন! তিনি একটা খোসামুদে গাজ্র, নতুবা এমন হবে কেন? আমরা আপনাদের এরূপ অবিচার সহ্য করিতে রাজি নহি, বলুন আপনি ইহাতে মত দিবেন কিনা। বলুন, আমরা বসিতে আসি নাই, শুনিতে এসেছি!

রমাকান্ত বাবু একটু নরম প্রকৃতির লোক, আর নেতা বলিয়া খ্যাত থাকিলেও একটু চিত্তদৌর্ব্বল্য দোষ, তথা লোক প্রিয়তার আতিশর্য্য দোষ হইতে মুক্ত ছিলেন না।

প্রচণ্ড বাবুর উগ্রকণ্ঠস্বরে তিনি কিছু থতমত খাইয়া গেলেন। বলিলেন, "না, না, তাতো বলছিনা, অবশ্য বিলাতী বর্জ্জন করিতেই হইবে, তবে ডিপুটি বাবুর দোবটা-তা-না তা তা করাই যাবে, ব্যস্ত হোয়োনা, একটু বুঝে সুঝে দেখি, দেখি, বুঝলে। প্রচণ্ড ও শিখণ্ড বাবু উভয়ে একযোগে বলিলেন-বোঝাবুঝি নাই মশায়, আপনারা যদি কর্ত্তব্য করিতে পশ্চাৎপদ হন, দ্বিধা করেন, তবে আমরা আপনাদিগকে বাধ্য করাইব, যদি না করেন তবে আর আপনাদের নেতৃত্বের অধীনে থাকিবনা, আমাদের ইচ্ছ।মত কাজ করিব। আমরা আত্মনির্ভরশীল, স্বাধীন হইতে চাই, আপনাদের বাধ্য থাকিয়া পদে পদে বাধা সহ্য করি কেন? বুঝেছি, ডেপুটি বাবু সাতশো টাকার গোলাম, তাই ভয় ভয় করে,কেমন। কালই স্বরাজ"পত্রিকায় টেলিগ্রাম দিব যে আপনি ভয়ে ভীত হইয়া ডেপুটি বাবুর প্রতি স্বদেশের কর্ত্তব্য করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন, সকলে জানিবে ফতেয়াবাদের নেতৃগণের মূল্য কত!"

যুবক দ্বয়ের পরুষ কণ্ঠের বাক্যে রমাকান্ত বাবু যেন ভেড়াকান্ত হইয়া গেলেন, যুবকগণের ভীতি প্রদর্শনের ফল ফলিল! 'স্বরাজ' পত্রে প্রকাশিত টেলিগ্রাম তাঁহার মানস পটে ফুটিয়া উঠিল এবং তাহা পাঠে অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গের লোক যে তাঁহাকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ভীত বলিয়া মনে করিবে, তাহাও বুঝিতে বাকি রহিলনা। তারপর এই যুবক দল যদি তাঁহার নেতৃত্ব আর গ্রাহ্য না করে, তবে ফতেয়াবাদে তাঁহার মর্য্যাদার উচ্চ—সিংহাসন যে কালই ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। হয়তঃ তাঁহার নামের ছড়া পথে ঘাটে গীত এবং বিজ্ঞাপিত হইতে থাকিবে। সুতরাং তাঁহার কর্ত্তব্যের পথ নিরূপিত হইতে আর বিলম্ব হইল না, তিনি বলিলেন, "বটেকি! তোমরা হলে দেশের ভরসা স্থল, তোমরাই স্বদেশী যজ্ঞের যূপ কাষ্ঠ। তোমাদের অসন্তুষ্ট করা কি আমার কর্ত্তব্য। যাহা কর, বাপু একটু দেখে শুনে কোরো, যেন গণ্ডগোল না হয়, বেশ নীরবে সবকাজ কোরো। দেখছো তো সময় বড় খারাপ! আমার কেবল ভয়, পাছে কোন গণ্ডগোল হইয়া স্বদেশী কার্য্য পণ্ড হয়।

যুবকেরা আনন্দিত হইয়া বলিল "সে কোন ভয় নাই। আর মশায় ভয় কল্লে কি কাজ চলে? জাতীয় জীবন গঠিত করিতে নির্ভীকতার প্রয়োজন। আপনি বড় গোলামটির সঙ্গে সব সংস্রব বন্ধ করিবার মতে মত দিলেন তো? আমরা তাহা সাধনের উপযুক্ত যত্ন করি! কি বলেন?

রমাকান্ত বাবু অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন-আচ্ছা বেশ। তাঁর মনে তখনও বোধ হয় সেই ভীতির ছায়া বিরাজ করিতেছিল।

যুবকগণ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া "বন্দে-মাতরং" ধ্বনিতে কাঁপাইয়া সে ভবন, কাঁপাইয়া রাস্তা ঘাট, কাঁপাইয়া সে সহর" হুহুকার করিয়া প্রস্থান করিল।

২

ফাতেয়াবাদ সহরের এক অংশে পিতৃহীন স্বেচ্ছাচারী, উগ্রচণ্ডা সমিতির নায়ক প্রচণ্ড বাবুর বাড়ী। তাঁহার বাটীতেই সমিতির অধিবেশনও

হইত। রমাকান্ত বাবুর বাটী হইতে বাহির হইয়া তাঁহারা সকলে এখানে সমবেত হইলেন। এবং কিরূপে গুপ্তভাবে শান্তিপদ বাবুর ধোবা, নাপিত, বন্ধ করিবেন, তাঁহার পাচক, ভৃত্য প্রভৃতিকে অপসৃত করিবেন ইত্যাদির কল্পনা সে সভায় আলোচিত হইতে লাগিল। প্রচণ্ড বাবুর প্রতাপে ফতেয়াবাদের ধোবা নাপিত, তাঁর করতল গত; সুতরাং তাহাদিগকে বাধ্য করিয়া ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করাইয়া লওয়া তাঁহার কঠিন হইবেনা। প্রচণ্ড বাবু বলিলেন, "শিখণ্ড, তুমি এখনই ধোপাদের সর্দ্দারের বাড়ী গিয়া বলিয়া দেও, কাল হইতে ডিপুটী বাবুর কাপড় যে ধোবা ধুইবে, তাকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। বীরভদ্র, তুমি নাপিতের ভার লও। তারপরে গোলামের গোলাম ঠাকুর, চাকর, ঝি প্রভৃতির ভার স্বয়ং আমি গ্রহণ করিলাম। যেরূপে হউক এই বিদেশীভক্ত গোলামকে জব্দ করিতে হইবে।

অপর সকলে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিতে একবার সমর্থন করিলেন।

সুধীর নামক একটি যুবক তারপর বলিলেন- "দেখ, একটু ভেবে কাজ করাটা কি ভাল নয়? শান্তি পদ বাবু এখানে আসার পর হইতে কাহারও উপর কোন নির্য্যাতন নাই, তিনি লোকও অতি ভদ্র। তাঁর কাছে একবার কথাটা জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হয় না কি? চাকরদের কথা সব সময় সত্যও হয় না।

প্রচণ্ড উগ্রভাবে বলিলেন "দেখ সুধীর, তুমি দেখছি প্রত্যেক কাজেই বাধা দিবার জন্যই আছ। তোমার যদি মায়ের কাজে জীবন উৎসর্গ করিতে সাহস না হয়, প্রত্যেক কাজে যদি এইরূপ ভয় করিয়া চলিতে চাও, তা হলে তোমার এর মধ্যে না আসাই উচিত ছিল। এখনও সময় আছে, এখনও ফিরিয়া যাইতে পার। সাহস চাই, প্রাণ চাই, প্রাণ দিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া চাই। ধিক্ তোমাকে, তুমি মায়ের কুলাঙ্গার সন্তান।

সুধীর ব্যতীত অপর পাঁচজন 'বন্দেমাতরং' রবে একবার সমর্থন করিল।

সুধীর ধীর ভাবে বলিল "তা হতে পারে কিন্তু তোমরা যে এইরূপ অবিমৃষ্যকরিতার দ্বারা মায়ের উপকার করিবে, কি অপকার করিবে, আমার তাই সন্দেহ হয়। ডিপুটি বাবু দোষী কিনা না তাহা দেখিয়াই শাস্তি দিতে হবে? এরূপে যে বন্ধুও শত্রু হয়ে দাড়ায়। এসব কাজে বিশেষ সাবধানতা সহকারে চলিতে হয়। নিজ বুদ্ধির দোষে যদি মায়ের অপকার কর, তবে তার শাস্তি সংসারে নাই! পর লোকে কি আছে, তাহা মাই জানেন। আমাকে তোমরা গালাগালি দিতে পার, দল হইতে বাহির করিয়াও দিতে পার, কিন্তু তোমারা যেটাকে একটা সহজ খেলার জিনিস মনে করে যা ইচ্ছা তাই কোচ্ছো, সেটা সেরূপ নয়- তার দায়িত্ব বড় গুরুতর।

প্রচণ্ডের এ প্রতিবাদ অসহনীয় হইল, পূর্ব্ব হইতেই সুধীরের উপর এই সব কারণে তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা তিনি যাহা কহি-, বেন বা বলিলেন সকলে তাহাই নির্ব্বিচারে মানিয়া লইবে। সুধীর মধ্যে মধ্যে এইরূপ দুই চারি কথা বলিতেন, তাই প্রচণ্ড তাঁর উপর

বিরক্ত ছিলেন এই কথা শুনিয়া প্রচণ্ড বাবু বিশেষ অসন্তোষের সঙ্গে বলিলেন "কি গুরুতর, কি সহজ তাহার বিষয়ে তোমার কাছে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিব না। আমার একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে, মায়ের কার্য্যে শান্তি পদ বাবুকে জব্দ করা আমরা আবশ্যক মনে করি। তুমি তাহা কর কিনা? সুধীর ধীর ভাবে বলিল "যদি প্রকৃতই তাহা আবশ্যক হয়-তাহা হইলে তাহাতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তিনি জব্দের কাজ করিয়াছেন কিনা, তাহার বিষয় নিঃসন্দেহ হওয়া আবশ্যক। আমি সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ নহি। আর স্বদেশীতে লোককে ভক্তি লওয়াইবার পক্ষে এইরূপ নির্য্যাতনই যে সকল সময়ে শ্রেষ্ঠ উপায়, তাহাও আমার বোধ হয় না। সুতরাং ইহাতে আমার সম্মতি নাই। শিখণ্ড বাবু অসহিষ্ণু, তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন আমার আর শোনার দরকার নাই; সুধীর দেখছি সেই ভীরু, নরমদলের ল্যাজধরা। একেবারে সাহস হীন। অতএব আমার প্রস্তাবে তাহাকে আমাদের পবিত্র, মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত, উগ্রচণ্ডা সমিতির সভ্য পদ হইতে বর্জ্জন করা হউক। প্রচণ্ড বলিলেন সুধীর, এখনও তোমাকে সময় দিতেছি, এখনও ভাবিয়া দেখ, মায়ের কার্য্য করিবে না ভয়ের সেবাই করিবে। সুধীর পূর্ব্ববৎ অবিচলিত ভাবে বলিলেন "মায়ের কার্য্য আজীবন করিব, তবে তোমাদের সমিতিটি আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা নহে, এখানে মায়ের কার্য্য অপেক্ষা স্বেচ্ছাচারের প্রভুত্বই অধিক। অতএব ইহার সংস্রব আমি এই মুহূর্ত্তেই ত্যাগ করিলাম।" এই বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সুধীর চলিয়া গেলেন।

প্রচণ্ড সুধীরের এই ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার দলের অবশিষ্ট পাঁচ জনের নিকট সুধীরের ভীরুতা, কাপুরুষতার বিষয় অনেক বলিয়া শেষে বলিলেন "আজ আমাদের শুভ দিন। এই সুধীরকে বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল, যদি সে আরও বেশী দিন থাকিত, তাহা হইলে না জানি কি দুর্ঘটনাই ঘটাইত। মা তাঁর এই অযোগ্য কুসন্তানকে যে তাঁর পবিত্র মন্দির হইতে বাহির করিয়া দিলেন, তাহার জন্ত তাঁর চরণে আমরা প্রণাম করি। সকলেই ভক্তি ভাবে প্রণত হইল। এবং "বন্দে মাতরং" ধ্বনিতে গৃহ বিকম্পিত করিল।

অধীর বসু বলিলেন "আজ এই শুভ ঘটনার জন্য, আনন্দোৎসবের উদ্দেশ্যে আমি নিজ হইতে পাঁচ টাকা দিতেছি, এই পবিত্র মন্দিরে মায়ের পবিত্র নামে সকলে জলযোগ করিয়া তাঁর প্রিয়কার্য্যে ব্রতী হও। সানন্দে পুনরায় বন্দে-মাতরং ধ্বনি হইল। তৎক্ষণাৎ অধীর বাবু ঝণাৎ করিয়া পাঁচ টাকা ফেলিয়া দিলেন, ইনি একটী ক্ষুদ্র জমিদারের পোষ্য পুত্র। নিলাজ বাবু প্রচণ্ডের আদেশ ক্রমে টাকা লইয়া আনন্দ-জলযোগের উপকরণ সংগ্রহে প্রস্থান করিলেন এবং এক ঘণ্টার মধ্যে সব লইয়া আসিলেন। তাহার মধ্যে স্বদেশী মৃৎ-ভাণ্ডে স্বদেশী ধানেশ্বরী এবং ফতেয়াবাদ বাজারের দোকানের মিঠাই মণ্ডা ছিল, ইহা আমরা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি। প্রকাশ থাকে যে

উক্ত মিঠাই ওয়ালারা বিলাতী চিনিই ব্যবহার করে—একথা সকলেই জানেন।

আনন্দ-জলযোগ শেষ করিয়া "বন্দেমাতরং" রবে সকলে শান্তিপদ বাবুর জন্দের আয়োজনে বাহির হইলেন।

৩

শান্তিপদ বাবুর ধোবা নাপিত বন্ধ হইয়াছে। তাঁহার চাকর, ব্রাহ্মণ ছাড়িয়া গিয়াছে; কি কারণে তাহারা তাঁহার কার্য্য করিতে অস্বীকার করিল—তাহা প্রকাশ নাই। শান্তিপদ বাবু মনে মনে তাহা বিশ্বাস করিয়াই বুঝিয়াছেন, তবে বাহিরে তিনিও তাহা লইয়া কোন আন্দোলন করেন নাই, অথবা স্থানীয় কাহাকেও সেজন্য কিছু বলেন নাই। তবে প্রচণ্ডের দল তাঁহাকে যেরূপে জব্দ করিবে ভাবিয়াছিল তাহা সিদ্ধ হয় নাই। শান্তিপদ বাবুর নাপিতের বড় প্রয়োজন ছিল না। মুখে দাড়ী ছিল, সুতরাং দাড়ী কামানোর আবশ্যক নাই। নখ আদি কেলা ছুরীর সাহায্যেই হইত। কাপড় ধোয়াইবার বন্দোবস্ত তিনি স্থানান্তরে করিয়া ফেলিলেন। রেলে পারশেল যোগে তাঁর কাপড় যাইত বা লোকমারফৎ যাইত, আবার সেইরূপেই আসিত। বাড়ীতে শান্তি পদ বাবুর স্ত্রী, একটি কুমারী কন্যা, এক বিধবা পিসি আর ৩টি ছেলে ছিল। তাঁর স্ত্রী রন্ধন শালার কার্য্য নিজে সুন্দররূপে করিতেন। জল তোলা, বাসন মাজা প্রভৃতি কাজ তিনি নিজ কর্ম্মিষ্ঠা কন্যার সহায়তায় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন; তাঁর পিশিমা সাংসারিক অন্যান্য কার্য্য করিতে লাগিলেন। চৌদ্দ বৎসরের বড় ছেলে দশ ও আট বৎসরের ছোট ভাই দুটীর সাহায্যে বাজার ও বাহিরের অন্য কাজ করিতে লাগিল। তাঁর চাপরাসীরাও তাঁর কাজে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিত কিন্তু তিনি তাহাদিগকে বারণ করিয়া দিলেন যে সরকারী কাজ ব্যতীত অন্য কোন কাজ যেন তাহারা না করে। একদিন শান্তিবাবু কাছারি হইতে আসিয়া দেখিলেন কন্যা একটা কড়া মাজিতেছে, তার কপালে ঘর্ম্মবিন্দু কপোল বহিয়া পড়িতেছে। ক্লান্তি মুখমণ্ডলে দেদীপ্যমান দেখিয়া তিনি ব্যথিত হইয়া বলিলেন—"মা, আমি ছুটীর দরখাস্ত করি। মা তোদের একষ্ট আর দেখিতে পারি না! এখান থেকে চলিয়া যাই!"

কন্যা মধুর হাস্যে তাঁহাকে আনন্দিত করিয়া কহিল, "না, বাবা, চলে গেলে তো আমরাই জব্দ হোলাম, তা হবে না। তার পর আপনি চলিয়া যাইতে চাহিলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই সব জান্‌তে পারবেন, আর এখানকার লোকদের উপরে পীড়ন হবে।" শান্তি বাবু একটু অসন্তুষ্ট দেখাইয়া বলিলেন "যারা মিছামিছি আমার এমন মা লক্ষ্মীকে এমন কষ্ট দিচ্ছে, তাদের পীড়ন হওয়াই উচিত!

কন্যা কহিল "কষ্ট কি বাবা! এটাও আমাদের একটা কর্ত্তব্য কাজ নয় কি? তারা ভুল বুঝেছে, এক দিন শোধরাবে! কিন্তু পীড়ন হলে যে বাবা প্রতিহিংসা লওয়া হবে।

পিতা বলিলেন—"আমি তো স্থির করিয়াছি, এখন থেকে সব বিলাতীই ব্যবহার কোরবো; লোকে যখন জান্‌ছে যে আমি বিলাতীই ব্যবহার করি, তখন আর কেন দেশী দেশী করে মরি মা!

কন্যা দুঃখিত ভাবে বলিল—"সে কি বাবা! তবে কি লোক দেখানোর জন্য আপনি দেশী ব্যবহার করেন নাকি?—লোকের কাছে বেশী সুনাম হবে যে ডিপুটী বাবু দেশী ব্যবহার করেন, তাই আপনি দেশী ব্যবহার করেন! নিজের মন থেকে নয়? না, এও আমাদের একটা পরীক্ষা বাবা! আমরা পালাবো না, জব্দও হব না; যারা আমাদের উপর ভুল বুঝে রেগেছে, তাদেরই চক্ষু ফুটবে বাবা।

শান্তি বাবু হাসিয়া বলিলেন—"কত দিন এমন কোরে চালাতে পারবে মা।

কন্যা হাসিয়া বলিল—"যত দিন উগ্রচণ্ডা সমিতির দলের মতি না ফেরে।"

সানন্দে প্রাস্তা কন্যার কপোলে স্নেহ-চুম্বন দিয়া পিতা গৃহে প্রবেশ করিলেন।

এ ঘটনার পর ৪ মাস অতীত হইয়াছে। উগ্রচণ্ডা সমিতির দল শান্তি বাবুকে জব্দ করিতে না পারিয়া মনে মনে দগ্ধ হইতেছেন। তাঁহাদের ব্রহ্মাস্ত্র এই গোল্লাহটির উপরে ব্যর্থ হইয়া গেল—একথা মনে করিয়া তাঁহারা ক্ষুব্ধ হইলেন। এ দিকে পুলিশের দারোগা বাবু ইহাদিগকে জব্দ করিবার জন্য শান্তি পদ বাবুর একটু ইঙ্গিত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহা বৃথা হইল। তিনি তাঁহাকে বলিয়া দিলেন ইহা লইয়া তাহাদের উপর কোনও রূপ পীড়ন না হয়। তাহারা তাঁহার কিছুই অনিষ্ট করে নাই। দারোগা বাবু কি করিবেন, অগত্যা চুপ করিয়া থাকিলেন।

সুধীর বাবুর এক দশ বৎসর বয়ীয় ভগিনী মধ্যে২ শান্তি বাবুর বাসায় যাইত। যেদিন শান্তি বাবু ও তাঁহার কন্যার সঙ্গে কথা হয়, সেদিন ঐ বালিকা ঘটনাক্রমে পাশের ঘরে উপস্থিত ছিল। সে ঐ সব কথা তাহার দাদার কাছে গিয়া বলিয়াছিল। সুধীর সমিতির সংশ্রব ত্যাগ করিলেও একদিন প্রচণ্ড ও শিখণ্ডকে ঐ কথা বলিয়াছিলেন। তাহারা তখন সেটা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। ক্রমেই দিন যাইতে লাগিল আর ক্রমেই প্রচণ্ডের মনে ঐ কথাটা উঠিতে লাগিল। ইতি মধ্যে আর একটা ঘটনা ঘটিল।

একদিন ফতেয়াবাদ হইতে ৫ মাইল দূরে হজরৎ গঞ্জের বাজারে প্রচণ্ডের সহিত বিলাতী লবণ বিক্রেতা হানিফ সেখের বচসা হয়। তাহার ফলে হানিফ প্রচণ্ডের দ্বারা প্রহৃত হইয়াছিল বলিয়া গুজব উঠে। সুতরাং পুলিশ বিশেষ উৎসাহে এক প্রকাণ্ড রিপোর্ট দাখিল করিল, তাহার সঙ্গে উগ্রচণ্ডা সমিতির নামেও অনেক দোষ দেওয়া হইল। পুলিশ সাহেব স্বয়ং আসিয়া এবিষয়ে নানা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শান্তিপদ বাবু এ মোকর্দ্দমার কাগজ পত্র পাইয়া ব্যথিত হইলেন। তিন বৎসর মধ্যে তাঁর এলাকায় কোনও গোলযোগ হয় নাই; এখন এইরূপ একটা মোকর্দ্দমা খাড়া করা হইল; তিনি দারোগা বাবুকে বলিয়া দিলেন এ মোকদ্দমা আপোসে মিটাইয়া দিলে তিনি বড় সুখী হইবেন। পুলিশ সাহেবের সঙ্গে শান্তি বাবুর একদিন তাঁর বাঙ্গলায় দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া কথা হইল, একথা জনরব রাষ্ট্র করিয়া দিল। প্রচণ্ড প্রভৃতি মনে করি

করিলেন. এইবার শান্তিবাবু শোধ তুলিবেন। জেলখানার মূর্ত্তি প্রচণ্ডাদির নয়নে প্রতিভাত হইতে লাগিল কিন্তু কয়েক দিন পর তাঁহারা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন যে পুলিশ এ মোকর্দ্দমা উঠাইয়া লইয়াছে। তাঁহাদের মাষ্টার বাবু বলিলেন "ডেপুটী বাবুর নিজ চেষ্টায় এ মোকর্দ্দমা স্থগিত হইল।

তার প্রায় একমাস পর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের কোটের একজন কেরাণীর সঙ্গে প্রচণ্ডের দেখা হওয়ায় সে গোপনে তাঁহাকে বলিল যে এই মোকর্দ্দমা ও তাহাদের সমিতি লইয়া মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে শান্তি বাবুর অনেক লেখালেখি হইয়াছে এবং শান্তি বাবু এ মোকর্দ্দমার কোন স্বদেশী মূল নাই এবং উগ্রচণ্ডা সমিতিটার নামটা ভীতিপ্রদ হইলেও তাহা দ্বারা কোনদিন কাহারও পীড়ন হয় নাই বরং অনেক দুঃস্থ ও বিপন্ন ব্যক্তির অনেক উপকার হইয়াছে, তাহা তিনি প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে দেখাইয়া দিয়াছেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেটকে ইহাও লিখিয়াছেন যে ইহার দ্বারা কোন অনিষ্ট হইলে তাহার দায়িত্ব তিনি নিজে বহন করিবেন।

উপরে রাজ-নিষ্ঠ বলিয়া শান্তি বাবুর খুব ভাল সুনাম আছে, তাই ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়াছেন, নতুবা উক্ত সমিতির সভ্যগণকে নানারূপে বিধ্বস্ত হইতে হইত, উক্ত কেরাণী বাবু একথাও প্রচণ্ডকে বেশ বুঝাইয়া দিল।

এই সব ঘটনা পরম্পরায় প্রচণ্ড বুঝিলেন যে শান্তি বাবু সরকারী চাকর হইয়াও একজন প্রকৃত স্বদেশ সেবক এবং তাঁহারা বাহিরে "ভয়ানক স্বদেশী" হইয়াও আসলে কিছুই নহে। তখন সুধীরের কথা গুলি তার মনে উদিত হইয়া তাহাকে আরও ব্যথিত করিল।

সুধীরকে তিনি ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন "ভাই সুধীর, আমার ভ্রম আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি এবং তোমার কথা গুলি যে সত্য তাহা এখন আমার ধারণা হইতেছে। ডেপুটী বাবুর কন্যার কথা গুলিও এখন আমার সত্য বলিয়াই বোধ হচ্ছে। আমাদিগকেই অন্ধ করিয়াছে বটে। ভাই, আমরা স্বেচ্ছাচারিতাকেই স্বদেশ সেবার নাম দিয়াছিলাম বটে! যাঁহাকে গোলাম বলিয়া ঠাট্টা করিতাম, তিনি অন্তরে আমাপেক্ষা সহস্রগুণে বেশী স্বদেশ সেবক। আমাদের ন্যায় শত্রুকেও ক্ষমা করিয়া যিনি এমন সাপক্ষতা করিতে পারেন, তিনি নর-দেব। ভাই, ইহার প্রতীকার করিতে হইবে। আজ আমি নবজীবন পাইলাম। আমরা অক্ষম হইয়া অনর্থক পীড়ন করিয়া তাঁকে কষ্ট দিতেছি, আর তিনি সক্ষম হইয়াও আমাদিগকে জেল হইতে বাঁচাইয়া দিলেন; অথচ কেহ তাঁহাকে সেজন্য অনুরোধ ও করে নাই।

চল ভাই। আজ সন্ধ্যাকালে তাঁর বাসায় আমরা গিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করি।"

সুধীর শুনিয়া পরমানন্দিত হইয়া বলিলেন, "ভাই বড় সুখী হইলাম! তোমার কথায় আমার প্রাণ তৃপ্ত হইল। শান্তিবাবুর পরিবারের সব গুলি লোক প্রকৃত স্বদেশ প্রেমিক; তার পরিচয় আমি অনেক দিন পাইয়াছি কিন্তু তোমরা তো আমার কথা শুনিলেনা।

প্রচণ্ড বলিলেন "আর লজ্জা দিও না ভাই, আমি নায়কের উপযুক্ত নহি; আজ হইতে এ সমিতির নায়কের পদে তোমাকেই স্থাপিত করিয়া এতদিনের স্বেচ্ছাচারের প্রায়শ্চিত্ত করিব ও প্রকৃত স্বদেশ সেবায় প্রাণপাত করিব। চল সকলকে এ বিষয়ের সংবাদ দিয়া আসি।

* * *

সন্ধ্যার পর শান্তি বাবু নিজের বাহিরের ঘরে বসিয়া কাগজ পড়িতেছেন, পার্শ্বে তাঁর কন্যা দাঁড়াইয়া তাঁর মাথায় হাত বুলাইতেছে, ইতোমধ্যে বাহিরে বারান্দায় ৬৭ জন যুবক উপস্থিত হইলেন। শান্তি বাবুর সঙ্গে আজ ৪৫ মাস মধ্যে কেহ দেখা করিতে আসেন নাই, বয়স্যগণ লজ্জায়ই আসেন নাই। তাই শান্তি বাবু একটু বিস্মিত ভাবে বলিলেন "কে?"

সুধীর বলিলেন "আমি সুধীর।" সুধীরকে শান্তি বাবু বেশ চিনিতেন এবং একটু বিশেষ স্নেহ করিতেন। "সুধীর। হঠাৎ এসময় কেন? সঙ্গে আর কে?" শান্তি বাবুর মুখের কথা শেষ না হইতেই সকলে পর্দ্দা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন, তাঁর কন্যা চমকিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন।

শান্তি বাবু ও চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বলিলেন "এ কি! আপনারা কি আমাকে মারিয়া স্বদেশী করিবেন নাকি?" সর্ব্বাগ্রে প্রচণ্ড শান্তি বাবুর পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে, কাতরে বলিল—আর লজ্জা দিবেন না, আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে। আজ আমরা বড় অনুতপ্ত হইয়া আপনার এবং আপনার পরিজনবর্গের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। আমরা ক্ষমার অযোগ্য হইলেও আপনি পূর্ব্ব হইতেই ক্ষমা করিয়া আসিতেছেন, আমরা দেশ সেবক নই, স্বেচ্ছাচারী, আজ আমাদের চক্ষু ফুটিয়াছে, সন্তান বলিয়া আমাদিগকে কোলে তুলিয়া লউন, আজ হইতে সুধীর আমাদের নেতা, আপনার পবিত্র নামে সমিতির নূতন নাম "শান্তি সমিতি" হইল, আমরা শান্তি মন্ত্রের উপাসক হইয়া দেশ সেবা করিব।

আনন্দে শান্তি বাবু প্রত্যেককে আলিঙ্গন দিলেন। শান্তি বাবুর কন্যা আনন্দোচ্ছ্বাসে অধীর ভাবে বলিল "বাবা, আজ আমার ব্রত উদ্‌যাপিত হইল।"

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি এ।

হতাশ-আশা।

—:o:—

১

দিবস রজনী কত,
পর পর হ'ল গত,
হৃদয়ের আশা হৃদে হইল বিলীন;
মানস-কাননে আর,
নাহি ধ্বনি পাপিয়ার,
প্রাণের আনন্দ রেখা বিষাদে মলিন।
নীরব নিথর প্রায়,
তারি পানে চেয়ে হায়,
ভাঙ্গা বুক চেপে ধরে রব কত আর,
না জানি হৃদয় কত কঠিন তাহার।

২

কোন দূর দূরান্তরে,
ছিল চির অন্ধকারে,
যতনে টানিয়া তাঁরে স্থাপিনু হৃদয়ে;
ক্ষুদ্র—অতি ক্ষুদ্র প্রাণ,
করিনু তাহারে দান,
চলে গেল অনায়াসে চরণে দলিয়ে।
জুড়াইতে তপ্ত প্রাণ,
করিলাম সুধা পান,
সে সুধা গরল হল মম ভাগ্য দোষে,
মরুভূমে ভ্রমিলাম বারি পান আশে।

৩

ছিঁড়ে গেছে হৃদি-তার,
পুনঃ না বাজিবে আর,
বসন্তী প্রভাতে আহা! মোহিয়া ভুবন
হেরিতেছি দিনে-তারা,
হয়েছি পাগল পারা,
শান্তি-সুখ করিয়াছি চির বিসর্জ্জন।
শুক'ল বাসনা নদী,
জ্বলে হৃদি নিরবধি,
দুঃসহ হয়েছে এবে জীবন ধারণ,
আয় মৃত্যু আয় তোরে করি আলিঙ্গন।

৪

যাও দূরে—অতি দূরে,
পুনঃ না আসিও ফিরে,
মনোরাজ্যে যে মুরতি করেছি স্থাপন,—
সতত হেরিব তারে,
সিঞ্চিব নয়নাসারে,
ভুলে রব সেই ছবি করে দরশন।
প্রাণের আকাঙ্ক্ষা যবে,
তীব্র বেগে প্রকাশিবে,
নিশ্চয় জানিও তুমি আসিবে তখন,
না পারিবে ভুলে মোরে থাকিতে কখন।

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী।

রাজা কেনিউট্।

—:•:—

কেনিউট মহামতি,
ইংলণ্ডের অধিপতি,
একদিন নিয়ে সব পাত্র মিত্রগণে।
উপনীত হইলেন সিন্ধু দরশনে॥
ভীষণ গর্জ্জন করি,
উথলিছে সিন্ধুবারি,
অস্তোম্মুখ প্রভাকর,
গুটায়ে সহস্র কর,
ডুবে যায় ধীরে ধীরে সাগরের জলে।
রঞ্জিয়া পশ্চিম দিক রক্তিম কমলে॥
প্রতিবিম্ব জলে তার
পড়ে, সিন্ধু রক্তাকার;
দেখে প্রকৃতির এই শোভা মনোহর।
রাজাসনে বসে ভূপ সানন্দ অন্তর॥

২

চৌদিকে দাঁড়ায়ে যত পাত্র মিত্রগণ,
নানা জনে নানারূপে,
প্রশংসিয়া বলে ভূপে,
"মহারাজ! শুনি নাই, দেখিনি কখন,
মহাপরাক্রমী রাজা তোমার মতন॥
সম্মুখে যে সিন্ধুজল,
আসিতেছে করি বল,
সেও আজ্ঞামাত্র তব থামিবে এখন।

সাহস না করিবে আজ্ঞা করিতে লঙ্ঘন ॥"
ভূপ বলে বাণী শুনে
শিখাইতে মন্ত্রিগণে,
"সাবধান! স্থির হও, আসিও না আর
এইদিকে সিন্ধু জল, আদেশ আমার ॥"
রবি শশী তারাগণ,
জীব জন্তু অগনন,
সৃজিলেন যিনি এই বিশ্ব চরাচর,—
সাগর ভূধর জল,
বায়ু পৃথি নভস্তল,
প্রকৃতি যাহারি আজ্ঞা পালে নিরন্তর,
না পালিয়া সিন্ধু আজ্ঞা সে বিশ্বরাজের,
পালিতে কি পারে আজ্ঞা রাজা কেহুটের ?
ভীষণ গর্জ্জন করি,
উথলিয়া সিন্ধু বারি,
রাজার আসন কাছে হল উপনীত,
প্রাণ ভয়ে পাত্র মিত্র পালায় ত্বরিত ॥
ম্লান মুখ চাটুকার
দেখে বিশ্ব অন্ধকার;
চিন্তাকুল কেনিউট বলে মন্ত্রিগণে।
"আর যেন হেন কথা না শুনি শ্রবণে ॥"
বিভুই বিশ্বের রাজা,
মোরা সব তাঁরি প্রজা;
ভৃত্যরূপে তাঁরি আজ্ঞা করিব পালন।
মন্ত্রিগণ এই কথা ভুলো না কখন ॥'
রাজার মুকুট ত্যজি,
তদবধি ভৃত্য সাজি,
চালালেন রাজ-কাজ কেনিউট রাজা।
পালনে তাঁহার সুখে ছিল যত প্রজা ॥

শ্রীজগদ্বন্ধু চৌধুরী।

ভৈরব নদ।

—:০:—

কঠিন পাষাণ দ্বার ভেদ করি যবে
হে ভৈরব, ছুটেছিলে উন্মত্তের মত
দিগ্বিদিক হারাইয়া তাণ্ডব-নর্ত্তনে ;—
তরঙ্গ জটায় মাখি, শুভ্র ফেন রাশি
করেছিলে তট ভূমি প্রহত লীলায় ;—
বপ্র ক্রীড়া পরিণত গজের মতন,
ঘোরনাদে গরজিলে বিষম-গভীর।
উদ্দাম-আনন্দ মদে কাঁপায়ে চৌদিক,—
সেদিন—সেদিন হায় ক্ষণিকের তরে,
ভেবেছিলে মনে কিহে বিশাল উরসে,
ভাসিবে শৈবাল দল, ফুটিবে কহ্লার,
শুষ্ক গর্ভে কাশপুষ্প দুলিবে বাতাসে ?"
অতীতের ইতিহাস করিয়া বহন
তুলিবে মানব মনে বিষাদ রোদন ?

শ্রীনফর চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেখিব না আর।

—:০:—

দেখিব না বলে করে অভিমান,
যেদিকে ফিরাই আঁখি,
সেই দিকে তুমি পথ আগুলিয়া—
বিরাজিত আছ দেখি।
দশদিক চেয়ে হয়ে আলাতন
নয়ন মুদিয়া রই,
তবু মরমের নিভৃত নিবাসে

(তোমার) মুরতি জাগিছে অই।
দেখিতে দেখিতে মিটে যায় সাধ
তাই ভুলে যেতে চাই,
মিলনের চেয়ে বিরহ আহ্বান
শত সুখ সিন্ধু পাই।
বিরহ বিজন বনে বসতি আমার
পায় ধরি দূরে সর দেখিব না আর।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী।

সংবাদ ও সমালোচনা।

—:•:—

রমেশচন্দ্রের পরলোক। মাতৃভূমি সুসন্তান, গুণীগণাগ্রগণ্য রমেশচন্দ্র দত্ত আর ইহ সংসারে নাই। বিগত ৩০শে নভেম্বর বেলা ২ টার সময় বরদা রাজ্যে তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছে। ইনি ইংলণ্ডে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দীর্ঘকাল ইংরাজের অধীনে প্রাদেশিক ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার প্রভৃতি উচ্চপদে সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়া শেষে বরদা রাজ্যে প্রধান মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বরদার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া তিনি এই রাজ্যের সকল প্রকারে উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন। এইজন্য বরদারাজ্য আজ ভারতের আদর্শ রাজ্যরূপে প্রখ্যাত হইয়াছে। রমেশচন্দ্রের ন্যায় অমায়িক প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তি প্রায় নয়নগোচর হয় না; যিনি একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। ইংরাজী শিক্ষায় অনেকেরই মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায়। কিন্তু রমেশচন্দ্রের তাহা হয় নাই। ইঁহার ন্যায় বিদ্যা, বিনয়, প্রতিভা এবং ধর্ম্মপ্রাণতার একত্র সমাবেশ আর কাহার চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। অনবরত ইংরাজের সহবাসে থাকিয়াও রমেশচন্দ্র মাতৃভাষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েন নাই। যতদিন বাঙ্গালী থাকিবে, যত দিন বাঙ্গালা ভাষার আদর থাকিবে, ততদিন রমেশ চন্দ্রের "মাধবী-কঙ্কন" সংসার, সমাজ প্রভৃতি পুস্তক বাঙ্গালার ঘরে ঘরে সমাদৃত হইবে। রমেশ চন্দ্রের মৃত্যুতে বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালা ভাষার যে ক্ষতি হইল এ ক্ষতি পূরণের আশা নাই। এক্ষণে মঙ্গলময় ভগবানের নিকট প্রার্থনা তিনি এই আদর্শ মহাত্মার আত্মাকে তাঁহার শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দান করুন।

শোক সংবাদ। আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে হাওড়া জেলার প্রধান উকীল রায় নরসিংহ চন্দ্র দত্ত বাহাদুর বিগত ৫ই মাঘ মঙ্গলবার মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। বহুমূত্র বেরি বেরি রোগই তাঁহার মৃত্যুর কারণ কিছুদিন পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অকাল মৃত্যুতে তিনি বিশেষ শোক পাইয়াছিলেন, ইহাতে তাহার শরীর ও কিছু ভগ্ন হইয়াছিল। তিনি নিজ ওকালতী ব্যবসায়ে ও গবর্ণমেণ্টের উকীল মনোনীত হইয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, বহুদিবস ধরিয়া মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার ও ভাইস চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়া সাধারণের বহু উপকার সাধন করিয়াছিলেন। ভগবান্ তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে শান্তি-দান করুন। ইহাই প্রার্থনা।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব। কবিরাজ শ্রীরাম প্রাণ শর্ম্মা কবিরঞ্জন প্রণীত। মূল্য ১।০ আনা। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি; কবিরাজ মহাশয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অভিজ্ঞতার ফলে পুস্তকখানিকে সাধারণের উপযোগী করিয়া রচনা করিয়াছেন. ইহা পাঠে কবিরাজী চিকিৎসার অনেক গুণ নিয়ম বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়, ইহার দ্বারা যে সাধারণের উপকার হইবে-সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

মায়া। একখানি গীতিকাব্য ইহা ন্যাশন্যাল থিয়েটরে অভিনীত হইতেছে। উক্ত থিয়েটার সম্প্রদায় মায়ার অভিনয় যেরূপ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতেছেন, তাহাতে দর্শক মাত্রেই আনন্দানুভব করিবেন। ইহার কয়েকটি দৃশ্য পট ও অভিনয় পারিপাট্য এতদূর স্বাভাবিক হইয়াছিল যে আমরা তাহা দর্শনও শ্রবণ করিয়া যারপর নাই মুগ্ধ হইয়াছি। আজকাল সাধারণ রঙ্গমঞ্চে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা পূর্ণ পুস্তকের অভিনয় দেখাইয়া সকলের মনে ধর্ম্ম-ভাব যাগাইতেছেন। "মায়ার" ন্যায় সুন্দর নাটকের অভিনয় বঙ্গরঙ্গমঞ্চে যতই বাহুল্য হইবে, ততই মঙ্গল। আমরা সকলকে ন্যাশন্যাল থিয়েটারে "মায়ার" অভিনয় দেখিতে অনুরোধ করি।

কোহিনুর থিয়েটার।—আমরা জনৈক বন্ধুর দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া কোহিনুরে "বিষাদ ও নেড়া হরিদাসের" অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। বিষাদ অভিনয় আজ-নূতন নহে; কতবার আমরা অন্য থিয়েটারে ইহার অভিনয় দেখিয়াছি কিন্তু কোহিনুরের অভিনেতাও অভিনেত্রীগণের অভিনয় নৈপুণ্যে সেদিন ইহার অভিনয় বেশ মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। "বিষাদের" বিষাদময় ছবি দেখিয়া হৃদয় যেরূপ বিষাদ-ভারাক্রান্ত হইয়াছিল। পরক্ষণে স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্রের হাস্যোদ্দীপক সামাজিক নক্সা "নেড়া হরিদাসের" অভিনয় দেখিয়া তদ্রূপ হাসির তরঙ্গে হৃদয় ভরিয়া গিয়াছিল। মোটের উপর পুস্তক দুইখানির অভিনয় বেশ দক্ষতার সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছিল। পরিশেষে উদ্যোক্তগণের আদর আপ্যায়ণে আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছিলাম। এক্ষণে সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস দে মহাশয়ের ন্যায় কৃতী ব্যক্তির কৃতীত্বে উত্তরোত্তর ইহার শ্রীবৃদ্ধি হউক, ইহাই প্রার্থনা।

বোসের সার্কাস। কলিকাতা গড়ের মাঠে আজ প্রায় দুইমাস ধরিয়া এই সার্কাস সম্প্রদায় বাঙ্গালীর অতুলনীয় কীর্ত্তি কলাপের পরিচয় দিতেছেন। বেগবান অশ্বের উপর বাঙ্গালী বীরের অসমসাহসিক ধাবন-কুর্দ্দন বড়ই কৌতুহলোদ্দীপক, বিদেশী সার্কাসে যাহা দেখাইতে পারে না, আজ প্রোফেসর বোসের সার্কাসে আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সাতিশয় চমৎকৃত হইয়াছি। প্রোফেসর বোসের সার্কাস হিন্দুর কীর্ত্তিস্তম্ভ। আমরা জনসাধারণকে একবার এই সার্কাসে যাইতে অনুরোধ করি, আনন্দ উপভোগের জন্য অন্যত্র অর্থের অপব্যয় না করিয়া স্বদেশভক্ত ব্যক্তি মাত্রেই এই সার্কাস কোম্পানীকে উৎসাহ দান করেন-ইহা আমাদের প্রার্থনা।



দানশীল মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিংহ বাহাদুর।

হিন্দু ও হিন্দুধর্ম্ম।

—:•:—

এই আর্য্য পুণ্য-প্লাবিত, আর্য্য নিষেবিত, পুণ্যভূমি ভারতে জন্মগ্রহণ করা বিশেষ অদৃষ্ট সাপেক্ষ; পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বহু পুণ্য না থাকিলে এই পবিত্র দেশে জন্ম লাভ করিতে পারা যায় না। ত্রিদিববাসী অমরগণও স্বেচ্ছায় মরজগতের এই পবিত্রাদপি পবিত্র ভারত ক্ষেত্রে জন্মলাভ করিতে বাঞ্ছা করেন। কত দেবতাংশ সম্ভূত মহাপুরুষ স্বেচ্ছায় এই পুণ্য-ভূমি ভারতে জন্ম লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন—পুরাণেতিহাসে তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুই এই আর্য্যবংশাবতংশ—ভারত ভূমির আদিম নিবাসী। বিশ্বস্রষ্টা-জীবকুল জীবন ভগবান জগতে জীব সৃষ্টির সময় তাহাদিগকে পঞ্চবিধ ভূত বা উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন সত্য কিন্তু ভারতের হিন্দু সৃষ্টির সময়ে তাঁহাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন করিবার জন্য তিনি পঞ্চভূত ব্যতীত আরও একটি উপাদেয় উপাদান সংমিশ্রিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সে উপাদান—ধর্ম্ম। ধর্ম্ম-উপাদান সংমিশ্রণে ইহাদের জন্ম বলিয়া ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জাতি। ইহাদের শিরায় শিরায়, প্রত্যেক ধমণীতে, এমন কি প্রত্যেক অণু, পরমাণুতে ধর্ম্মের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ প্রতিফলিত, এক কথায় হিন্দুর জন্ম, হিন্দুর জীবন যৌবন দেহ-মন-প্রাণ সনাতন আর্য্য ধর্ম্মময় বলিয়া ভারতে এ জাতির এত শ্রেষ্ঠত্ব। ধর্ম্ম ইহাদের রক্তের সহিত প্রবাহিত, ধর্ম্মছাড়া হিন্দু-অহিন্দু; হিন্দু নামের অযোগ্য। কর্ম্মের সহিত যাহারা জগতে ধর্ম্মময় জীবন অতিবাহিত করিতে পারে, যাহারা ধর্ম্মকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিয়া লইতে সমর্থ, তাহারাই যথার্থ হিন্দু নামের যোগ্য; তাহারাই পুণ্যশ্লোক আর্য্যগণের বংশধর—তাহারাই হিন্দু আখ্যা পাইবার উপযুক্ত পাত্র। ভারতবাসী হিন্দু ধর্ম্মচ্যুত হইলেই হিন্দুত্ব হইতে পদস্খলিত হইয়া বিপথে গমন করিল—হিন্দু

হইতে তাহার নাম কলঙ্ক সাগরে অবগাহন করিল, তাহার হিন্দুত্ব চিরতরে লোপ পাইল।

এই কর্ম্মক্ষেত্র ভারতক্ষেত্রে হিন্দুর তুল্য ধর্ম্মময় জীবন যাপন করিতে কেহ পারে নাই, কেহ পারিবে না। আহারে বিহারে, শয়নে স্বপনে ধর্ম্মের পুণ্য-পূতজ্যোতি হৃদয়ঙ্গম করিয়া ধন্য হইতে আর কোন্ জাতি পারিয়াছে? কোন জাতি এমন সুললিত মঙ্গলময়-কণ্ঠে, কারুণ্য-গদগদস্বরে বলিতে পারিয়াছে;—

প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং
সায়াহ্নাৎ প্রাতঃরন্ততঃ
যৎ করোমি জগন্মাতঃ
তদেব তব পূজনম।

ভারতে হিন্দু-জীবনের ইহাই মূল মন্ত্র, এই মনোমোহন মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারিলেই হিন্দুর হিন্দুনাম সার্থক; এবং ইহাদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়া জন্মভূমি—ভারতভূমি চির গৌরবান্বিতা। কিন্তু হায়। সেই স্বর্গতুল্য ভারতে আজ এ কি দৃশ্য নয়নগোচর হইতেছে। আজ সেই আর্য্য-নিষেবিত ভারত আজ শ্মশানের কঙ্কাল-মালায় সমাচ্ছন্ন কেন, কেন আজ তথায় প্রেতগণের তাণ্ডব নৃত্যে লোকের মন ভীতি-বিহ্বল হইতেছে। হায়। আজ ভারতের অধিবাসীগণের মধ্যে সে পূর্ব্বভাব নয়নগোচর হইতেছে না কেন? আজ চারিদিক যেন কিরূপ বিসদৃশভাবে বিশৃঙ্খলতায় পরিপূর্ণ। অহিংসা পরমোধর্ম্ম যাহাদের অমোঘ উপদেশ, সামান্য কীটাণু বিনাশ করা বা তাহাদিগকে যন্ত্রণা প্রদান করা যাহাদের শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। প্রেমভাবে সমস্ত বিশ্বকে ভালবাসা যাহাদের প্রেমের আদর্শ; অজানিত ভাবে কাহাকেও দুঃখ প্রদান করিলে যাহাদিগকে ধর্ম্ম পতিত হইতে হয়। আজ সেই ভারতবাসী, সেই হিন্দুনামধারী আর্য্যসন্তানগণ, পুণ্যময় ভবনে পাপের স্রোত প্রবাহিত করিতেছে কেন? কেন আজ তাহারা নরহত্যারূপ মহাপাপের লিপ্ত হইয়া আর্য্য চরিত্র কলুষিত করিতে বসিয়াছে; আমরা সেই দেব চরিত্রের এই ভয়াবহ অধঃপতন দেখিয়া বাস্তবিক মর্ম্মাহত হইতেছি। কোন পাপে, কাহার অভিশাপে আজ ঋষিকুলে এ ঘোর কলঙ্ককালিমার নিবিড় ছায়াপাত হইতে আরম্ভ হইতেছে! আজ কাল সর্ব্বদাই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইতেছে; বাঙ্গালী যুবকই তাহার নায়ক বলিয়া ধৃত হইতেছেন হায়! যুবকগণের এ মতিভ্রম আজ কোথা হইতে আসিল। ব্রহ্মচর্য্য, ইন্দ্রিয়-সংযম, রিপুজয় প্রভৃতি যাহাদের শিক্ষার প্রধান অঙ্গ, আবাল্য যাহারা গুরুগৃহে ঐ সকল আচার-ব্যবহার শিক্ষা করিয়া দেব-চরিত্র গঠন করিতে শিক্ষা করিত, সাত্ত্বিক-প্রকৃতি, হবিষ্যান্নভোজী ঋষিগণ যাহাদের উপদেষ্টা, তাহাদিগকে এরূপ ভাবে পাপকার্য্যে লিপ্ত হইতে দেখিলে বাস্তবিক ক্ষোভে, রোষে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়! আজ তাহাদের অন্তরে এ ভীষণ নরকাগ্নি কোথা হইতে প্রজ্বলিত হইল। দেশীয় যুবকগণ! তোমারাই দেশের আশা ভরসা, উন্নতি ও অবনতির প্রধান কারণ, কিন্তু কি করিতে কি করিতেছ, পথভ্রান্ত হইয়া কোন পথে অগ্রসর হইতেছ? সুধাভ্রমে গরলপানে নিজে মজিতেছ, দেশবাসীকেও মজাইতেছ। পাপের দ্বারা উন্নতি হইতে পারে না নরহত্যা যে মহাপাপ, তাহা

সকল দেশের,—সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করিতেছে। এবং নরহন্তা যে চিরকাল নিরয়গামী হইয়া স্ববংশের পুণ্য-কীর্ত্তি সকল ধ্বংস করিবে—ইহাই সকল শাস্ত্রের বিধি। পাপে আত্মোন্নতি বা দেশোন্নতি হইতে পারে না। পুণ্য ভিন্ন উন্নতি-সোপানে উন্নীত হইবার আর অন্য উপায় নাই। পূর্ব্বে যে আর্য্যগণ এত উন্নতি করিয়াছিলেন, পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া-গিয়াছেন, এক মাত্র ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়াই তাঁহারা এরূপ উন্নতির শীর্ষতম মার্গে আরোহণ করিতে পারিয়াছিলেন। অসীম পুণ্যসঞ্চয়ই তাহাদের সে উন্নতির মূল কারণ। আজ তোমরা তাহাদের পবিত্র বংশধর হইয়া, নরহত্যারূপ ঘৃণিত পাপে লিপ্ত হইয়া বংশের মান-মর্য্যাদা লোপ করিতেছ কেন? পাপে কখন উন্নতি হয় না, হইতেও পারে না। তবে হিন্দু হইয়া, ধর্ম্ম জীবন অতিবাহিত না করিয়া কেন—আপনার মরণের পথ প্রশস্ত করিতেছ? নরহত্যার তুল্য পাপকার্য্য আর নাই, ইহার ফলে তোমরা ত নরকে নিপতিত হইবেই; তোমাদের পিতৃপুরুষগণের উদ্ধারের পথও তোমার পাপে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। স্বদেশের উন্নতির জন্য তোমরা চেষ্টা করিতেছ, স্বদেশী-ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল করা পুণ্য বই, পাপ নহে। স্বদেশীর অর্থ -স্বদেশপালন ও স্বধর্ম্ম সাধন, তৎসহ আত্মোন্নতি ও দেশোন্নতি কিন্তু এই নর-হত্যাজনিত মহাপাপে ঐ সকল পুণ্যময় কার্য্য কি সুসম্পন্ন হইতে পারে? দেশের উন্নতি করিতে হইলে, পাপকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া সে পথ হইতে একেবারে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুণ্যের আশ্রয়গ্রহণ না করিলে, মনে-প্রাণে ধর্ম্মভাব চির জাগরিত না রাখিলে, তোমাদের আশা কখনই ফলবতী হইবে না। যদি তোমারা ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ না কর, তাহা হইলে সর্ব্বসাক্ষী মঙ্গলময় ভগবান দিন দিন তোমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া দেশের ও দেশবাসীর উৎকণ্ঠা দূর করিবেন। পাপাশ্রয় করিয়া কে কবে চির সুখী হইতে পারিয়াছে? চির সুখী হইতে হইলে এক মাত্র পুণ্যসঞ্চয় ব্যতীত, ধর্ম্মের ধ্যান-ধারণা ব্যতীত মনুষ্যকুলে শ্রেষ্ঠ লাভের আর অন্য উপায় নাই।

তোমাদের এ মতিভ্রম, এ ঘৃণিত ব্যবহার দেখিয়া জগতবাসী ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিবে। তোমরা যে অন্তঃসারশূন্য হইয়াছ, ধর্ম্মত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্ব বিহীন—অপদার্থ হইয়াছ, তোমাদের এই সকল গর্হিত কার্য্যই তাহা প্রকাশ করিয়া দিতেছে। ভারতবাসীর যশ, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি এতদিন অক্ষুণ্ণ ছিল—আজ তোমাদের পাপে—তাহা লোপ হইতে বসিয়াছে। তোমরা নিজেও মজিবে, দেশকেও মজাইবে। অতএব যুবকগণ! যদি দেশের নিকট, দশের নিকট, ভগবানের নিকট প্রীতির পাত্র হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে বর্ব্বরতা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মভাবে দেশের কার্য্য কর, পরোপকারে দেহ মন এবং আত্ম সমর্পণ কর, সকল কার্য্যের ভিত্তি ধর্ম্মের উপর স্থাপন কর; তোমাদের কার্য্য দৃঢ়ীভূত হইবে—ইহকাল পরকাল সুখময় হইবে। ভগবান তোমাদের মনস্কামনা সুসিদ্ধ করিবেন।

সম্পাদক।

মৃণ্ময়ী।

(ক্ষুদ্র গল্প।)

(১)

যখন সন্ধ্যার সুবর্ণ কিরণে ধীরে ধীরে সমস্ত দিক আচ্ছন্ন করিতেছিল। ঠিক সেই সময়ে সহরের একটি বাটির প্রকোষ্ঠগুলির ভিতর একটি দ্বিতল অট্টালিকার জানালায় বালিকা মৃণ্ময়ী বসিয়া রাজপথের দিকে ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল।

গভীর চিন্তা বালিকার মুখমণ্ডলকে সন্ধ্যার আঁধারের ন্যায় ঘিরিয়া ছিল। রাজপথের গ্যাস গুলি হইতে তির্য্যক-ভাবে আলোক চারি দিকে পতিত হইয়া তাহার যথাসাধ্য অন্ধকার নিবারণের চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু বালিকা তাহার অন্তরের দিকে পুনঃ পুনঃ চাহিয়া দেখিল তাহার কিছুমাত্র কষ্ট— অন্ধকার দূরীভূত হয় নাই।

মৃণ্ময়ীকে দেখিলেই সকলে অনুমান করিবেন, তাহার চিন্তার বিষয় সন্তোষজনক নহে। সত্য কথা বলিতে কি মৃণ্ময়ী বড়ই মানসিক কষ্ট অনুভব করিতেছিল।

আজ নির্জ্জনে তাহার অব্যক্ত চিন্তা ব্যক্ত হইল। বালিকা বলিতে লাগিল,—"ইহা একান্তই অসহ্য। এই সকল দীর্ঘ অট্টালিকা গুলি দেখিয়া দেখিয়া আমি একান্তই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আমি পৃথিবীর নিতান্ত অযোগ্য পৃথিবীর একটি জীবও আমার দ্বারা বিন্দুমাত্র উপকৃত হইল না। এক্‌লাটি সারাদিবস একই স্থানে বসিয়া একই বিষয় দেখিতে দেখিতে; একই কার্য্য করিতে করিতে, আমার জীবন বড়ই দুর্ব্বহ, বড়ই তিক্ত বোধ হইয়াছে। আমার একমাত্র কার্য্য পুস্তক পাঠ, অথবা সূচী কর্ম্ম। ইহা আর ভাল লাগেনা। কোথাও যাইবার ক্ষমতা নাই, কাহারও সঙ্গে নির্দ্দোষ আমোদ করিবার অনুমতিও নাই। অসহ্য! ইহা নিতান্তই অসহ্য!! পিতঃ! পিতঃ! এরূপ বড়ই কষ্টদায়ক, এমন কি, কেহই এক্‌লাটি এমন ভাবে দিন কাটাইতে পারে না।"

বালিকার চিন্তা সাগর মথিত হইয়া, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উত্থিত হইয়া যখন এতদূর আসিয়া পৌঁছিয়াছে সেই সময় জানালার নিম্নে রাজপথে একখানি দ্বিচক্র যানে ঘর্ঘর শব্দ উত্থিত হইল। বালিকা ত্রস্তে রাজপথের দিকে চাহিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইল।

গাড়ি খানি আসিয়া দরজার নিকট দাঁড়াইল। শকট হইতে একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি অবতরণ করিলেন,—তিনি মৃণ্ময়ীর পিতা বিধুভূষণ বসু।

বিধুবাবু সিঁড়ি বাহিয়া বালিকা যে ঘরে অপেক্ষা করিতেছিল, সেই ঘরেই উপস্থিত হইলেন। মৃণ্ময়ী পিতার আগমন সত্ত্বেও স্থান ত্যাগ করিয়া উঠিল না, কেবল পিতার প্রতি ভক্তি-প্রীতি-নয়নে চাহিয়া দেখিল। পিতা নিজেই মৃণ্ময়ীর নিকটে গিয়া তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। মৃণ্ময়ী পিতার গলদেশ মৃণাল ভুজ-দ্বারা বেষ্টন করিয়া অত্যন্ত আদরের সহিত বলিল,—"বাবা, আজ তোমার বড় বেশী দেরী হয় নি? তুমি সাধারণতঃ সন্ধ্যা ৭ টার সময় আস, কিন্তু আজ ৮টা বাজিয়া গিয়াছে!"

বিধুবাবু কন্যার সম্মুখে একখানি চেয়ারে নিতান্ত ক্লান্ত ভাবে বসিয়া পড়িলেন ও কিয়ৎ-

ক্ষণ মেঘভরা আকাশের ন্যায় গম্ভীর থাকিয়া পরে বলিলেন,—"সত্য মা, আজ কয়েকটি বিশেষ কাজে বড়ই দেরী হয়েছে।" বিধুবাবুর কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস বহির্গত হইল।

"বাবা আপনি কি রাস্তা হাঁটিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়াছেন, এক পেয়ালা চা পান করিবেন কি?"

"কই, না মা! আমি তো বেশী ক্লান্ত হই নাই।"

"আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন? আপনাকে যেন কেমন কেমন দেখাচ্চে কিছু অসন্তোষকর ঘটনা ঘটে নাই তো?—বাবা আমাকে বলিবেন কি? না, আমি সে কথা শুনিয়াই বা কি করিব।—আমি বালিকা মাত্র।"

"মিনি মা, কিছু ঘটিয়াছে কিছু, যাহা তুমি শীঘ্রই অথবা দেরীতে নিশ্চয় তাহার ফলভোগ করিবে, আমি তাহার বিরুদ্ধে অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু মিনি! সকলই বৃথা হইয়াছে—বৃথা—"

"বাবা—বাবা! আমি আপনার কথার ভাব শুনিয়াই ভীত হইয়াছি।"

"মিনি, তুমি সে বিষয় না শুনিয়াই এত ভীত হইতেছ সে কথা শুনিলে তোমার ক্ষুদ্র হৃদয় হয়ত তাহার আঘাত কখনই সহ্য করিতে পারিবে না।"

"বাবা, এরূপ সংশয় দোলায় আন্দোলিত হওয়া অপেক্ষা শুনাই ভাল।"

"মা, তুমি সর্ব্বনাশ সহ্য করিতে পারিবে না।"

মৃণ্ময়ী উদ্বেগপূর্ণ, ভীতিবিহ্বলনেত্রে পিতার প্রতি চাহিয়া আবেগ কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "সর্ব্বনাশ!—সর্ব্বনাশ কি?"

"মিনি, আমি এ জগতে তোমাকে ছাড়া আর সকলকেই হারাইয়াছি, আমার সম্মান পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়াছে!"

যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পিতার কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিল—ততক্ষণের জন্য মৃণ্ময়ী উদাসদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, "বাবা আমরা এ কষ্ট সহ্য করিবার জন্য চেষ্টা করিব।"

"মিনি তুমি কি বলছ, তুমি আমার কথা বুঝিতেই পার নাই. এই যে ত্রিতল সুন্দর সৌধ, এই যে দাস দাসী—যাহারা তোমার ও আমার সুখের জন্য নিয়ত চেষ্টিত,—ইহারা শীঘ্রই যাইবে। ইহার পর আমাদিগকে একখানি পর্ণ কুটীরে বাস করিতে হইবে। একজন মাত্র লোকও আমাদের গৃহ-কর্ম্মের সহায়তার জন্য পাইব কি না সন্দেহ। এই যে বহুমূল্য গৃহ সজ্জিত দ্রব্যাদি, অতঃপর ইহার কিছুই থাকিবে না। এমন কি ইহার পর আমার একমাত্র নয়নাধার মিনির জন্য পোষাক পরিচ্ছদ সংগ্রহ করিবার অর্থও আমার থাকিবে না।"

বিধুবাবু আবেগভরে কথাগুলি বলিয়া যাইতেছিলেন, কোথায় যে তাহার শেষ—হইবে তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু মৃণ্ময়ী মধ্যপথে বাধা দিয়া বলিল,—কি হয়েছে? আমাকে কিছুই না বলিয়া, আমাদের ভবিষ্যতে কি হইবে না হইবে তাহাই বলিতেছেন, আমাকে ভাল করিয়া বুঝিতে দিউন।"

"মা, তুমি ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে না, কিন্তু ফলভোগ তোমাকেই করিতে হইবে, কারণ তুমি চিরকাল স্নেহের কোলে পালিত, চিরকাল ভাল খাওয়া অভ্যাস, এখন কেমন করিয়া এ কষ্ট সহ্য করিবে। মিনি, আমি বড়ই ক্লান্ত হইয়াছি, এক পেয়ালা চা পাইলে বড়ই সন্তোষ হইব।"

বিধুবাবু তখনই চায়ের জন্য একটি চাকরকে আহ্বান করিলেন। চাকরটি এক পেয়ালা চা ও বিস্কুট রাখিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় যে রজতশুভ্র কিরণ বর্ষণ করিতে করিতে চন্দ্রদেব পূর্ব্বাসার গগনে উদয় হইয়াছিলেন, এক্ষণে হঠাৎ কোথা হইতে কয়েক খানি কালমেঘ আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিল, ধরণীর বক্ষের রজতশুভ্র জ্যোৎস্নাও মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন কোন দানবের দানবীয় হস্তে চূর্ণ হইয়া ভীষণ অন্ধকার ভাব ধারণ করিল। কিন্তু বিধুবাবু এমন সুন্দর মধু—যামিনীর পরিবর্ত্তন দেখিয়া ভাবিলেন, হয়ত আমার হৃদয় এইরূপ চিরদিনের জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। আর তাহা আলোকিত হইবে না। মৃণ্ময়ী তাহার পিতার মানসিক কষ্ট দূর করিবার জন্য বালিকাসুলভ নানা কথা কহিতে লাগিল।

২

বিধুবাবু সহরের একজন ধনী ব্যবসাদার। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি উচ্চ বাসনা করিয়া অনেক মাল খরিদ করিয়া বাঁধাই করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু হায়! আজি শুনিলেন তাঁহার ঐ দুরাশাই সকল অর্থ-নাশের একমাত্র কারণ, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার মাল-বাঁধাই কাজে এমনি ক্ষতি হইয়াছে যে, তাহার জন্য সহরের অট্টালিকাদি পর্য্যন্ত ঐ দেনার জন্য বিক্রয় করিতে হইবে। অতঃপর তাঁহার মাথা গুঁজিবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত রহিবে না। বিধুবাবুর একথা যতবার মনে হইতেছে, ততবার তিনি মানসিক কষ্টে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িতেছেন।

মৃণ্ময়ী কিছুদিনের মধ্যেই ভালরূপে বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তাহাদের সুখ-সূর্য্য এই মধ্যাহ্ন-গগনেই সহসা অস্ত গিয়াছে। মৃণ্ময়ী এই দারুণ ক্ষতি তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে অসহ্য বোধ করিতে লাগিল। বিধুবাবু তাঁহার প্রিয় কন্যার কাতর মুখখানি দেখিয়া আরো যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহাদের অট্টালিকা ছাড়িয়া দিবার সময় আসিল। বিধুবাবু ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে তাঁহার প্রিয় জন্মভূমি পল্লী-ভবনের কথা মনে করিলেন; স্থির করিলেন-পল্লী-কুটীরে যাইয়া এই বিপদ বাত্যায় আশ্রয় লইবেন।—এ বিপুল জনাকীর্ণ সহরে তাঁহার আর আশ্রয় নাই।

৩

তাহাই হইল। একদিন গ্রীষ্মের ধূসরবর্ণ প্রাতে পিতা পুত্রীতে সাধের সহরের বাস ছাড়িয়া, অশ্রদ্ধায় লুপ্তপ্রায় পল্লীভবনের উদ্দেশে চলিলেন। ষ্টেসনে আসিয়া যথা সময়ে লৌহ-শকটে আরোহন করিলেন। ট্রেণ ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে উত্তরাভিমুখে ছুটিয়া চলিল। তাঁহারা অসীম দ্রব্যাদির মধ্যে কেবল কয়েকখানি মাত্র অতি আবশ্যকীয় তৈজস-

পত্রাদি সঙ্গে আনিতে পারিয়াছিলেন, কারণ অন্যান্য সমুদয় দেনার দায়ে বিক্রয় করিতে হইয়াছিল।

কয়েক ঘণ্টা পরে ট্রেনখানি একটি ক্ষুদ্র ষ্টেসনে দাঁড়াইলে বিধু বাবু তাঁহার কন্যা মৃণ্ময়ীকে লইয়া সেখানে অবতরণ করিলেন। সেখান হইতে তাঁহার প্রিয় জন্মভূমি ১ মাইল দূর। তখন সূর্য্যদেব মধ্য গগনে বসিয়া প্রখর কিরণ বর্ষণ করিয়া বিশ্বকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। পাখী সকল বৃক্ষপত্রাচ্ছাদিত থাকিয়া মধ্যে মধ্যে আর্ত্তনাদ করিতেছিল। মৃণ্ময়ীর সুন্দর মুখখানি রৌদ্রে লাল বর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সে কষ্টে কথা কহিতে পারিতেছিল না। এ সকল দেখিয়া বিধু বাবুর চক্ষু ফাটিয়া রক্তবাহির হইতেছিল।

সৌভাগ্যক্রমে একজন নিরক্ষর পল্লীবাসী গো-শকটবাহী কৃষক, তাঁহাদের প্রতি দয়া-পরবশ হইয়া সেই সকল তৈজস-পত্রাদি ও মৃণ্ময়ীকে শকটে করিয়া স্বেচ্ছায় তাঁহাদের কুটিরে রাখিয়া আসিতে চাহিল। বিধু বাবু এইরূপে একজন কৃষক কর্ত্তৃক উপকৃত হওয়ায় তাহাকে ধন্যবাদ দেওয়া দূরে থাকুক, তিনি এ সকলে মর্ম্মে মর্ম্মে দগ্ধ হইতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন, এককালে আমার হুকুমের অপেক্ষায় শত শত অশ্বযান আমারই দরজায় অপেক্ষা করিত। আর আজ কি না আমি একখানি গো-শকট চালকের কৃপাপ্রার্থী। হায়! আজ সকলই নিশার স্বপন বলিয়া বোধ হইতেছে।

কিয়ৎক্ষণ গো-শকটে চলিয়া বিধু বাবু তাঁহার প্রিয়তমা কন্যার সহিত একটি, ক্ষুদ্র অপরিচিত জনশূন্য কুটিরের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন। বিধু বাবু কুটির দেখিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। এখানেই তাঁহাকে দীন হীনের ন্যায় অবশিষ্ট জীবন কাটাইতে হইবে। কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন!—কিন্তু এখানে আসিয়া মৃণ্ময়ীর আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল! সে সেই অশ্রদ্ধার বর্জ্জিত পল্লী-কুটির ও পল্লী-গ্রাম দেখিয়া বড়ই মোহিত হইল, এখানকার সকলই শান্ত, স্নিগ্ধ, ধীর, অনুন্নত; ঐ বৃক্ষ ফলভারে অবনতমুখী। এখানকার অধিবাসীরাও পরের দুঃখে দুঃখী, পরের অভাব মোচনে সতত সচেষ্ট।

কুটিরখানি অপরিষ্কার ও জনশূন্য, তাহার চারিদিক একটি সুমিষ্ট ফল ও সুগন্ধি পুষ্প বাগিচায় ঘিরিয়াছিল। কিন্তু অযত্নে ঐ বাগানখানিতে অত্যন্ত জঙ্গল ও আগাছা জন্মিয়া নিতান্ত হীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। মৃণ্ময়ী তাহাদের পল্লী-কুটির দেখিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিল। তাহারা শকট চালকের নিকট বিদায় লইয়া পিতা পুত্রীতে ক্ষুদ্র কুটিরের দাওয়ার উপর উঠিল। বিধু বাবু নির্ব্বাকভাবে কুটিরে উঠিলেন।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই চুপ করিয়া রহিলেন। পিতা দারুণ মনকষ্টে অন্তরে দগ্ধ হইতেছিলেন, তাঁহার পদতলে পৃথিবী ঘুরিতেছিল। কিন্তু কন্যা প্রফুল্ল ও ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতেছিল। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিবার পর মৃণ্ময়ী বীণা-বিনিন্দিত কণ্ঠে বলিল—"আহা! পাখীগণ কি মিষ্ট-মধুর কলরব করিতেছে।"

"সত্য? আমি ইহা লক্ষ্যও করিনি।" পিতা অত্যন্ত কষ্টের সহিত এ কথা বলিলেন।

"কেমন সুন্দর লতাগুলি কুটিরের দেওয়াল ও জানালার ঝাঁঝরি বেড়িয়া উঠিয়াছে" মৃণ্ময়ী ইহা বলিয়া বাগানের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবা" এই বাগানের কাঁটা ও আগাছা গুলি পরিষ্কার করিলে কত সুন্দর হইবে! কুটিরখানি বেড়িয়া যে পুষ্প সমন্বিতা লতাগুলি চলিয়াছে, তাহা কত সুন্দর! কত নয়ন-রঞ্জন! যেন ঠিক শান্ত, সুন্দর কুঞ্জবন! আহা, এখানকার বায়ু কি নির্মল, এ বায়ু যেন কত স্বাস্থ্যকর বলিয়া বোধ হইতেছে।"

"তুমি এ সকল দেখে এত আনন্দিত হচ্চ বলে আমি বড় আশ্চর্য্য হয়ে গেছি।" বিধু বাবু অত্যন্ত যাতনা ব্যঞ্জক স্বরে কথা গুলি বলিলেন।

"আমি বিবেচনা করি-পল্লীগ্রাম খুব ভাল ও শান্তিপ্রদ স্থান. আমি নিশ্চয় এখানে অবশিষ্ট জীবন সুখে,—অত্যন্ত সুখে কাটাইতে পারিব।"

মৃণ্ময়ী অদূরে শোভিত নানা ফল ফুল শোভিত বৃক্ষ দেখিয়া বড়ই সুখী হইল, সে নিঃসন্দেহে স্থির করিল, তাহাদের পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম খরচে এখানে চলিয়া যাইবে। সে এই সকলে অত্যন্ত আনন্দানুভব করিয়া আদরের সহিত পিতার হাত ধরিয়া তাঁহার বিষাদপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "বাবা কেবল তুমি যদি এখানে কষ্ট অনুভব না কর, তবে আমি বড়ই সুখী হইব? ইহা বড়ই মনোরম ও সুখদ স্থান। কে বলে পল্লীগ্রাম সুখের ও আনন্দের স্থান নহে? এই চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত শ্যামপত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষগুলিই বা দেখিতে কত নয়ন-রঞ্জক! এই বাগানগুলি আমাদেরই তো। আর এই বৃক্ষলতা পরিবেষ্টিতা কুটিরখানিই কত সুন্দর! কুটিরখানি অতি ক্ষুদ্র তা'তে ক্ষতি কি? আমরা সকলে একত্রে এক স্থানে থাকিতে পারিব;" ইহা বলিয়া মৃণ্ময়ী কুন্দদন্তে মৃদু হাসিয়া তাহার পিতার বিষাদ-বিদগ্ধ হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করিল।

কুটিরখানি ক্ষুদ্র কবাট দ্বারা যোজিত ছিল, এ সকলই যেন মৃণ্ময়ীর চোখে কত সুন্দর দেখাইতেছিল; সে ক্ষুদ্র সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া বাগানের দিকের কবাট খুলিয়া ফেলিল ও কুটিরের ভিতর যাইয়া ক্ষুদ্র জানালা দিয়া বাহিরে পিতার প্রতি উঁকি মারিয়া হাসিয়া ঢলিয়া পড়িল। বালিকা মৃণ্ময়ী সকলই তাহার খেলার সামগ্রী ভাবিতেছিল। সে ভাবিল ক্ষুদ্র কুটিরখানি কি ভাব পূর্ণ! এই সকলে সে মনে এক বিমলানন্দ উপভোগ করিতেছিল। মৃণ্ময়ী অতিশয় আনন্দের সহিত তাহার পিতার হাত ধরিয়া কুটিরের ভিতর আনিল ও এদিক ওদিক ঘুরিতে লাগিল।

"এই আমার দ্রব্যাদি রাখিবার স্থান হইবে" একটি দোদুল্যমান "শিকা" দেখিয়া মৃণ্ময়ী ইহা বলিল। দেওয়ালের গায়ে ক্ষুদ্র কুলুঙ্গী দেখিয়া মৃণ্ময়ী হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল "এখানে আমার তৈজসাদি থাকিবে।"

"পিতঃ! এই পুরাতন ক্ষুদ্র জানালাই বা কেমন রহিয়াছে দেখ, বৃক্ষে, বৃক্ষে লতিকারা কত আগ্রহভরে আলিঙ্গন করিতেছে, তাহাদের

অগ্রভাগ কেমন বায়ুভরে দুলিতেছে! এই কুটিরের প্রাঙ্গনস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আগাছাগুলি তুলিয়া ফেলিলে কেমন শ্যামলশষ্পাস্তৃত বিশ্রামের আসন হইবে। কই সহরে ত এ সকল নাই? আমি এসকল দেখিয়া বড়ই মোহিত হইয়াছি, বাবা! আমি আমাদের এই ক্ষুদ্র কুটির খানিকে মনের মত করিয়া পরিষ্কার করিতে চাই। তুমি অনুমতি দাও।"

অবস্থান কালে বিধু বাবু তাঁহার কন্যাকে সহরে সর্ব্বদা নিরানন্দ দেখিতেন কখনও এতদ্ আহ্লাদিতা দেখেন নাই, আজ তাহার কৃষ্ণতার নয়নযুগল আনন্দ উৎফুল্লভাবে প্রদীপ্ত ছিল তাহার গোলাপী গণ্ড আহ্লাদে আরো লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছে এবং সে অতি সুন্দর নন্দনকাননের প্রজাপতিটীর ন্যায় কুটিরের এদিক ওদিক ঘুরিতেছে। মৃণ্ময়ী এইরূপে ক্ষিপ্রতা সহকারে অল্পক্ষণের মধ্যে কুটির ও তাহার প্রাঙ্গন অতি সুন্দররূপে পরিষ্কার করিল। বিধু বাবু ভাবিতে লাগিলেন-অশ্রদ্ধায় লুপ্তপ্রায় ও ভগ্নপ্রায় কুটিরে নিশ্চয়ই মনের শান্তিতে থাকিতে পারিব এবং এখানে থাকিলে অর্দ্ধকৃশ-রূপ দারুণ শরীর-ক্ষয়কারী চিন্তার কতকটা লাঘব হইতে পারে। কয়েক মাস পরে আজ তাঁহার হৃদয়ে বেশ শান্তি অনুভূত হইতেছে।

নির্জ্জন শান্তিপ্রদ পল্লীকুটিরে সপ্তাহ মাত্র বাস করিয়াই, বিধু বাবুর মনের দারুণ চিন্তার অনেক লাঘব হইল। মৃণ্ময়ীও সহরে কেবল একস্থানে বসিয়া বসিয়া, একই জিনিস দেখিয়া দেখিয়া বড়ই বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এখানে আসিয়া সে বড়ই আনন্দিত হইয়াছে এবং সে রঙ্গিন পক্ষ বিস্তার ভাবে সুন্দর প্রজাপতিটীর ন্যায় এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিধু বাবু তাঁহার কন্যার আনন্দপূর্ণ আনন ও নিরা-নন্দভাব দেখিয়া প্রীত হইলেন ও ভাবিলেন এমন সদানন্দদায়িনী দুহিতা কাছে থাকিলে তাঁহার দুর্ব্বহ ও ভারাক্রান্ত জীবন আর ভার-বোধ হইবে না। তিনি প্রিয় জন্মভূমিতে থাকিয়া যথাসাধ্য পরিশ্রমে, উপায়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাংলার মাটির চাষ বাসে শীঘ্রই তাঁহার অবস্থা কতকটা ফিরিল, সেখানে একজন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ব্যক্তির মধ্যে পরিগণিত হইলেন। একটি দাস ও একটি দাসী গৃহ কার্য্যের সহায়তার জন্য নিযুক্ত করিলেন। মৃণ্ময়ী সর্ব্বদা যত্ন করিয়া তাহাদের আবাস কুটীর-খানিকে লতা পুষ্প সমন্বিত শান্তিপ্রদ, নয়ন-রঞ্জন কুঞ্জ কুটীরে পরিণত করিয়াছিল।

যে দারুণ অশান্তিতে বিধু বাবু ব্যথিত ও দিবা-নিশি জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন, তাহা এই শান্ত পল্লীকুটীরে আসিয়া ও তাহার নির্ম্মল বায়ুসেবনে সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। একেতে মৃণ্ময়ীর মধুর হাসির উপর বিধুবাবুর স্বর্গগত নয়ন নিঃসৃত সুধাধারার তাঁহার হৃদয়ে সঞ্জীবনী শক্তি প্রদান করিয়াছে।

শ্রীলালগোপাল মিত্র।

স্তর বিশেষের সৌন্দর্য্য সংগ্রহ

—:•:—

এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড কেবল নানাশ্রেণীর স্তর মালায় পরিশোভিত। মৃন্ময় স্তর, বায়বীয়

স্তর, বেতোয়ার স্তর, বাষ্পীয় স্তর ;—যেদিকে তাকাই সেইদিকেই অনন্ত স্তর-প্রবাহ। সাধারণ মানবের অসংস্কৃত শক্তি সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ, তাই শিক্ষা প্রভাবে সমস্ত স্তরে প্রাধান্য না হইতে পারিলেও, উহারা যেখানে যখন পাদচারণ করে, তখন সেই স্তরে যাহা কিছু দেখে, তাহাই তাহাদের জ্ঞানলব্ধ সম্পত্তি। অসীম জগতের স্তর অনন্তরূপে পরিণত না হইলে, বিভিন্ন শ্রেণীর মানবমণ্ডলী ইহাতে অবতরণ করিয়া স্বকীয় শক্তি পরিস্ফুরণের উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিত না। এই স্তর নিবহ মানবের শিক্ষার উপকরণ। যিনি বৈজ্ঞানিক, তিনি চির প্রবহমান বায়ু প্রবাহে বায়বীয় স্তরে কিংবা জলদগাত্রে বাষ্পীয় স্তরে বিচরণ করিয়া মনঃশক্তির স্ফূর্ত্তি করিয়া থাকেন। যিনি ভাবুক, তিনি মৃন্ময় স্তূপে শ্যামল-নব-দূর্ব্বাদল-শোভী মৃত্তিকার স্তরে তাহার রচনার বা কল্পনার উপাদান পাইয়া মোহিত হয়েন, যিনি ভিষক্ তিনি জীব দেহে মেধ-মাংস-মজ্জা, শোণিত সংলিপ্ত অবয়বে সৃষ্টি কর্ত্তার অত্যাশ্চর্য্য রচনা কৌশল দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকেন, যিনি আবার জড়জগৎ ছাড়িয়া চৈতন্যের স্তরে অধিরোহণ করিয়া মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিয়াছেন, তিনি সেই উন্নত স্তরে সংনিবদ্ধ থাকিয়া আত্মার স্বরূপত্ব উপলব্ধি করিতেছেন। যেমন শরীর রক্ষার জন্য আহার্য্য সামগ্রী আবশ্যক, তেমনি বুঝি মানব পুষ্টির জন্য পৃথিবীর স্তর প্রবাহে ভ্রমণ করা আবশ্যক, বিভিন্ন শাখাবলম্বী স্তর মানবের দুরধিগম্য নহে। মনঃশক্তি যাহার যত প্রবলা, তিনি ততদূর এই স্তর উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ। সহজে কাহারও মনের শক্তি পরিস্ফুট হয় না। মনের একটা দুর্নিবার্য্য পিপাসা আছে, যেখানে পিপাসা নিবারণের জন্য কোন পুষ্টিকর রস আস্বাদন করিতে পারে, মন ক্রমান্বয়ে বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করিয়া সেই স্তরের রসাস্বাদনে পরিলিপ্ত হয়।

যিনি মনকে কোন উন্নত প্রদেশে লইয়া তাহার আহার্য্য রস যোগাইতে পারেন, মনটা তাহার প্রসাদে অভাবনীয় শক্তি লাভ করিয়া সেখানে টিকিয়া থাকার যেন আরও সামর্থ্য লাভ করে। আর যিনি মনকে টানিয়া কোন একস্থানে ফেলিয়া রাখেন, কিন্তু তাহার সম্ভোগ্য জিনিষ যোগাইতে পারেন না, তিনি তাহার মনকে সেখানে বাঁধিয়া রাখিবারজন্য অশেষ চেষ্টা করিলেও সে পূর্ব্বাবাসে ফিরিয়া আসে। সোপানশ্রেণী মানবীয় শক্তির সহায়ক সত্য, কিন্তু আমাদের মনকে কোন সোপানে অবরুদ্ধ না করিতে পারিলে উহার তত্ত্ব সম্যক নির্দ্দিষ্ট হওয়া যায় না। নিউটন, সেক্সপীয়র, কালীদাস, লীলাবতী সকলেই অলোক—সাধারণ প্রতিভাকে জ্ঞানানুশীলনে নিয়োজিত করিলেও তাঁহারা জগতের সর্ব্বাবয়ব স্তরে ভ্রমণ করিতে পারেন নাই। যে স্থানে বিচরণ করিয়াছেন, সেইস্থানের উজ্জ্বল রত্ন আহরণ করিয়া সকলকে উপহার দিয়াছেন। সাধারণ লোক অপেক্ষা তাঁহারা কোন গুণে শ্রেষ্ঠ ও বরনীয়? সাধারণ লোক তাঁহাদের চিন্তার সুদূর প্রদেশে উপনীত হইয়া অপার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারেন

নাই। ঐ প্রদেশ তাঁহাদের নিকট দুরধিগম্য। অথবা ঐ সব মনস্বীগণ সেই সেই প্রদেশে যে সব সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া লোচন পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, সে সব সৌন্দর্য্য অপরের নিকট তদ্রূপ প্রত্যক্ষীভূত হয় না। কাজেই সেই সমুন্নত প্রদেশে তাহাদের মন সুপ্রতিষ্ঠিত করায় আশা দুরাশা বলিয়া বিবেচিত হয়।

এই সব উচ্চমনা লোকের সঙ্গে ইতর লোকের প্রভেদ কি? ইতর লোকের এবং উহাদের চিন্তার বিষয়ীভূত পদার্থ স্বতন্ত্র। ইতর লোকের চিন্তাস্রোত প্রবাহমান নহে, ইহা সামান্য স্রোতস্বিনীর ন্যায় নদ, নদী উত্তীর্ণ হইয়া সাগরে গিয়া সম্মিলিত হয় না। এই চিন্তা স্রোত প্রবাহিত করিতে হইলে যে, যে স্তরের উপাসক, তাঁহাকে সেই স্তরে মনঃ সংযোগের জন্য সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে।

যেখানে মন সৌন্দর্য্যের মদিরায় অভিসিঞ্চিত হইয়াছে, মন সেই স্থানেই লাগিয়া থাকে। মনকে সৌন্দর্য্যের অনুসন্ধানে নিয়োজিত করিতে হইলে, সেই সৌন্দর্য্য কি তাহাও বুঝিতে হইবে।

পৃথিবীর যেমন সর্ব্বাবয়বে স্তরের নিদর্শন, সেইরূপ প্রত্যেক স্তরেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের পরিস্ফুরণ। যিনি আরাধ্য বিষয়ে সৌন্দর্য্যের সম্মোহন ছবিতে মোহিত না হয়েন, তাহার ধৈর্য্য ক্ষুদ্রপ্রাবী সরোবর-সলিলের ন্যায় চাঞ্চল্যে টলটলায়মান। আমরা অনেক সময় শরীর ও শীলের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হই, কিন্তু ইহারাই যে কেবল সৌন্দর্য্যের আভরণ তাহা নহে। সৌন্দর্য্য বলিলে সহজেই ধারণা হয় যে ইহা প্রত্যক্ষের বিষয় যেরূপ মিষ্ট দ্রব্য বলিলে উহা রসনার বিষয় বুঝায়, সুশ্রাব্য স্বর বলিলে কর্ণের ও কোমল বলিলে ত্বকের অর্থাৎ স্পর্শেন্দ্রিয় বিষয়ীভূত কোন দ্রব্য বুঝায়, সেইরূপ সৌন্দর্য্য বলিলে এমন একটা জিনিষ লক্ষিত হয়—যাহা দর্শনেন্দ্রিয়ের সুখোৎপাদক। সৌন্দর্য্য যদি লোচনেরই বিষয়ীভূত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে আমাদের নয়ন যখন কোন একটা পদার্থ দেখিয়া মুগ্ধ হয়, তখন প্রথমই উহা বর্ণগত সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করে। এই বর্ণগত সৌন্দর্য্যের দ্রষ্টা নয়ন হইলেও এই বিষয়ের একটা আদর্শ মনেই নিহিত থাকে।

আমরা যখন যে স্তরে পরিভ্রমণ করিয়া তত্ত্বসংগ্রহ করিতে অভিলাষী হই; সেই তত্ত্ব বা সৌন্দর্য্যের ধারণা করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে মানসিক শক্তির প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। মন যেমন স্তর বিশেষের আহার্য্য লাভ করিয়া সঞ্জীবিত হয়, তেমনি উহা যদি স্তর বিশেষে আবদ্ধ থাকিয়া উপযুক্ত পুষ্টিলাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে উহা ক্রমশঃ হীনতেজা হয়। স্তর বিশেষের সৌন্দর্য্যে মনকে মুগ্ধ করিতে পারিলেই আমাদের জ্ঞানগৃহের অর্গল মুক্ত হইবে না। যে সৌন্দর্য্য অবিকৃত ভাবময়, অসীম ও যাথার্থ সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া মনকে ক্রমশঃ উহার রস আস্বাদনে নিয়োজিত করিতে হইবে, অনেকে কোন একটা দুরধিগম্য স্তরে বহু আয়াস পাইয়া উপনীত হয়েন এবং সৌন্দর্য্যের প্রচুর উপকরণ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়েন। মনকে কেবল সৌন্দর্য্য উপঢৌকন দিলেই তাহা বিধাতার সাধনা

আবিষ্কৃত হইবে না। মন যে পরিমাণে সৌন্দর্য্য ভোগ করিয়া অবিকৃত থাকিতে পারে, সেই পরিমাণ সৌন্দর্য্য দিয়া তাহাকে ক্রমশঃ পরিপুষ্ট করিতে হইবে। অপরিমিত সৌন্দর্য্য উপভোগে মন দুর্ব্বল ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

যে জিনিষ উপভোগে মানবমন উন্মত্ত হয় সেই জিনিষ, সহজ চিন্তা হতে। উহা লাভের জন্য অবিশ্রান্ত সাধনা করিতে হইবে। উপাসকের লক্ষ্য এক বস্তু না থাকিলেও সাধনার রীতি স্বতন্ত্র হইতে পারে। পৃথিবীর কোন উন্নত সাধনার কাহিনী শুনিলে লোক একটা সৌন্দর্য্য লক্ষ্য দিয়া ভোগ করার জন্য লালায়িত হইতে পারে। এই পৃথিবীর লোক একরূপ সামর্থ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে না, তাই সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে ধারণা করিবার একরূপ ও লোক বুদ্ধি প্রতিভা অধ্যবসায় সাহস ধৈর্য্য নষ্ট এবং সহিষ্ণুতা সকলের একরূপ নহে। সাধনীয় সৌন্দর্য্যে মন সংস্থাপনের জন্য যেরূপ একটা সৌন্দর্য্যের সংস্পর্শ চাই, তদ্রূপ সৌন্দর্য্য সাধনার জন্যও ধৈর্য্য আবশ্যক। অনেকে লক্ষ্য পথে অগ্রসর হইয়া সাধনা সম্বন্ধে ক্রমশঃ অক্ষমতার পরিচয় দেন, পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্তরে ভ্রমণ করিয়া জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যেমন সৌন্দর্য্য বোধ আবশ্যক, তেমনি সাধন-ক্ষেত্রে তাঁহার কতকগুলি গুণের উদ্বোধন প্রয়োজনীয়। সাধনা অনুসারে গুণ প্রকাশিত হয়, অনেক স্থলে সাধকের গুণের পরিচয় পাইলেই সাধনার উৎকর্ষের পরিমাণ করিয়া লওয়া যায়। সাধনা তিন প্রকার। উত্তম, মধ্যম ও অধম। প্রথমে আমরা মধ্যমশ্রেণী ও অধম শ্রেণীর সাধনার কথা বলিয়া পরে উত্তম সাধনার কথা বলিব। যিনি বিশেষ কোন কামনার বশীভূত হইয়া পৃথিবীর কোন স্তরে চিন্তাশক্তি সন্নিবদ্ধ করেন, কামনাবস্তু লাভই যাহার সাধনার উদ্দেশ্য, সৌন্দর্য্য উপভোগ তাহারই সুখের জন্য, অপরের জন্য নহে, এই শ্রেণীর সাধক মধ্যম দলের অন্তর্ভুক্ত। এই সাধকশ্রেণী পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়। ইহারা সাধনায় ব্রতী হওয়ার সময় যেরূপ আগ্রহ ও উৎসাহের পরিচয় দেন, তাহাতে চমৎকৃত হইতে হয়। ইহাদের গতি বেগবতী স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রবল, ইহারা উদ্দেশ্যপথে অগ্রসর হইবার জন্য এত ব্যাকুল যে, তাহাদের অগ্রবর্ত্তী উভয় পার্শ্বের পথ যদি কণ্টকাকীর্ণ হয় তাহা হইলেও তদিকে দৃষ্টিপাত করিতে চাহেন না। আলেকজেণ্ডার পোপ তাঁহার 'Thoughts in retirement' প্রবন্ধে স্বার্থপর-জীবন খর-প্রবহ-স্রোতস্বিনীর সঙ্গে উপমা দিয়া বলিয়াছেন,—

A wolin.. running violently and but the more mischief in their passage to their ... and ... swallowed up and let them ... themselves

অধম শ্রেণীর সাধক যেরূপ সাধনায় ব্রতী হয়, তাহাও অনুকরণীয় নহে। তাহাদের জীবন প্রতিরুদ্ধ জলস্রোতের ন্যায় আবিলতা পূর্ণ। নদীর স্বচ্ছ বারি প্রবাহের গতি যদি অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল, তাহা হইলে তাহার সাগর সম্মিলন ত দূরের কথা স্বকীয় অবয়ব দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়ে, অবশেষে মৃতচিহ্ন সূচক কঙ্কাল শেষ পড়িয়া থাকে। যাহারা উত্তম সাধক তাঁহাদের দৃষ্টি কেবল সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট কোন অবয়বের [illegible] উপর নহে, যে কারণ বিদ্যমান থাকায় অবয়বটিকে

সৌন্দর্য্যশালী করে, সেই কারণটির উপর। এই সৌন্দর্য্য প্রকাশক সূক্ষ্ম কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া উঁহারা কোন-ফল আকাঙ্ক্ষা করেন না। যেখানে আকাঙ্ক্ষা সেইখানেই বুভুক্ষু দলের বিকট তাণ্ডব। উত্তম সাধকের সাধনা আকাঙ্ক্ষাবিহীন, সাত্ত্বিকশান্ত। এই দলের সাধনা মধুমক্ষিকাদের সাময়িক ভাব পর্য্যবেক্ষণ-মুগ্ধালোক বিনিঃসৃত নহে, অথবা অধমদলের ন্যায় অবিরা-মর্দ্দন কলুষিত নহে। উত্তম সাধকের হৃদয় গঠন একটি সত্য প্রমাণ করে যে, লৌহ যেমন চুম্বকের নিকট তেমনি নমিত সৌন্দর্য্যের অনন্ত রশ্মি উঁহাদের হৃদয়-ক্ষেত্রে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর লোকের কার্য্য-পরম্পরা অনুসন্ধানীয়। ইঁহাদের জীবনের গতি নীলো-জ্জ্বলা সৌন্দর্য্যনীর ন্যায় কেবল উপ-রিভাগ ও অন্তর প্রদেশ পর্য্যন্ত নিঃশেষিক হয় না। উঁহা বৃহৎ বৃহৎ জনপদ ও নগর প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া সভ্যতা লৌকিক চক্ষু চাকচক্যময় সর্বক্ষেত্র পরিচিত অলঙ্কারের শোভা প্রদর্শন করিয়া থাকে। তোমরা পৃথিবীর যে স্তরে সৌন্দর্য্য লাভের সাধনায় ব্রতী হও না কেন, তোমাদের জীবনের ভাব যেন সকল সম্প্রদায়ের সুগোপনীপক হয়।

পৃথিবীর সর্ব্বাবয়ব স্তর ছাড়িয়া দিয়া যাঁহারা চৈতন্যের স্তরে প্রতিভাকে নিয়োজিত করেন, তাঁহাদের জীবন দিগন্তপ্রসারী সাগরের ন্যায় বিশাল ও মহান। যাহারা জড়বাদী, তাহারা স্বীকার করেন না যে জড় চৈতন্যের একরূপ অভিব্যক্তি। তাঁদের অন্তর্গত সৌন্দর্য্য তাঁহাদের চিত্তনীয় [illegible] পত্রপল্লব, জ্যোতিষ্মান নক্ষত্র, অনন্ত সলিল অর্ণব, গম্ভীর জলদপংক্তি, স্বর্ণকাদম্বিনী [illegible] এই সকল গুলি কোন না কোন উপাসকের উপাস্য বিষয়। কিন্তু যিনি কেবল ফল, পুষ্প, পত্রপল্লব, বারিধি হ্রদ, জলধর কান্তার সৌন্দর্য্য কেবল নয়নেরই উপভোগ্য মনে করেন, তাঁহার সৌন্দর্য্য সাধনার উৎকর্ষ, যিনি অলৌকিকের ধারণা করিতে সমর্থ, তাঁহার সৌন্দর্য্য সাধনার সঙ্গে উপমিত হয়না। যিনি চৈতন্যের স্তরে সাধনা করিতে শিখেন না, তাঁহার সৌন্দর্য্য সাধনা অতি অল্পকাল মধ্যেই ফুরাইয়া যায়। উঁহারা যে স্তরে সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করেন, সেই স্তরের সৌন্দর্য্যাধার যদি একটু রূপান্তরিত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের মন আর সেই স্তরে সম্বদ্ধ থাকিতে পারে না। যিনি মৃন্ময় স্তরে একটি উন্নত শৈল শ্রেণী দেখিয়া মোহিত হয়েন, তিনি যদি চৈতন্যের সাধনায় অগ্রবর্ত্তী না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে শৈল শ্রেণীর ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ঐ স্তরের সৌন্দর্য্য সাধনা বিলুপ্ত হয়না কি? কিন্তু যিনি চৈতন্যের সোপানে অধিষ্ঠিত তিনি কোন চিত্রের অবয়ব দেখিয়াই মোহিত হয়েন না। চিত্রটি কি? তাহার অভিব্যক্তি ও পরিণতিই বা কেন? এই সব সারতত্ত্ব চিন্তা করিয়া বিস্ময়াকৃষ্ট হইয়া পড়েন, এবং অশেষ চিন্তার ফলে জানিতে পারেন যে, সৌন্দর্য্য অবয়বে নহে, অবয়বের ভিতর যে শক্তি রহিয়াছে, তাহারই আকারে অবয়বের পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু [illegible] হয়না, সেই মহাশক্তির [illegible] প্রকৃত সৌন্দর্য্যের [illegible]। এই শ্রেণীর [illegible]

কোন অবস্থাই সৌন্দর্য্য উপভোগের অন্তরায় হয় না। একটি সদ্য প্রস্ফুট কমলদলে ও একটি পদনিপীড়িত পিপিলিকা হৃদয়ে একইরূপ সৌন্দর্য্য অবলোকন করেন। ইহারা যখন সকল স্তরেই অফুরন্ত সৌন্দর্য্য ভোগ করিয়া কৃতার্থ হয়েন, তখন বলা যাইতে পারে যে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্তরে সৌন্দর্য্য সাধনায় ইহারাই একমাত্র উপযোগী। অন্যান্য প্রদেশের লোক অপেক্ষা ভারতের লোক ধার্ম্মিক বলিয়া পূজ্য ও গরীয়ান। এই ভারতবর্ষের মধ্যেও চৈতন্যের স্তরে পরিভ্রমণের অধিকার বোধ হয় অল্প লোকেই পাইয়াছেন। যিনি এই স্তরের সাধক তাঁহার পাদপদ্মে আমাদের সহস্র প্রণাম। একজন মাত্র প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ এই স্তরে আরোহণ করিয়া আমাদের দুঃখ ভার লাঘব করিবার জন্য আমাদিগকে আকুল হৃদয়ে আহ্বান করিয়াছিলেন। কে সেই অধমতারণ শক্তিধর পুরুষ? স্বামী বিবেকানন্দ।

সহঃ সম্পাদক।

কৃষিকর্ম।

৩

পূর্ব্বে প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে প্রকৃত [illegible] দেশের কৃষির উন্নতি সাধন করিতে হইলে কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করা প্রয়োজন। [illegible]

কলমে, কাগজে ও বক্তৃতাতে কোন কাজ হইবে না। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে সমুদয় কৃষি বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে, তাহাতে যে দেশের কৃষক কুল গিয়া শিক্ষা লাভ করিয়া আসিবে, সে আশা নিতান্তই দুরাশা। তথাকার শিক্ষিত কৃষি বিদগণ দেশে নিরক্ষর কৃষককুলকে হাতে কলমে শিক্ষাদান করিবে, ইহাই ঐ সব কৃষি কলেজ স্থাপনের অভিপ্রায়। দেশের যাহারা কৃষি কার্য্য সম্বন্ধে বিদেশ হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারাও আসিয়া যদি ইংরাজি ভাষায় কৃষি তত্ত্বের পুস্তক প্রণয়ন করিতে থাকেন, আর ইংরাজি পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া স্বীয় বিদ্যাবত্তার খ্যাপন করেন তবে তদ্দ্বারা তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় বিশেষরূপেই পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু দেশের কৃষি বিদ্যা "যে তিমিরে সেই তিমিরেই" থাকিয়া যাইবে। দেশের শিক্ষিত যুবকগণের কেহ কেহ যদি নিজ নিজ গ্রামস্থ কৃষকগণকে এ বিষয়ের সহজ উপদেশ ও শিক্ষা দেন, তাহা হইলেও কতক উপকারের প্রত্যাশা করা যায়। তবে আমাদের দেশের কৃষকগণের নিকট শুধু উপদেশ দিলে কোনই ফল হয় না। তাহারা ওসব বাবুদের কথা বলিয়া তাহার প্রতি বড় একটা আস্থা স্থাপন করে না। একজন হাতে কলমে দেখাইয়া দেওয়া প্রয়োজন হয়। গবর্ণমেণ্ট দেশীয় কৃষির উন্নতি বিষয়ে যেসব তথ্য প্রকাশ করেন, তাহাও সব ইংরাজীতে। আমাদের মতে সেই সব উপদেশ ও পরামর্শ অতি সহজ প্রাদেশিক ভাষায়, অনুবাদ করাইয়া বিনামূল্যে গ্রাম্য কৃষকবর্গ ও গ্রাম্য [illegible] সেবী, [illegible]

লাগ হইলে তাহার দ্বারা সুফলের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। আমাদের গ্রামে গ্রামে মাতৃভাষাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের অনেক ব্যক্তিই আছেন, যাঁহারা নিজ নিজ ব্রহ্মোত্তর, জোত প্রভৃতির উৎপন্ন দ্রব্যের আয়ের দ্বারাই স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহ করেন; তাঁহারা চাকরীজীবী নহেন; সুতরাং সহজ প্রণালীতে জমির উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করার উপায় পাইলে স্বীয় স্বীয় জমিতে তাহার প্রয়োগ করিতে তাঁহারা যত্নবান হইবেন বলিয়াই আশা করা যাইতে পারে। এইরূপ সব উপায় দ্বারা দেশে কৃষির উন্নতি হইতে পারে বলিয়া আমরা আশা করি।

দেশের যুবকগণের কৃষি কর্ম্ম অবলম্বন করার পক্ষে যে সব অন্তরায় আছে তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা প্রতিশ্রুত ছিলাম, অদ্য যথাশক্তি সেই প্রতিশ্রুতি পালন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

আমাদের শাস্ত্রে বলে যে প্রত্যেক কার্য্যেই গুরু করণের আবশ্যকতা আছে। গুরু করণের অভাবে কোন কার্য্যে সুফল লাভের প্রত্যাশা সুদূরপরাহত। কিন্তু আজকাল শিক্ষা দীক্ষার বিপর্য্যয়ে এইমতটি সাধারণতঃ শিক্ষিত মহলে যেন উপহসনীয় হইয়া পড়িয়াছে। কোন কার্য্যে হাত দিলে বুদ্ধি আপনা হইতেই আসিবে, তজ্জন্য কোন উপদেশও শিক্ষার প্রয়োজন নাই। এই ধারণা অনেকেই পোষণ করেন; কৃষি কর্ম্ম সম্বন্ধেও অনেক যুবককে এই ধারণার বশবর্ত্তী দেখিয়াছি। তাঁহারা মনে করেন—কৃষি কার্য্য আর কঠিন কি! গোরু, লাঙ্গল, কোদাল, লইয়া আরম্ভ করিলেই হইল কিন্তু আমরা দেখিয়াছি—যাহারা এইরূপে কৃষি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহাদিগের লাভ হওয়া দূরে থাকুক, অবশেষে লোকসান দিয়া লাঙ্গল গোরু বিক্রয় করিয়া তাহারা কৃষির চরণে প্রণাম করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

যাহারা কৃষিকার্য্য করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে প্রথমে নিজ গ্রামস্থ কোন দক্ষ কৃষকের নিকট এবিষয়ে উপদেশ লইতে হইবে, কিরূপ জমি কিরূপ শস্য উৎপাদনের পক্ষে উপযোগী, কোন সময়ে কোন শস্য বপন করার সুবিধা ও লাভ, কোন শস্যের পর কোন শস্য বপন করিতে হয়, পর্য্যায় রোপণের লাভ ও লোকসান সারের উপযোগিতা, কিরূপ সার কিরূপ শস্যের পক্ষে হিতকর, কোন শস্যের জন্য কিরূপ চাষ উপযোগী, জমী পাইট করিবার নিয়ম, শস্যকে ক্ষতি হইতে বাঁচাইবার উপায় ইত্যাদি অশেষ তথ্য তাঁহাকে প্রাথমিক শিক্ষারূপে সংগ্রহ করিতে হইবে। তারপর কৃষি বিষয়ক পুস্তক পত্রিকাদি যাহা বাহির হইয়াছে বিশেষ মনোযোগ সহকারে তাহা পাঠ করিতে হইবে। বঙ্গভাষায় কৃষি বিষয়ক যে দুই চারি খানি ভাল গ্রন্থ আছে তাহাতো পাঠ করিবেনই। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি ভাষায় এবিষয়ের যত গ্রন্থ আছে তাহাতে ক্রমে ক্রমে পড়িয়া তাহাতে নিহিত তত্ত্ব সমূহ স্বীয় স্বীয় জমির উপর প্রয়োগ করিতে হইবে, এবং এইরূপে কৃষির উন্নতি করিতে হইবে, নতুবা যেমন কৃষক কুল যে সনাতন প্রণালী অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতেছে, তাঁহারাও যদি তাহাতেই

সন্তুষ্ট থাকেন, তাহা হইলে আর লাভ হইল কি?

তবে যাহারা ইংরাজি জানেন না, তাঁহারা দেশীয় প্রণালী মতই চাষ আরম্ভ করিবেন বটে কিন্তু তাঁহাদেরও ঐ প্রণালীতে উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। কৃষি বিদপণ্ডিত গণের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দেখা করিয়া অথবা পত্রাদি ব্যবহার দ্বারা তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। কৃষির প্রথম পাঠ না পড়িয়া সে বিষয়ের কোন তথ্য না জানিয়া, যদি কেহ কেবল কৃষকের উপর নির্ভর করিয়া কৃষি কর্ম্মে হাত দেন তাহা হইলে তাহাতে বড় বেশী কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা ভরসা করি না। কৃষক বেতন ভোগী ভৃত্য মাত্র আর তাহার বুদ্ধিরও বিকাশের কোন সম্ভাবনা নাই সুতরাং তাহার প্রতি সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিজে কেবল প্রয়োজনানুরূপ অর্থব্যয় করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিলে সুফলের আশা নাই; ইহা প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট-অভিজ্ঞতা হইতেই আমরা বলিতেছি। যাহারা এইরূপে কৃষি কার্য্য করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করি যে এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহারা যেন এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করেন।

তারপর যাঁহারা শ্রমবিমুখ, অলস এবং আরাম পরায়ণ তাঁহাদিগকেও আমরা কৃষি কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পরামর্শ দেই। কৃষি শ্রমেরই কার্য্য; বাবু গিরি বা বিলাসের কার্য্য নহে।

ভদ্র সন্তান সকলে যে লাঙ্গল ধরিয়া মাঠে চাষ করিবেন কিংবা কোদালি লইয়া জমি আবাদ করিবেন তাহা বলিতেছি না তবে যে সমুদয় লোক নিযুক্ত করিবেন তাহাদের সঙ্গে নিজেদেরও পরিশ্রম করিতে হইবে। কৃষকগণ উপযুক্তরূপে জমিতে চাষ দিল কিনা, জমির পাইট, সার দেওয়া, আগাছা, ঘাস প্রভৃতি নিড়াইয়া দেওয়া, জল সেচন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কার্য্য ঠিক মত করিতেছে কিনা তাহার পর্য্যবেক্ষণও যেমন আবশ্যক, আবশ্যক হইলে সঙ্গে সঙ্গে খাটিবার জন্যও সেইরূপ প্রস্তুত থাকা আবশ্যক যাঁহাদের একটু শারীরিক পরিশ্রম করিলেই ক্লান্তি বোধ হয়, বেশী হাঁটা যাঁহাদের সহ্য হয় না, একটু রোদে যাহাদের মাথাধরে বা একটু বৃষ্টিতে ভিজিলে যাহাদের জ্বর হয় এরূপ লোক কৃষি ব্যবসায়ের অনুপযুক্ত। ভাবের কথায় বলে।

"খাটে খাটায় লাভের গাঁতি,
তার অর্দ্ধেক মাথায় ছাতি।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কৃষি কার্য্যে নিজেও পরিশ্রম করে এবং অধীনস্থ লোকজনকে বেশ করিয়া খাটাইতে পারে সেই যোল আনা লাভ আশা করিতে পারে, আর যে তাহা না পারে সে যদি সর্ব্বদা মাঠে গিয়া চাষ আবাদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করে তাহা হইলেও অর্দ্ধাংশ লাভের আশা তাহার থাকে। আর যে তাহাও না না করিতে পারে তারপক্ষে কৃষি "হা ভাত" ভিন্ন আর কোন ফল দায়ক হয় না।

কৃষি ব্যবসায় বিলাতে যাহারা অবলম্বন করে তাহারা কত খাটে এবং কত কত বিষয়ের সংবাদ রাখে তাহা অভিজ্ঞ মাত্রেই জ্ঞাত আছেন। শস্যাদির অঙ্কুর উৎপাদিত হইবার কাল হইতে তাহাদের বর্দ্ধনের অবস্থা পর্য্যন্ত,

সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ প্রয়োজন। আমাদের পরিচিত কোন ব্যক্তি যখন বিদেশে চাকুরী করিতেন, তখন তাঁহার নিজগ্রামস্থ খামার জমি কৃষাণবর্গদেরের হাতেই ন্যস্ত ছিল, উৎপন্ন শস্য সে যাহা দিত তাহাই পাওয়া যাইত মাত্র, তাহাতে তাঁহার বাটীর লোকের ছয় মাসের অন্নসংস্থানও হইত না। তারপর ঘটনা ক্রমে তিনি চাকরী ত্যাগ করিয়া বাড়ী আসিয়া বসিলেন এবং নিজে সেই সব জমি দেখা শুনা করিতে লাগিলেন। তাহার ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই সেই সব কৃষাণদের হস্তে জমি থাকিলেও তদুৎপন্ন শস্যে তাঁহার বৎসরের জীবিকার সংস্থান হইতে লাগিল। ইহা হইতেই পর্য্যবেক্ষণের উপকারিতা সকলে হৃদয়ঙ্গম করিবেন। তারপর কৃষির প্রধান অবলম্বন গোমহিষাদি পশুর যাহাতে যত্ন লওয়া হয়, সে বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। গবাদি পশু অভাবে কৃষি অচল হয়, একথা তাহারা জীবিত থাকিতে অনেকে ভুলিয়া যান। তাহাদের খাদ্য, পানীয়, স্বাস্থ্য প্রভৃতির দিকে অনেক ক্ষেত্রে আদৌ দৃষ্টি করা হয় না, ইহা কর্ত্তব্য নহে।

ভদ্র লোকেরা কৃষি কার্য্যকে অপমান জনক হেয় কাজ বলিয়া মনে করেন, ইহাও কৃষির উন্নতির এক প্রধান অন্তরায়। কিন্তু আজকাল বোধ হয় শিক্ষিত সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে ইহার মধ্যে হেয় কিছুই নাই। কার্য্যের সাফল্য লইয়াই কৃতিত্বের বিচার, কার্য্য লইয়া নহে। ব্রাহ্মণ-সন্তান জুতার দোকান করিতে লজ্জা বোধ করেন না, অথচ কৃষি কার্য্যে লজ্জা বোধ করেন-এটা কিরূপ? দুঃখের বিষয় যে চাষার ছেলে পিলেরাও একটু লেখাপড়া শিখিলেই পেয়াদাগিরি, চাপরাশিগিরি, খানসামাগিরি প্রভৃতি চাকরীই ইজতের কার্য্য বলিয়া তাহার জন্য লালায়িত হয়, কৃষির মধ্যে যাইতে চাহে না। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং।

ক্রমশঃ—

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ।

মহারাজা রণজিৎ সিংহ।

—:০:—

গুণের আদর সর্ব্বত্র। গুণী ব্যক্তি গুণ-গরিমায় সমুন্নত হইলে, জন সমাজে তাঁহার প্রসার প্রতিপত্তি পরিবর্দ্ধিত হইলে, কাহার না আনন্দ হয়, তাঁহার অধীনস্থ জনগণ কে না সুখী হইয়া থাকিতে পারে?

আজ আমরা উপরে যে মহাত্মার নাম কীর্ত্তন করিতেছি; সেই মহারাজা রণজিৎ সিংহ মহোদয় নিজ উদারতা ও দান শীলতা গুণে বাঙ্গালীর নিকট চির পরিচিত। মহারাজা রণজিৎ সাহিত্য সেবীগণের প্রাণ, দরিদ্রের বন্ধু, বিপন্নের আশ্রয়-দাতা। মহারাজা রণজিতের ন্যায় কর্ত্তব্য পরায়ণ, ন্যায়-নিষ্ঠ কর্ম্মবীর মহারাজা প্রায় দৃষ্টি গোচর হয় না। তিনি নিজ বদান্যতা গুণে আপামর সাধারণ সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করিয়াছেন।

মহারাজা রণজিৎ সিংহ এক্ষণে মুরশীদাবাদ নশীপুরের অধীশ্বর, মহাত্মা রাজা দেবী-সিংহের বংশধর। রাজা দেবী সিংহ নিজ কার্য্য

সদ্গুণে তদানিন্তন বড়লাট লর্ড হেষ্টিংসের অত্যন্ত প্রিয়-পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার গুণের পুরস্কার স্বরূপ লাট মহোদয় বাঙ্গালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় তাঁহাকে কালেক্টারের পদাভিষিক্ত করিয়া "রাজা বাহাদুর" উপাধী ভূষনে ভূষিত করেন। রাজা দেবী সিংহের পর রাজা বলবন্ত সিংহ সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হন, তৎপরে রাজা গোপাল সিংহ, উদমন্ত সিংহ রাজা গোপাল সিংহের উত্তরাধিকারী, নানাবিধ ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার এই সকল মহাগুণে তৎকালীন গভর্ণর জেনারল আর্ল অব মিণ্টো এবং মারকুইস অব হেষ্টিংসের সহিত প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইয়াছিল। রাজা উদমন্ত সিংহের পর কুমার হনুমন্ত সিংহ, তৎপর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র, এই কীর্ত্তিচন্দ্রের পুত্রই আমাদের প্রাতঃস্মরনীয় মহারাজা রণজিৎ সিংহ বাহাদুর। ১৮৯১ সালে ইনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "রাজা" উপাধী প্রাপ্ত হন এবং ১৮৯৭ সালের ২২ জুন তারিখে ইতি "রাজা বাহাদুর" উপাধী ভূষণে ভূষিত হয়েন। আমরা এতদিন তাঁহাকে "মহারাজা" উপাধী বিভূষিত দেখিবার জন্য আশা করিয়াছিলাম। আজ প্রকৃত গুণ গ্রাহী ইংরাজ রাজ বিগত জানুয়ারী মাসে তাহাকে মহারাজা উপাধী দানে সম্মানিত করিয়াছেন দেখিয়া বাস্তবিক আমরা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। মহারাজা রণজিৎ যে এ উপাধী লাভের উপযুক্ত পাত্র, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। মহারাজা রণজিৎ সিংহ বাহাদুর অনেক অংশে সম্ভ্রান্ত বংশীয় গণের আদর্শ স্থানীয়। মহারাজা বাহাদুরের নিকট সাহিত্যসেবীর আদর-সর্ব্বাগ্রে, অনেক দুস্থ লেখক, অনেক গ্রাম্য বিদ্যালয়, মহারাজা বাহাদুরের দানে সুখে সচ্ছন্দে আপনাদের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইয়াছেন, মহারাজা বাহাদুরের রাজধানীর ব্যবস্থা প্রণালী ঠিক গভর্ণমেণ্ট অপিসের ন্যায় সুশৃঙ্খলায় পরিচালিত হইয়া থাকে। তাঁহার অধীনে কোনও কর্ম্মচারী বৃদ্ধ হইলে পেন্সন ভোগী হইয়া শেষ জীবন বেশ সুখে কাটাইতে পারেন। মহারাজের এই সকল অসামান্য গুণ তাঁহার মহৎ হৃদয়ের পরিচায়ক নয় কি? মহারাজের যাবতীয় গুণের বিষয় প্রকাশ করিতে হইলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া যায়। মহারাজা রণজিৎ দেশবাসীর নিকট বিশেষরূপে পরিচিত। আমরা সর্ব্বান্তকরণে ভগবানের নিকট তাহার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

সম্পাদক।

সাধক বিজয় গোবিন্দ।

—:০:—

আমরা বিগত ২রা অগ্রহায়ণ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বালীগঞ্জের সন্নিকট ইকড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত বিজয় গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজাপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। বিগত ৭ই বৈশাখ ও ৮ই জৈষ্ঠ তারিখের সহযোগী "সমাজদর্পণ ও সর্ব্বজন সুহৃদ পত্রিকায়" এই মহাত্মা সম্বন্ধে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য আমি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া উক্ত মহাত্মার বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে গমন করিয়াছিলাম।

আজ বঙ্গের প্রায় প্রতি গৃহেই যে জগদ্ধাত্রী হৈমবতী দুর্গার মহাপূজা হইতেছে। এই জগদ্ধাত্রী কে? আর্য্য সন্তানগণ আজ কাহার পূজা করিতেছেন; প্রথমে আমাদের তাহাই অবগত হওয়া সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য।

ধর্ম্ম-বেদের পরেই উপনিষদ আমাদিগের প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থ। এই উপনিষদের মধ্যে কেনোপনিষৎ অন্যতম। এই কেনোপনিষৎ ধর্ম্ম গ্রন্থে জগদ্ধাত্রী হৈমবতী দুর্গার যেরূপ উল্লেখ আছে, তাহা পাঠে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, আমরা কাহার পূজা করিয়া থাকি।

দেবাসুরগণের সংগ্রাম শেষ হইয়াগিয়াছে। দেবতাগণ জয়োল্লাসে বিহ্বল চিত্তে আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়া সকলেই একবাক্যে আত্ম প্রশংসা করিতে করিতে বলিতেছেন,—আমরা আত্ম শক্তি বলেই অসুর গণকে পরাজিত করিয়াছি; ধন্য আমরা এবং আমাদের শক্তি ধন্য।

দেবতারা সকলে এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন ও আত্মগৌরবে গৌরবান্বিত, এমন সময়ে তাঁহাদের সম্মুখে আকাশ পথে সহসা এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইল। সেই অলৌকিক জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া দেবতাগণ বিস্ময়ে কিয়ৎকাল নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। যখন তাঁহারা দেখিলেন যে সেই জ্যোতিঃ রাশির মধ্যে এক দিব্য পুরুষ মূর্ত্তি দেদীপ্যমান, তখন তাঁহাদের বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না। সকলে ভাবিতে লাগিলেন,—"এই দিব্য পুরুষ কে?"

ক্ষণিক মোহের পর দেবতাগণের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল। তাঁহারা অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "হে সর্ব্বজ্ঞ অগ্নি, এই মহিমান্বিত দিব্য পুরুষ কে, তাহা জানিয়া আইস।" অগ্নিদেব উত্তর করিলেন,—"আচ্ছা আমি যাইতেছি।"

যথাঃ—জাতবেদ এতদ্বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি। তথেতি।

অগ্নি সেই জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে মহাপুরুষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? তোমার কার্য্য কি?" অগ্নি প্রত্যুত্তরে বলিলেন;—"আমি অগ্নি, আমি জাতবেদা অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ।" পুনরায় সেই দিব্যপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি অগ্নি, সর্ব্বজ্ঞ বটে কিন্তু তোমার শক্তি কি প্রকার? তদুত্তরে অগ্নি বলিলেন;—পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, আমি সমস্তই দগ্ধ করিতে পারি।"

যথাঃ—তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোঽসীতি অগ্নির্ব্বা অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদা বা অহমস্মীতি। তস্মিংস্তয়ি কিং বীর্য্যমিতি। অপীদং সর্ব্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি॥

সেই দিব্য পুরুষ অগ্নিকে একটি তৃণ প্রদান করিয়া বলিলেন, "ইহাকে দগ্ধ কর।" অগ্নি তৃণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় যাবতীয় শক্তি প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু সেই সামান্য তৃণ খণ্ডকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি অধোবদনে দেবগণ সমীপে প্রত্যাগমন করিয়া কহিলেন, "এই পূজনীয় মহাপুরুষ কে তাহা আমি জানিতে পারিলাম না।

যথাঃ—তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি। তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুং, স তত এব

"দিব্যযক্ষং, উক্তঞ্চৈবং বিজ্ঞাতুং যক্ষেত্যুক্ত যক্ষমিতি।"

অনন্তর দেবগণ বায়ুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "হে বায়ু! এই বরণীয় মহাপুরুষকে তাহা সত্বর তুমি জানিয়া আইস।" বায়ু উত্তর করিলেন—আচ্ছা আমি জানিতে যাইতেছি। এই কথা বলিয়া বায়ু সেই দিব্য জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের নিকট গমন করিলে, প্রথমেই তিনি বায়ুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কে, তোমার নাম কি?" তদুত্তরে বায়ু বলিলেন,—"আমি সর্ব্বক্ষণ আকাশপথে সঞ্চরণ করিয়া থাকি আমার নাম বায়ু।"

এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই দিব্যপুরুষ বায়ুকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার শক্তি কি প্রকার, তাহা আমাকে বল। এই কথা শুনিয়া বায়ু কহিলেন, আমার বাহিকা শক্তি আছে, আমি স্বীয় শক্তি প্রভাবে ত্রিভুবনের সমস্তই গ্রহণ ও বহন করিতে পারি।

তখন সেই অলৌকিক দিব্য পুরুষ তাঁহাকে এক খণ্ড তৃণ প্রদান করিয়া বলিলেন, তুমি এই সামান্য তৃণ খণ্ড গ্রহণ ও বহন কর। এই কথা শুনিয়া বায়ু তৎক্ষণাৎ সেই তৃণের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ সমস্ত শক্তি তদুপরি প্রয়োগ করিলেন কিন্তু কিছুতেই সেই তৃণ খণ্ডকে উত্তোলন বা বহন করিতে পারিলেন না। তখন লজ্জায় অবনত মস্তকে সে স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি দেবতাগণের নিকট প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বলিলেন এই পূজনীয় দিব্যপুরুষ কে তাহা আমিও অবগত হইতে পারিলাম না।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে বরুণাদি অপরাপর দেবগণও স্বীয় শক্তি প্রকাশে অক্ষম হইয়া অপমানিত বোধ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহারা সকলে দেবরাজকে অনুরোধ করিয়া কহিলেন-হে মঘবন! এই মূর্ত্তিময় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কে তাহা আপনি তাহার সমীপে গমন করিয়া জানিয়া আসুন। ইন্দ্র বলিলেন-আচ্ছা আমি স্বয়ং যাইতেছি এবং তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাহার পরিচয় লইয়া আসিতেছি, তোমরা সকলে এখানে কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর।

তৎপরে দেবরাজ ইন্দ্র সেই আকাশ পথে প্রকাশিত দিব্য পুরুষ সমীপে উপস্থিত হইবা-মাত্র তিনিও তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন এবং যে আকাশ পথে উক্ত দিব্যপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন সেই স্থানে সহসা এক দিব্য জ্যোতির্ম্ময়ী মাতৃমূর্ত্তি প্রকাশিত হইল। এই রমণীমূর্ত্তি বহু শোভমানা জগদ্ধাত্রী হৈমবতী দুর্গা। তখন দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বজননীর চতুর্ভুজা হৈমবতী উমার শ্রীচরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, পূর্ব্বোক্ত পূজনীয় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষটি কে মা?

ইন্দ্রের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া জগদ্ধাত্রী হৈমবতী দুর্গা কহিলেন, বৎস! ঐ দিব্যমূর্ত্তি আমারই একমাত্র বল পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন অনাদি পুরুষ। এই ব্রহ্মের বিজয় লাভেই তোমরা মহীয়ান হইয়াছ।

অনন্তর দেবরাজ জগদ্ধাত্রীর নিকট সর্ব্বপ্রথমেই অবগত হইলেন যে, সেই দিব্যপুরুষই একমাত্র পরম ব্রহ্ম!

যথাঃ—অথ বায়ুম ধবন্ বাযবেত দ্বিজানীহি কিমেতদ্ যক্ষমিতি তথেতা। তদভ্যদ্রবৎ তমভ্যবদৎ কোহসীতি। বায়ুর্বা অহমস্মীত্য

ব্রহ্মীয়াতবিধা বা অহমস্মীতি ॥ তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি অপীদং সর্ব্বমাদদীয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥ তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাকাদাতুং সতত এব নিবব্রুতে, নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ যক্ষমিতি ॥ অথেন্দ্র মব্রুবন মঘবন্নেতদ বিজানীহি কিমেতদ যক্ষমিতি তথেতি তদভ্যদ্রবৎ তস্মাত্তিরোদধে ॥ স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহু শোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি ॥

এইরূপে ইন্দ্রই জগদম্বার কৃপায় সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্ম সনাতন পুরুষকে জানিতে পারেন, এই নিমিত্ত ভগবতী জগদ্ধাত্রী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকেই দেবগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ প্রদান করিয়া তাঁহাকেই দেবরাজ করিলেন। অগ্নি এবং বায়ু প্রভৃতি যে সমস্ত দেবগণ স্বীয় শক্তির পরীক্ষা প্রদানার্থে প্রথমেই ব্রহ্ম সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারাও জগদ্ধাত্রীর কৃপায় শ্রেষ্ঠ দেবতা হইলেন।

উপনিষদকার কহিতেছেনঃ—ব্রহ্মের প্রকাশ ক্ষণ প্রভা, বিদ্যুতের ন্যায়। তিনি দেবতাগণেরও নিকট নিমেষ কালমাত্র প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

যথাঃ—তস্যৈব আদেশো যদেতদ্বিদ্যুতোব্যদ্যু, তদ্ ই তীতি ন্যমীমিষদা ইত্যধি দৈবতম ॥

উপনিষদে জগদ্ধাত্রী হৈমবতী দুর্গার যেরূপ উল্লেখ আছে, তাহা সংক্ষেপে এ স্থলে বিবৃত হইল। ইহা পাঠে সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, জগতে যে মহাশক্তি বিদ্যমান আছে, তাহা একমাত্র ব্রহ্মশক্তি। সেই শক্তির প্রভাবে অগ্নির দাহিকা শক্তি, বায়ুর ধারিকা শক্তি এবং ইন্দ্রের ব্রহ্মশক্তি, তিনিই এই বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন। যিনি বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হন না, কিন্তু বাক্যসকল যাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হয়, তিনিই ব্রহ্ম। যাঁহাকে মনের দ্বারা মনন করা যায় না, অথচ যাঁহার শক্তিতে মন মনন করিতে সমর্থ হয়, তিনিই ব্রহ্ম।

যথাঃ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম মনসো মনো যদ্বাচোহ বাচং স উপ্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্যধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥

অতএব একমাত্র ব্রহ্মশক্তিতেই সূর্য্যচন্দ্র প্রকাশিত হইতেছেন, অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছেন, বায়ু প্রবাহিত হইতেছেন, বরুণ বারি বর্ষণ করিতেছেন, চক্ষু দর্শন করিতেছে, কর্ণ শ্রবণ করিতেছে, নাসিকা আঘ্রাণ করিতেছে, মুখ বাক্যোচ্চারণ করিতেছে এবং মন মনন করিতেছে।

এই পরম ব্রহ্মকে অগ্নি প্রভৃতি দেবতাগণও প্রথমে অবগত হইতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারাও নিমেষকাল মাত্র বিদ্যুতের ন্যায় তদীয় জ্যোতিঃ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে ব্রহ্ম তাহা তাঁহারা পূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই, একমাত্র ব্রহ্মশক্তি জগদ্ধাত্রী হৈমবতী দুর্গা কর্ত্তৃক জ্ঞাত হন যে, ইনি ব্রহ্ম।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, এই জগদ্ধাত্রী হৈমবতী উমা কে? তাহা উপনিষদকার এস্থলে বিশদরূপে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, দেবতাগণের সম্মুখে আকাশের যে স্থল ব্যাপিয়া ব্রহ্ম জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই

জ্যোতিঃ ইন্দ্রের আগমন মাত্র সহসা বিলীন হইলে ঠিক সেই স্থানেই জগদ্ধাত্রী, হৈমবতী দুর্গা প্রকাশিতা হইলেন। সুতরাং ইনিই যে মূর্ত্তিরূপিনী ব্রহ্মশক্তি, তাহা উপনিষদকার এস্থলে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ইনিই যে ব্রহ্ম স্বরূপিনী ও ব্রহ্ম প্রকাশিকা' তাহাও স্থানান্তরে দৃষ্ট হয়। অতএব এইকালে অদ্যাবধি আর্য্যগণ সেই ব্রহ্ম স্বরূপিনী ও ব্রহ্ম প্রকাশিকা জগদ্ধাত্রী হৈমবতী দুর্গারই পূজা করিয়া থাকেন।

পরম ভক্ত ব্রহ্ম পরায়ণ মহাত্মা বিজয় গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতি বৎসর বিহিত উপাচারে জগদ্ধাত্রী পূজা করিয়া থাকেন। তিনি যে আকারে দেবতাগণের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তাহা উপনিষদকার বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরন্তু তিনি তাহাকে বহু শোভমানা ও হৈমবতী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা হইতে জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি যে বহু শোভমানা ও হৈমবতী হইবেন তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। যাঁহাকে মন ধারনা করিতে সক্ষম নহে, যাহার স্বরূপ কল্পনা করিতে গিয়া মন স্বতঃই প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আইসে, ভক্ত হিন্দু তাহারই চতুর্ভুজা মূর্ত্তি গঠন পূর্ব্বক স্ব স্ব মনোভাব ও ভক্তিকে চরিতার্থ করিতে প্রয়াস পান। ভক্ত বিজয় গোবিন্দ একজন মহাসাধক পুরুষ, তিনিও স্বীয় ভক্তিকে চরিতার্থ করিবার চেষ্টায় প্রতি বৎসর এই মহাপূজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

জগদ্ধাত্রী হৈমবতী দুর্গা উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, এই কারণে চতুর্ব্বাহু। চক্র, গদা, বজ্র, খড়্গ প্রভৃতি মায়ের শক্তির পরিচায়ক, এই কারণে তাঁহার হস্তে অস্ত্র দেদীপ্যমান। পশুর মধ্যে সিংহ এবং সরিসৃপের মধ্যে সর্পের ন্যায় শক্তিমান ও ভীষণজীব ত্রিজগতে আর নাই। এই নিমিত্ত শক্তির এই দুই প্রধান নিদর্শনই মায়ের অনুগত। পাপাসুর অন্ধকারকে বিদূরিত করিয়া ব্রহ্মশক্তি চির প্রকাশিত। তিনি ত্রিকালজ্ঞ, এইজন্য তাঁহার তিনটী নেত্র। তিনি শান্তিময়ী এই নিমিত্ত তাঁহার কর কমলে পদ্ম সুশোভিত। তিনি চির মঙ্গলময়ী, এই কারণে, তাঁহার মস্তকোপরি শিবের অধিষ্ঠান।

মহামায়া জগদম্বার কৃপা লাভ করিয়া তাঁহার বাঙ্গালী ভক্ত সন্তান মহাত্মা বিজয় গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় যে অসীম শক্তিশালী হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে উল্লিখিত সহযোগীগণ যাহা বলিয়াছেন-আজ আমরা তদপেক্ষ অনেক অলৌকিক ঘটনা দর্শন করিয়া যেরূপ অভাবনীয় অপার আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস এস্থানে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। এই মহাত্মা দরিদ্রের সন্তান, বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় অতি সামান্য শিশুবোধক মাত্র পাঠ করিয়া বিদ্যা সমাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি লক্ষ্মী সরস্বতী উভয় দেবীরই কৃপালাভে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। যাহার প্রতি জগদম্বার দয়া, তাহার পক্ষে বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্য অতি সামান্য কথা।' এই মহাত্মা নিশ্চয়ই সাধু পুরুষ, এইজন্য অনিমাদি অষ্ট সিদ্ধি কিঙ্করীবৎ ইহার পরিচর্য্যা করিতেছে। ইহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া আমি অনেকগুলি অলৌকিক অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। ইহার

বাক্য ঋষি সদৃশ আপ্ত বাক্যবৎ অভ্রান্ত ও অকাট্য। শাস্ত্রাদি দেখেন নাই, কিন্তু আমি শুনিলাম-ইনি যাহা বলিবেন, তাহা বেদ, স্মৃতি পুরাণ, তন্ত্র, ষড় দর্শন, গীতা, উপনিষদ, পঞ্চদশী যোগবাশিষ্ট প্রভৃতির সার মর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নয়। আমি এতদিন শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া যাহা বুঝিয়াছি তাহাতে আমি বেশ বলিতে পারি জ্ঞানবান শক্তিশালী মহাপুরুষ একালে অতি বিরল। ইহার একটী পুত্র হৃষিকেশ, প্রকৃত ঋষির ন্যায় বলিলে অত্যুক্তি হয় না, আর একটী পুত্র বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন বটে কিন্তু তিনিও এরূপ জ্ঞানী ও ভক্তিমান পুরুষ যে উক্ত অঞ্চলে বিংশতি ক্রোশ হইতে সেই প্রাণকৃষ্ণের সুনাম শুনা যায়।

মহাত্মা বিজয় গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় ও তদীয় পুত্রগণ কিরূপ মহাপুরুষ তাহা পাঠক গণের মধ্যে যদি কেহ পরীক্ষা করিবার জন্য বাসনা করেন এবং এরূপ ঈশ্বর জানিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিতেও যদি কাহার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে উক্ত স্থানে একবার গমন করিলেই সমস্ত অবগত হইবেন। এই মহাপুরুষের ন্যায় মুক্ত যোগী কলিকালে ইহসংসারে আমি দ্বিতীয় দেখিনাই। ভবিষ্যতে ইহার বিষয়ে পুনরায় বিশদরূপে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীউপেন্দ্র মোহন চৌধুরী কবিভূষণ।

ঈশ্বর মাহাত্ম্য।

এ বিশ্ব সংসার, রচনা যাঁহার,
প্রণিপাত তাঁর পদে।
সুনিয়মে কিবা হয় রাত্রি দিবা,
দেখে ভক্তি হয় হৃদে॥
জলদ সকল, ঢালিতেছে জল,
অবিরল ধরা পরে।
ধন-ধান্য কত, জন্মে অবিরত,
জীব বাঁচে যার তরে॥
পবন কেমন, করিছে ব্যজন,
পরিশ্রান্ত জীবগণে।
শীতল সমীরে, ঘাম যায় দূরে,
শান্তি সুধা ঢালে প্রাণে॥
যাহার কৃপায়, জীব সমুদয়,
লভিছে অপার সুখ।
হাস্য আস্য সবে বিহরিছে ভবে,
পাশরিয়া সব দুখ॥
ভ্রমে জীব যত, আনন্দেতে রত,
নাহি মনে দুখ লেশ।
শান্ত মনে থাকি, দয়াময়ে ডাকি,
লভিছে সুখ অশেষ॥
বনপাখী সবে, সুমধুর রবে,
গাহিছে মহিমা যত।
শুনিলে সে গান, উদাস পরাণ,
শোক তাপ হয় হত॥
যাহারে ডাকিলে, ভাসি অশ্রুজলে,
থাকে না ভবের ভয়।
ডাক যত পাপী, হয়ে পরিতাপী,
হবে সব পাপ ক্ষয়॥

যেন রবি-বিলিপি, প্রেমনীরে ঢালি,
থাক তারে অবিরাম।
হরি [illegible] [illegible],
আসিতে হবে না আর॥
কলিকালে ভাই; আর কিছু নাই,
সার শুধু নাম গান।
নাচ সবে মিলে, হরি হরি বলে,
প্রেমেতে মাতাও প্রাণ॥
ওরে ভ্রান্ত মন, এড়াবি শমন,
নাহি রবে কোন ভয়।
অন্তে হবে পার, এ ভব সংসার,
নাহিক সন্দেহ তায়॥
ভকত জীবন, এই আকিঞ্চন,
তব পদে যেন মতি—
থাকে নিরন্তর; দেহ এই বর,
যাহা বিনা নাহি গতি।
দ্বিজ কবি কয়, ওহে দয়াময়,
ভবার্ণবে কর পার—
লয়েছি শরণ, অনাথ-শরণ
লহগো আমার ভার॥

সম্পাদক।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সমাজ। শ্রীযুক্ত রাধা গোবিন্দ নাথ, এম, এ, সম্পাদিত একখানি মাসিক পত্র। আমরা ইহার তিন সংখ্যা পাইয়াছি। ইহার কয়েকটী প্রবন্ধ বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছে। অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ে পত্রিকা খানির কলেবর পূর্ণ হয়। পত্রিকা খানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে পড়িবার অনেক প্রবন্ধ আছে। কাগজ ও ছাপা ভাল; বার্ষিক মূল্য এক টাকা মাত্র। আমরা নবীন সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

বহুরূপী। একতা সম্পাদক প্রণীত. এক খানি উপন্যাস, আমরা ইহার প্রথমখণ্ড পাইয়াছি, উপন্যাস খানি সুবৃহৎ, গ্রন্থকার সাধারণের সুবিধার জন্য খণ্ডাকারে প্রকাশ করিতেছেন, প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা। আজকাল বাজারে যে সকল অসার উপন্যাস প্রকাশিত হইতেছে—ইহা সে ধরণের উপন্যাস নহে। ইহার ভাব ও ভাষা অতি পরিপাটী, উপন্যাস খানি এতদূর চিত্তাকর্ষক যে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। "বহুরূপী" পাঠে পাঠকের যে শিক্ষা ও আমোদ দুই লাভ হইবে, তাহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি। গ্রন্থকার সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত, বহুদিবস তিনি এই কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া কয়েক খানি মাসিক ও সংবাদ পত্রের পরিচালনায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। তাহার "বহুরূপী" পাঠক বর্গের নিকট সমাদৃত হউক-ইহাই প্রার্থনা।

ক্রটি স্বীকার।

সম্পাদক মহাশয় শারীরিক অসুস্থ বলিয়া আজ কয়েক মাস আলোচনা প্রকাশে নানাপ্রকার ক্রটি হইতেছে, গ্রাহক ও পাঠকবর্গ আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। ইহাই নিবেদন। ইতি—কার্য্যাধ্যক্ষ।

ভক্তিই মুক্তির উপায়

—:•:—

সকল মানব-হৃদয়ই একটি উচ্চকাঙ্খা লইয়া জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। যাহার হৃদয় প্রশস্ত নহে, যাহার হৃদয়ে উচ্চকাঙ্খা নাই, তিনি মানুষ নামের অযোগ্য, জীবজগতে তাহার জীবন বৃথা ব্যতীত আর কি বলিব। উচ্চাকাঙ্খাই মহত্বের লক্ষণ। এই যে উচ্চাভিলাষ তাহ' সকল হৃদয়েই বর্ত্তমান। এই উচ্চভিলাষ আর কিছুই নহে—কেবল নির্ব্বাণ মুক্তি, ইহাই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি, ইহা লাভ করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়, কোন মানব না এই আকাঙ্খা হৃদয়ের প্রত্যেক নিভৃত-নিবাসে অতি যত্নের সহিত পোষণ করিতেছেন? কিন্তু এই মুক্তি মায়াময় জীবের পক্ষে অতীব কঠিন হইলেও মানব ইহা চেষ্টা করিলেই লাভ করিতে পারে। মুক্তি লাভের প্রথম ও প্রধান উপায় ভক্তি, ভগবানের প্রকৃত ভক্ত হইতে পারিলেই মুক্তি তাহার করতলগত, এই জন্য সাধক কবি রামপ্রসাদ বলিয়া ছিলেনঃ—

"সকলের মূল ভক্তি
মুক্তির হয় মন তার দাসী।"

এত যে সংসার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া মানব সতত দগ্ধ হইতেছে, জীবন অসহ্য বোধে অহঃরহ চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছে। হে ভ্রান্ত মানব! একবার হৃদয়ের কবাট খুলিয়া, হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে, ভক্তির উৎস প্রবাহিত করিয়া সাশ্রু নয়নে, মনে প্রাণে ঐক্য করিয়া সেই একমাত্র কাঙ্গালের নাথ, ভক্তের আশ্রয়-দাতা ভগবানকে ডাক দেখি—দেখিবে তোমার প্রাণের সমস্ত বিষাদ, অবসাদ, সমস্ত জড়তা কাটিয়া যাইবে, তোমার দুর্ব্বহ জীবন সুখের আধার হইবে, তোমার দেহ মন আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকিবে।

ভক্তিলাভ মানবের সহজ সাধ্য। ভগবানে চিত্ত অর্পণ করিয়া, তাঁহার নাম কীর্ত্তন, সাধু-সঙ্গ, ভগবত কথার আলোচনা প্রভৃতির দ্বারা সহজেই ভক্তির উদয় হইয়া থাকে কিম্বা দেবতার

অর্চ্চনা, পূজা, জপ, তপ, দান, ধ্যান, পুরশ্চরণ, প্রভৃতিদ্বারাও ভগবদ্ভক্তির উদয় হইয়া থাকে, কারণ ঐ সকল নিত্য অভ্যাস করিতে করিতে বুদ্ধির স্ফুরণ হয়, বুদ্ধির বিকাশই ভক্তি অর্থাৎ বুদ্ধি উপস্থিত হইলেই কি ভাল কি মন্দ, কি করা কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য এ সকল সহজে অবগত হইতে পারা যায়। তখন ভগবদ্ভক্তি আপনিই উদয় হইয়া থাকে। ভক্তি দুপ্রকার—পরা ও অপরা, যাহা পূজা অর্চ্চনা প্রভৃতি অভ্যাস দ্বারা লাভকরা যায়, তাহা অপরা ভক্তি, আর যাহা কামনা শূন্য, যাহা আপনি উদয় হয় তাহাই পরা ভক্তি। এই পরা ভক্তিই মুক্তির উপায় কিন্তু এ ভক্তি ত সহজে লাভ হয় না; তাই অভ্যাস দ্বারা অপরা ভক্তি লাভ না করিতে পারিলে—কামনা শূন্য পরা ভক্তি লাভ হয় না। ভগবানের পূজা অর্চ্চনা, নাম কীর্ত্তন, তাঁহার ভক্তগণের সহিত সম্মিলন, ইহাই ভক্তি পথের পথিক হইবার প্রথম উপায়, ইহা করিতে করিতে ভগবান যখন সাধকের হৃদয়ে ভক্তিবীজ রোপন করিয়া দেন, তখনই সাধক পরা ভক্তির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া মুক্তি পথের পথিক হইতে পারে। ভক্তি ভিন্ন মুক্তির আর অন্য উপায় নাই। ত্রিভুবনে ভক্তের ন্যায় প্রিয়পাত্র ভগবানের আর কেহই নাই। ভক্তের জন্য ভক্তপ্রাণ ভগবান অগ্নিতে দগ্ধ হইতে পারেন, জলে নিমজ্জিত হইতেও কুণ্ঠিত হন না। ভক্তের জন্য ভগবান সমস্তই সহ্য করিতে প্রস্তুত কিন্তু আমরা এমন হতভাগ্য সেই ভক্তগত-প্রাণ, দয়ার ঠাকুরের জন্য হৃদয়ের ভক্তিটুকু প্রদান করিয়া সেই ত্রিলোকের ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে পারিনা। ধিক্ আমাদিগকে। কত যুগযুগান্তর গত হইল, কত জন্ম ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিলাম, কত পুত্র কলত্র বিষয় বৈভব লইয়া ভোগবাসনা পরিতৃপ্ত করিলাম, কতবার তাহা ছাড়িয়া চলিয়া গেলাম-আবার আসিলাম, আবার ঐ মরণ সঙ্গীত কাণের কাছে বাজিতেছে মস্তকের উপর ঐ ভীষণ যমদণ্ড বিঘূর্ণিত হইতছে তথাপি কই, কিছুই ত করিতে পারি না! বিষয় বৈভব দারা পুত্র কি এতই মধুর যে তাহার চিন্তা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ছাড়িতে পারি না, কিন্তু আবার যে গণা দিন ফুরাইয়া আসিল, আবার যে মরণের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহার চিন্তা কি করিতেছি। তাই বলি:—

"রে চিত্ত চিন্তয় চিরং চরণৌ মুরারে
পারং গমিষ্যসি যতো ভব সাগরস্য।
পুত্রাঃ কলত্র মিতরে মহিতে সহায়ঃ
সর্ব্বং বিলোকয় সখে মৃগতৃষ্ণিকেব।

জগতের সকলেই মৃগ-তৃষ্ণিকাবৎ অসার,ক্ষণ স্থায়ী। মানব! ইহার জন্য এত চিন্তা, এত পরিশ্রম এতকষ্ট, স্বীকার করা কেন? তাই বলি. হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার কর, ভক্তিহীন হৃদয় মরুভূমি অপেক্ষাও নীরস, তাহাতে ভগবদপ্রেমাঙ্কুর কিছুতেই উপ্ত হইতে পারিবে না এবং ভক্তিরসের রসিক হইতে না পারিলেও তোমার গতায়াত বন্ধ হইবে না—তুমি মুক্ত হইতে পারিবে না। আমরা সদা সর্ব্বদা যে অসার চিন্তায় কালক্ষেপ করিয়া এমন দুর্লভ জন্ম বৃথা নষ্ট করিতেছি বৃথা আমর আমার করিয়া সর্ব্বদা যে অহংভাবে মত্ত রহিয়াছি, তাহার পরিণাম যে কি ভয়াবহ, তাহা কি আমরা তিলকের

অন্ত হৃদয়ে স্থান দান করি? বুদ্ধিদোষে আজ অসারে মজিয়া আমরা সার ভাগ নষ্ট করিতেছি হে সংসারাবদ্ধ অজ্ঞানান্ধ মানব! "যা চিন্তা তুমি পুত্রপৌত্র ভরণ ব্যাপর সম্ভাষণে, যা চিন্তা ধন ধান্য-ভোগ-যশসাং লাভে সদা বায়তে, সা চিন্তা যদি নন্দ নন্দন পদদ্বারাবিন্দে ক্ষণং, কা চিন্তা যমরাজ ভীম সদন দ্বার প্রয়াণে।"

আমরা সংসার চিন্তায় যে অমূল্য সময় নষ্ট করি এবং ত্যাগ স্বীকার করি, তাহার কিছু মাত্র যদি আমরা নন্দ নন্দনের পদারবিন্দে অর্পণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে কি আমাদিগকে অহঃ রহ ভীষণ যম-যাতনা সহ্য করিয়া এইরূপ যাতায়াত করিতে হয়? এইজন্য হে জীব-শ্রেষ্ঠ মানব। তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে, সর্ব্ব প্রকারে ভগবানে আত্ম সমার্পণ কর; তদগত চিত্ত হইয়া তাহার পাদপদ্মে শরণাপন্ন হও, মনহারা প্রভুকে তোমার মনটী অর্পণ কর, তোমার তুমিত্ব" সেই মহামহত্বে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হও; ভক্তের মত ভাষায় প্রেম করুণ্য কণ্ঠে; প্রেমাশ্রুষিক্ত গদ গদ স্বরে বলঃ—

রত্নাকরস্তব গৃহং গৃহিণীচ পদ্মা
দেয়ং কিমস্তি ভবতে জগদীশ্বরায়।
আভীর বামনয়না হৃত মনসায়
দত্তং মনো যদুপতে ত্বমিদং গৃহাণ॥

হে জীব যদি শিব হইতে চাও, যদি ভবের সকল ভাবনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া নির্ব্বাণ মুক্তির অভিলাষ রূপ উচ্চ বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাক, তাহা হইলে একমাত্র পরা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ কর। ভক্তাধীন ভগবান ত স্বমুখেই বলিয়াছেনঃ—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে নচ
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ।

স্বর্ণকে খাঁটী করিতে হইলে যেমন অগ্নি সংযোগ প্রয়োজন, তেমনি মনকে খাঁটী করিতে হইলে ভক্তিরসে অভিসিঞ্চিত না করিতে পারিলে তাহার কৃত্রিমতা নাশের আর অন্য উপায় নাই।

ভক্তি শাস্ত্রকারদিগের মতে মুক্তির অন্যতর পথ। কিন্তু সম্প্রদায় বিশেষের নিকট ভক্তিই মুক্তির একমাত্র পথ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভক্তি সম্বন্ধে এ বিরোধোক্তি তাহার গুরুত্বের হানিকর নহে। যেহেতু ব্যক্তিগত বৈলক্ষণ্যের ন্যায় মানসিক বৈষম্য মনুষ্যের স্বাভাবিক। কিন্তু সত্যই সর্ব্ব সময়ে একরূপ ও অবিকৃত। সুতরাং ভগবদমার্গ যাহা স্থূলতঃ পরস্পর বিষম ওবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, তাহা বস্তুতঃ বিভিন্ন বা বিপরিত না হইতে পারে, উহা অসুস্থ মস্তিষ্কের অশুভ বিকার মাত্র। মুক্তির কেবল সাধকত্ব সম্বন্ধে ভক্তির কতটা সত্ত্ব আছে, তাহা বিচার না করিলেও ভক্তি যে মুক্তির একটি প্রধান উপায় তাহা স্বীকার করিতে কেহ 'কিন্তু' করিবেন না। এক্ষণে মুক্তির আবশ্যকতা সম্বন্ধে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক ও বদ্ধজীবের নিকট নিষ্প্রয়োজন। তত্রাচ মুক্তি কি, তাহা আমার জ্ঞান ও শক্তি অনুযায়ী সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিব। যেহেতু ভক্তিই মনুষ্যের লক্ষ্য। সাংখ্যকার বলেন—আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক, ও আদিভৌতিক ভেদে এই ত্রিবিধ দুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তিই পুরুষার্থ বা মুক্তি।

পরা ভক্তির সাহায্যে যখন সাধক এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্মময় দেখিতে পাইবেন। যখন সমস্ত কার্য্য নিষ্কাম ভাবে সমাধা করিয়া অহংতত্ব ব্রহ্মতত্ত্বে অর্পণ করিতে পারিবে—তখনই জীব সোহং ভাবাপন্ন হইয়া মুক্তি পথের পথিক হইতে পারিবেন। মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায় মহাশয় প্রভৃতির ইংরাজী অনুবাদের এক স্থানে লিখিয়াছেনঃ—

"men may acquire eternal betitude by obtaining a knowledge of the supreme being so long,there is no other way to salvation."

আমার "আমিত্ব" লোপ না হইলে মুক্তি হইতে পারে না। জীব হৃদয় ভক্তিরসে বিগলিত হইলেই সহজে আমিত্ব হারা হইয়া ঈশ্বর রসে মিলিত হইতে পারে। আমিত্ব হারা হইলেই তখন আর তাহার আত্মপর জ্ঞান থাকে না। তখন তাহার নিকট সমস্তই একাকার। ভক্তির সাহায্যে জীব এইরূপ অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইলেই জীবন্মুক্তি লাভ করে। এই জীবন্মুক্তির প্রথম স্তর ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে! অত এব ভগবানকে নিজস্ব করিতে হইলে, তাহার প্রসাদ লাভ করিয়া ধন্য হইতে হইলে ভক্তি ছাড়া আর কিছুতেই সেই দুর্লভ ধনকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারা যায় না। এই জন্য যাঁহারা মুক্তি ইচ্ছা করেন, নিষ্কাম ভাবে ভক্তির আশ্রয়ে মনকে নিয়োজিত করিয়া সাধনা করিলে মুক্তি সহজসিদ্ধ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

অভিসার।

—:০:—

হেমন্ত-জ্যোছনা কোলে ঘুমন্ত ধরণী
লভিছে বিশ্রাম সুখে গভীরা রজনী,
মুক্ত বাতায়ন পাশে বিনিদ্র-নয়নে
আমি শুধু একা বসে আছি এ সময়,
বাহিরিয়া বক্ষ হতে সকল হৃদয়
যেন কোথা চলে গেছে, তব অন্বেষণে!
তুমি কি ইঙ্গিতে তারে করেছ আহ্বান
তোমারি নিকুঞ্জ বাসে অয়ি প্রাণেশ্বরী,
তুমি কি করিবে তারে আজি মাল্য-দান
সে তপস্যা করে যার জন্ম-জন্ম ধরি।
কে জানে, কে দিবে তারে পথ-পরিচয়,
কোন্ দূর সিন্ধু তীরে বসতি তোমার,—
তবু সে যে গৃহ-হারা ত্যজি লাজ ভয়
না বুঝি সফল কিবা হবে অভিসার!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

আহ্বান।

—:০:—

এইত সে এল
এসে চলে গেল
তবুও দাড়াল
একটু খানি,
একটু চাহিল
একটু দেখিল
একটু বুঝিল

নয়ন পানি।
ঘোমটা উঠান
আঁচল ছড়ান
কুন্তল বিছান
উন্মুক্ত বেণী
নীল ইন্দিবর
ইঙ্গিতে আখির
কহিল রমণী
মরম-বাণী।
অস্ফুট সে রব
হয় অনুভব
প্রণয় প্রণব
হায় কি জানি।
লুকোচুরী করে
লুকাল তিমিরে
সুন্দর প্রতিমা
সুবর্ণজিনী।
যায় যবে চলে
গেল যেন বলে
এখন তাঁহার
কথাটি শুনি,
সে নাকি আমার
আমি নাকি তার,
দোঁহে দোঁহাকার
একই প্রাণী।

শ্রীঅনুকূল চন্দ্র সমদ্দার।

মৃতের শ্রাদ্ধ বা স্মৃতি।

—:০:—

হিন্দুর ধর্ম্মময় জীবনে কর্ম্মের আধিপত্য যেরূপ সুদৃঢ়, তেমন আর কোনও জাতির নাই। জগতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া হিন্দু যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে—তেমনি আর কেহ করে না। জগতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া হিন্দু যাহা করে তৎসমস্ত কর্ম্মই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান মাত্র, ধর্ম্ম ভিন্ন আর তাহাদের করণীয় কিছুই নাই। আমাদের আর্য্য-শাস্ত্রে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ হিন্দুর অবস্থানুসারে যে সকল ধর্ম্ম কর্ম্মের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটীই আমাদের করণীয় এবং অবশ্য প্রতিপাল্য। আমাদের ন্যায় হীনমতি মানবের পক্ষে তাহার অবহেলা করা বা প্রতিকুল সমালোচনা করা, বাতুলতা ভিন্ন আর কি বলিব?

আর্য্য-শাস্ত্রে "মৃতের শ্রাদ্ধ" বলিয়া একটী অবশ্য করণীয় কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মৃতের পুত্র বা আত্মীয় স্বজন এই কার্য্য করিয়া শুচী হইবে। দেশ কাল পাত্র ভেদে এই শ্রাদ্ধ কার্য্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সমাহিত হইয়া থাকে। ইহা যে হিন্দুমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ কার্য্য যথা-বিধানে, শাস্ত্রের বিধি বিধানানুসারে সমাহিত না করিলে যে পতিত হইতে হয়—আর্য্য-শাস্ত্রে তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

মৃত্যুর পর জাতি-ভেদে কোথাও দশম দিবস কোথাও পঞ্চদশ, কোথাও মাসান্তে ক্ষৌর-উপ

সমাধা করিয়া মৃতের পুত্র বা আত্মীয়গণ শ্রাদ্ধ কর্ম্ম সমাধা করিবে। পরে এক বৎসর কাল প্রতি মাসে পিণ্ড দান করিয়া বৎসরান্তে সপিণ্ডকরণ সমাধা করাই নিয়ম। অধিকাংশ লোকে এই অবধি করিয়াই মৃতের সহিত সম্বন্ধ রহিত করিয়া দেন। মহাত্মা যযাতি নহুষের প্রীতির জন্য যে অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন-তাহা শাস্ত্রপাঠী হিন্দু মাত্রেই বিদিত আছেন। যখন চিরকাল এ প্রথা চলিয়া আসিতেছে, তখন আজ তাহার সংস্কারের আবশ্যক হয় কেন? তাহাতে দোষই বা কি হইল?

অন্যান্য জাতি সামান্যরূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া মৃতের স্মৃতি রক্ষা-কার্য্য সমাধা করিয়া দেন, কিন্তু হিন্দুর তাহা নহে। মৃতের আত্মীয়কে আজীবন তাহার স্মৃতি বহন করিতে হয়। অপরের সহিত হিন্দুর এইটুকুই প্রভেদ। এই জন্য আর্য্য-শাস্ত্রে প্রতি বৎসরই শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, কারণ আমাদের বৎসরান্তে প্রেতযোনীর এক দিবস গণনা করা হয়; এইজন্য প্রতিবৎসর শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃ পুরুষের প্রতিদিনই আহার করা হয়। কিন্তু আজকাল শিক্ষার দোষে আমরা এ সকল কার্য্যে একেবারে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছি। এখন আমরা শাস্ত্রের মহাবাক্যকে অম্লানবদনে অমান্য করিয়া বলি—"মরা গরু কি ঘাস খায়?" শিক্ষার দোষে আমরা এখন বাবু সাজিয়া এই সকল অবশ্যকরণীয় নিত্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দিন দিন অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেছি। ধর্ম্মে অনাস্থাবান হইলে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর শ্রেয় লাভ নাই।

আজকাল প্রথা হইয়াছে—কোনও বড়লোক মৃত হইলে আত্মীয়গণ টাউনহলে তাহার শোক-সভা করিয়া অর্থ-সংগ্রহ-করতঃ কোন মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা বা নানাপ্রকার বাজে খরচ করিয়া থাকেন কিন্তু আর্য্য-শাস্ত্রে তাহার কোন উল্লেখ নাই। শ্রাদ্ধ কথাটা আজকাল বড় আমরা গ্রাহ্য করি না। "মরা গরু কি ঘাস খায়?" শ্রাদ্ধ করিবার আবশ্যকতা কি? অনর্থক কতকগুলা পয়সা খরচ বৈ ত নয়। আমাদের যত কিছু মীতব্যয় এই শ্রাদ্ধের বেলা, আমরা পাতলা ফিন্ ফিনে ৪। সাড়ে চার গজের কাপড় দিই। বাজারের মধ্যে যে গুলি খারাপ গামছা, আমরা তাই কিনিয়া আনি। বাস্তবিক—এ সকল বাজে খরচের কি?

যাঁহারা শ্রাদ্ধ Prejudice কিম্বা Superstition বলেন, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী না দেখেন। আমরা হিন্দু; আমাদিগের প্রাচীন আর্য্য ঋষিরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। তাঁহারা যদি এইরূপ পিতৃ-পুরুষদের আবাহন করিয়া থাকেন—

"আয়ান্তনঃ পিতরঃ সোম্যাসোহ গ্নিস্বাত্তা
পথভির্দ্দেবযানৈঃ অস্মিন্ যজ্ঞে
স্বধয়া মদন্তোঽধিব্রুবন্তু তেঽবন্ত্বস্মান্॥"

তাহা হইলে আমরাও কি সেইরূপ ভাবে আবাহন করিতে পারি না? আমরা হিন্দু; আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা অবহেলা করা কি আমাদের সাজে?

আমি শ্রাদ্ধের কোনও বৈজ্ঞানিক অর্থ

করিতে চাহি না। আমি বলিতে চাহি না যে "টিকিতে মানব-দেহের Electricity বাড়ে—কিম্বা গঙ্গা জলের Disinfectant করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া গঙ্গাজলকে পবিত্র জল বলা হয়।" তবে শ্রাদ্ধের যে একটী অর্থ আছে—ইহাও ঠিক। যাক্, অনেকদূর শ্রাদ্ধ গড়াইয়াছে, আর কাজ নাই। এখন শ্রাদ্ধ বা মৃতের স্মৃতির কথা কিছু বলিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব।

"শ্রদ্ধয়া দীয়তে যৎ তৎ শ্রাদ্ধং"

তুমি অশ্রদ্ধা করিয়া শ্রাদ্ধীয় উপকরণ খারাপ দিলে চলিবে কেন? পূর্ব্বদিন সংযত থাকিয়া মনের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপু পরিত্যাগ করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে হয়। শ্রাদ্ধের উপকরণ যথা-সম্ভব উত্তম হওয়া আবশ্যক। মৃত ব্যক্তি যে সকল দ্রব্য ভাল বাসিতেন—শ্রাদ্ধে সেই সকল দ্রব্য প্রদান করা একান্ত আবশ্যক। ক্ষমতানুসারে যাহাতে কোনরূপ অঙ্গহানি না হয়, শাস্ত্রানুসারে সকল কার্য্য সমাহিত হয়, গুরু ও পুরোহিতের অনুমতি লইয়া তাহার ক্রটী করা উচিত নহে।

যাহাদের কৃপায় আমি জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া এতদিন জীবিত রহিয়াছি, যাহাদের কৃপায় আমি নানাবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ব্রতী হইতেছি, সেই পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের স্মৃতিকল্পে আমি বৎসরান্তে সামান্য পরিমাণ অর্থও খরচ করিতে পারিব না—ইহাই কি আমার কর্ত্তব্য? এই সকল নানাবিধ ধর্ম্ম-কর্ম্ম আছে বলিয়াই এবং এ সকল বিষয় অবশ্য করণীয় বলিয়াই হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্ম এত অধিক। এই সকল দৈনিক প্রতিপাদ্য কর্ম্ম প্রত্যহ প্রতিপালন করিলে—কর্ম্মকর্ত্তার কোন বিষয়ের অভাব থাকে না, ধর্ম্মবলে অনায়াসেই সকল বাধা-বিঘ্ন হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জীবন শান্তিময় করিতে পারা যায়—ধর্ম্মহীন জীবন যে দুর্ব্বহ তাহা অপরে স্বীকার না করুক, হিন্দুমাত্রেই তাহা স্বীকার করিবে।

এইজন্য বলি হিন্দুশাস্ত্রে হিন্দুর যাহা কিছু করণীয় বলিয়া শাস্ত্রকারগণ উপদেশ দিয়াছেন, আমাদের পক্ষে তাহার একটীও অবহেলা করিবার নহে। সকলগুলিই আমাদের ইহ ও পরকালের উন্নতির জন্য বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

আক্ষেপ।

নহে বহুদিন গত আজ
ভ্রমিতে ভ্রমিতে ধীরে যবে,
বসেছিনু নদী তটে খুলে দীপ্ত সাজ।
সে সুখ-যামিনী কথা আজো মনে জাগে।
সুখ দুঃখ হাসি কান্না রাশি
বৃত্তি চয় উচ্ছাসিয়ে ছন্দে,
কেঁদেছিনু যবে তপ্ত অশ্রুনীরে ভাসি।
মধুর চাদিনী রাত্রি খর বাজে হৃদে।
শুধু, বসিয়ে তোমারি তরে,
শান্তি সুধা পাইবার আশে,
কতই আশার ফাঁদ পেতে হৃদি পরে
চেয়েছিনু বার বার উন্মুক্ত আকাশে।
হৃদয়েরি আকাঙ্ক্ষা আকুল,
না মিটিল মরিচিকা সম!
শুষ্ক প্রাণে, ব্যর্থ আশে সে ভ্রম ছুটিল!
অদূরে আশার আলো হেরে অতি ক্ষীণ।

শ্রীললিত রঞ্জন মযুমদার।

সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি।

—:•:—

সঙ্গীতের তুল্য মোহিনী শক্তি আর কিছুতেই নাই। এইজন্ত শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—"ন বিদ্যা সঙ্গীত পরং।" বাস্তবিক তাল, লয়, বিমিশ্রিত সুললিত কণ্ঠোত্থিত সঙ্গীত শ্রবণ করিলে শোকার্ত্তের শোক জ্বালা, দুঃখী দুঃখ যন্ত্রণা, এককালে নির্ব্বাণ হইয়া যায়, জগতে এমন শান্তিপ্রদ আর কিছুই নাই। সঙ্গীতে শুধু মানুষ কেন, পশুপক্ষী প্রভৃতি জীবগণ ইহাতে মুগ্ধ হয়, অতিক্রুর সর্পও সঙ্গীতের মোহন স্বরে মুগ্ধ হইয়া আপনার ক্রুরতা, খলতা ভুলিয়া যায়, বনের হরিণ হরিণী ব্যাধের সুমধুর বংশী ধ্বনি শুনিয়া প্রাণের মায়াও ভুলিয়া যায়, তাহাতে এত মুগ্ধ হয় যে অবশেষে জালাবদ্ধ হইয়া শত্রু-করে আত্ম বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয়। না সঙ্গীত সাধনার একটী প্রধান অঙ্গ; যে ভাল করিয়া গান গাহিতে পারে, মনে প্রাণে ঐক্য করিয়া যিনি সঙ্গীত আলাপ করিতে পারেন, তিনি মুক্ত পুরুষ। এইজন্য রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি আমাদের পূজ্যপাদ সাধকগণ সকলে সঙ্গীত রচনা করিয়া জগতীতলে ধন্য হইয়া গিয়াছেন। একদিন শ্রীভগবান শ্রীবৈকুণ্ঠে ধামে নাদ-বিদ্যা-বিশারদ দেবাদিদেব মহা-দেবের সঙ্গীত শ্রবণে বিগলিত হইয়া গিয়া-ছিলেন, ভুতনাথ মহাদেবের শ্রীমুখ নিঃসৃত অমিয় মধুর গীতালাপে শ্রীভগবান যেরূপভাবে বিভোর হইয়াছিলেন, তাহারই ফলে দ্রবময়ী পতিত পাবনী গঙ্গার উদ্ভব হইয়াছে। মর্ত্তে পাপী নিস্তারিনী গঙ্গার জন্মই এই সঙ্গীতের ফল ভিন্ন আর কি বলিব। যে হৃদয় সতত শূন্যময়, যে হৃদয়ে সতত অভাব, মধুর সঙ্গীত তাহার হৃদয়ে যেরূপ কার্য্যকরী হইতে দেখা যায়, এমন তবে কোথাও নহে। যাহার হৃদয়ে যেরূপ অভাব, কেহ যদি সুমধুর স্বরে তাহার হৃদয়-ভাবের উপযুক্ত সঙ্গীত গাহিতে পারে, তাহা হইলে সে সঙ্গীতে তাহার চিত্ত যেরূপ ভাবে বিমোহিত হয়, এরূপ আর কাহার হইতে পারে না। সঙ্গীত ভাব সংযুক্ত হইলে মন সদাই উদাস হইয়া থাকে, এভাবের সঙ্গীত এখন অনেক আছে একদা গভীর রজনী। ধীরে ধীরে শান্ত মলয়ানিল গবাক্ষ রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া শরীর শীতল করিতেছে। তন্দ্রাভিভূত নেত্রে শয্যায় শুইয়া আছি। এমন সময়ে মধুর নিক্কনে সুদূর বনান্তর হইতে একটী গীত আসিয়া কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল:—

আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই তুমি
তাই গো।
তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ
নাই কিছু নাই গো।
তুমি দুঃখ যদি নাহি পাও
যাও সুখিরি সন্ধানে যাও
আমি তোমাকে পেয়েছি হৃদয় মাঝে আর
কিছু নাহি চাই গো।
আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন
তোমাতে করিব বাস
দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী দীর্ঘ বরষ মাস
যদি আর নাহি ভালবাস
যদি আর ফিরে নাহি এস।

তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও আমি
যত দুঃখ পাই গো।

কি মধুর। কি শান্তি-প্রদ। পরিতৃপ্ত হৃদয়ে আত্মহারা হইয়া পুনরায় শ্রবণ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম:—"আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই, তুমি তাই গো" হৃদয়েশ প্রিয়তম চিরকাল তোমায় অবহেলা করিয়াছি। জীবনে একদিনের জন্ম তোমার ভালবাসার মুর্ত্তিখানি না ভাবিয়া এ হৃদয় হইতে কত অন্তরে ফেলিয়া দিয়া ছিলাম। কতদিন, কত মাস, কত বর্ষ অতীত হইয়াছে, বাসনা জড়িত, মনে এতকাল কত আনন্দ দান করিয়াছ, কিন্তু হৃদয়ে কিছুমাত্র তৃপ্তি ভোগ করিতে পারি নাই। অন্তর হইতে তুমি দেখিয়াছ। আমি দেখি নাই। আমায় জন্ম কত কাঁদিয়াছ, আমি কাঁদি নাই। আমায় কত ভাল বাসিয়াছ, আমি বাসি নাই। যাহা চাহিয়াছি তাহাই দিয়াছ। আমি পাইয়াও তোমায় মনে করিতে পারি নাই। এত প্রেম, এত ভালবাসা, এত যত্ন সকলি ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু কৈ নাথ তুমি তো ভুল নাই। অবিরত অনাবিল প্রেম-ধারায় সিক্ত হইতেছি, কৈ প্রেমের প্রতিদান তো করিতে পারিলাম না। হৃদয় জলিয়া যাইতেছে। তোমার দিকে প্রাণ ছুটিতে চাহিতেছে কিন্তু অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। কি করিয়া তোমায় সন্তুষ্ট করিব। কত অপরাধী হইয়া ভারাক্রান্ত জীবন বহন করিতেছি, বুঝি তোমার ভালবাসা হইতে চ্যুত হইতেছি। এতকাল ভাবি নাই, এতকাল দেখি নাই, এতকাল কাঁদি নাই, আজ সব আসিয়াছে। প্রেমময় ফিরিয়া চাও, এতদিনে বুঝিয়াছি তুমি আমায় [illegible]। তোমায় হৃদয়ে রাখিতে পারি নাই, তাই আজ এতদুঃখ; তুমি আমার হৃদয়ে কত আদরের তাহা. আমি বলিতে পারি না। আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই. তুমি তাই গো। তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো হৃদয়সর্ব্বস্ব! আমার তোমা ভিন্ন আর কে আছে। তুমি আমার হারান মাণিক, আমি তোমায় লইয়াই থাকিব। এ জগতে আমার আর কেহই নাই। এই অনিত্য অসার অবনী মাঝে আমি আমার "আপন' বলিয়া আর কাহাকে ডাকিব। যেদিকে চাহিতেছি সেই দিকেই অন্ধকার। তুমি ব্যতীত আমার আর কেহই নাই।

তুমি দুঃখ যদি নাহি পাও
যাও সুখেরি সন্ধানে যাও
আমি তোমাকে পেয়েছি হৃদয় মাঝে
আর কিছু নাহি চাই গো॥

আর কতদিন এরূপভাবে রাখিবে, তোমার দেখা কি আর পাইব না। দূর হইতে তুমি আমায় সর্ব্ব সুখী করিতে চাও। ওরূপ সুখ চাহি না। আমার উহাতে বড় দুঃখ হয়। প্রাণে বড় কষ্ট পাই। তাই দেব! তোমায় অভিমানে বলি—তুমি দুঃখ না পাইয়া সুখের জন্ম চলিয়া যাও। আমি তোমায় আমার জন্ম আর দুঃখ দিতে ইচ্ছা করি না। চিরকাল আমার জন্ম কি না করিয়াছ। কত দুঃখ সহিয়াছ, আর দুঃখ দিতে চাহি না। তুমি এইবার নিজের সুখ পাইবার জন্ম ধাবিত হও। যাহা চাহিয়াছি, তাহাই প্রফুল্লমুখে দিয়া প্রফুল্লিত

করিয়াছ। সংসারে অসীম স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা পাইয়া কত সুখে কাল কাটাইয়াছিলাম। এখন আর কিছু চাহি না। এখন তোমায় হৃদয়ে পাইয়াছি। অতুল আনন্দে থাকিব। তুমি তো আসিবে না, তুমি তো গৃহে রহিবে না। এতকাল আসিলে না, এতকাল রহিল না, আর কবে আসিবে, কবে রহিবে, কবে দেখিবে। আর কতকাল আশায় থাকিব। তুমি যাও যাহাতে সুখী হও তাহাই কর।

আমি তোমার বিরহে রহিব বিলীন
তোমাতে করিব বাস।

দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষ মাস।

চির আরাধ্য। চির বাঞ্ছনীয়। প্রেমময়। আমি তোমার আশায় জীবন কাটাইব, তোমাকে চাহি না। তোমার যাহা অভিরুচি তাহাই কর। আমি তোমার বিরহে অহর্নিশি দীর্ঘ অতি দীর্ঘ. যাহা আর বলিতে পারি না, সেই সুদীর্ঘ দিবসরজনী, মাস, বৎসর মিশিয়া থাকিব। সবই থাকিবে, আমি শুধু লীন হইয়া তোমাতে বাস করিব, আমার সকল দুঃখ, সকল যন্ত্রণা এককালে তিরোহিত হইবে। আমি তোমায় মনে প্রাণে ভাল বাসিব; আর তুমি না বাসিয়া কিরূপে থাকিবে? তুমি কি এতই স্বার্থপর-না না তাহা নহে।

নিয়ত নীরবে নীলনভোস্থল হইতে তোমার অলক্ষিত ভালবাসা যে আমার উপর পড়িতেছে। আমি অবিরত তাহাতে সিক্ত হইতেছি। প্রাণারাম। তুমি যদি ভাল না বাস, তাহাতে আমার দুঃখ নাই। তুমি যদি আমায় ত্যাগ কর তাহাতেও আমি দুঃখিত নই। যদি তোমার হৃদয়ে আমার স্থান না দাও যদি তোমার করুন দৃষ্টি আমার উপর না পড়ে, তাহাতে আমার অভিমান ব্যতীত আর কিছুই হইবে না। কখনও তোমায় নয়ন ভরিয়া দেখিতে পাইলাম না। এ বিশ্বজগতে কেহ কখনও দেখিল না। আমি দুঃখে কাঁদি, তোমায় মনে করি। কাতরে হৃদয়ের কত বেদনা তোমায় বুঝাইয়া দিয়া শান্ত হই। তখন তোমার অযাচিত করুণা, তোমার প্রাণারাম মনোহারিণী মূর্ত্তি আসিয়া আমার হৃদয়ের কপাট উন্মোচন করতঃ আমার তুমি, আমার প্রাণেশ্বর আসিয়া মানস সিংহাসন অধিকার কর। তাহা হইলে আমি তোমায় পাইয়া চিরসুখী, তাই বলি হৃদয় দেবতা, বাহিরে তোমার দেখা না পাই তুমি তোমার অভীষ্ট স্থানে যাও, তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও, আমার দুঃখ ভাল-আমি পৃথিবীর যত দুঃখ অবাধে সহ্য করিব। যদি হৃদয় মন্দিরে তোমায় পাই তাহা হইলে আর কিছুই চাই না। অন্তর্জগত প্রতিমুহূর্ত্তে যেমন ওঁকার নাদে নিনাদিত হইয়া সতত প্রেমভরে টলমল করিতেছে। আমিও অন্তরে বাহিরে যেন প্রতি মুহূর্ত্তে এই নাদ-সঙ্গীতে বিভোর হইয়া থাকি। হে সঙ্গীত! আজ তোমার মনমোহন স্বরে আমার হৃদয়ের সকল জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হইল, আমি তন্ময়ত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইলাম।

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীপঞ্চমী উৎসব।

বাণী বিদ্যাদায়িনীং নমামি তাং।

আজি শ্রীপঞ্চমীর শুভ বাণীর সমাগত আজ ভারতের অনাদ্যা বিদ্যা ভগবতী ভারতীর মহাপূজা। যুগে যুগে, বর্ষে বর্ষে সরস্বতী দেবীর এইরূপেই পূজা হইয়া আসিতেছে। বঙ্গের গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে আজ বালক বালিকার আনন্দ কোলাহল পরিশ্রুত হইতেছে। প্রাতঃকাল হইতে বালকগণ দলে দলে নবশীর্ষ আম্রমুকুল ও ফুল দূর্ব্বা সংগ্রহের জন্য পল্লীতে পল্লীতে পরিভ্রমণ করিতেছে। অধ্যাপক ব্রাহ্মণের চতুষ্পাঠী আজ ভগবতী বীণা পুস্তক ধারিনী সরস্বতী মাতার আবির্ভাবে পবিত্রা, যাহার ক্ষমতা আছে-তিনি সরস্বতী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া আজ মায়ের পূজা করিবেন, আর যাঁহার প্রতিমা নির্ম্মাণের ক্ষমতা নাই, তিনি পুস্তক, মস্যাধার, লেখনী প্রভৃতির পূজা করিয়াই আনন্দ লাভ করিবেন। জ্ঞানের বিকাশের সহিত হৃদয়ের অন্ধকার, কুসংস্কার সমূহ নষ্ট হয়। সেইজন্য জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শুক্লবর্ণা, বীণাপুস্তক ধারিণী, কোটীপূর্ণেন্দুশোভাশালিনী, রত্নাভরণভূষিতা। একমাত্র পূর্ণ চন্দ্রের বিমল প্রভায় পৃথিবী স্নিগ্ধ ও আলোকিত হয় সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে অন্ধকার তিরোহিত হয় না, আর যে ভাগ্যবানের হৃদয় মন্দিরে এই কোটী পূর্ণেন্দুশোভাশালিনী জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রভায় আলোকিত হয়, তাঁহার হৃদয় কন্দরে কি কখন অন্ধকার থাকিতে পারে?

বিগত ২রা ফাল্গুন সোমবার শ্রীপঞ্চমী দিবসে ভারতের অনাদ্যা বিদ্যা ভগবতী, ভারতীর মহাপূজা হইয়া গিয়াছে। এস মা শ্রী, মেধা চিন্ময়ী-রূপিনী এস, তুমি তোমার স্নেহাঞ্চল বিস্তীর্ণ করিয়া আমাদের আশ্রয় দেও। তোমার যে প্রভাবে বেদের মহাবাক্য সকল উদ্বোধিত হইয়াছিল, তোমার যে প্রভাবে দেবর্ষি নারদের বীণায় সপ্তস্বরার আবির্ভাব হইয়াছিল, বিশ্বম্ভরের ডমরুতে বর্ণমালার উদ্ভব হইয়াছিল, তোমার যে প্রভাবে লবকুশের মুখে রামায়ণ গীত বাহির হইয়াছিল—মা সেই বুদ্ধি, সেই চিত্ত, সেই মেধা আমাদের দাও, দাও মা আমাদের বালক বালিকাগণকে তপঃসিদ্ধ তেজোপ্রভাব-দাও আমাদের বালকগণকে মেধাবুদ্ধি, বালিকাগণকে পরিচর্য্যাসামর্থ-দাও আমাদের উদারতা সত্যপ্রিয়তা কর্ম্মশক্তি, ত্যাগ, বুদ্ধি, স্বধর্ম্ম ভক্তি আর বিনয় বিনম্রভাব। আমরা অজ্ঞান তাই প্রকৃত বিদ্যার সাধনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবিদ্যার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, জ্ঞানকরী বিদ্যার পরিবর্ত্তে অর্থকারী বিদ্যার আলোচনা করিতেছি, বিদ্যা শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া দিগভ্রান্ত পথিকের ন্যায় ইতঃস্তত বিচরণ করিতেছি, তাই সাধনার পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না।

অর্থোপার্জ্জনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জ্ঞানোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইতেছি বলিয়া আমাদের জ্ঞান লাভ হইতেছে না, অর্থলাভও হইতেছে না। যে দেবতার তপস্যা করিতেছি, কায়মনো-

বাক্যে তাঁহার সেবা না করিয়া, তাঁহার সপত্নী সেবায় প্রবৃত্ত হইবার অভিলাষ করাতে ইতো-ভ্রষ্ট ও ততোভ্রষ্ট হইতেছি। আমরা বিদ্যালয়ে গমন করি বিদ্যালাভের জন্য, পুত্র সন্তানদিগকে বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে বলি, তাহাদের বিবাহে অর্থ প্রাপ্তির আশায় ও তাহাদের দাসত্বের দ্বার অর্গলমুক্ত করিবার নিমিত্ত। কিন্তু মহাকালী পাঠশালাটি স্থাপন করিয়া স্বর্গীয়া মহারাণী মাতাজী তপাস্বনী প্রকৃত পক্ষেই দেশের মঙ্গল বিধান করিয়াছেন এবং সেইজন্য স্ত্রী শিক্ষার নিমিত্ত বঙ্গদেশে তিনি চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন। মা সরস্বতীর অপর একটি নাম ভাষা, আমরা সরস্বতী দেবীর পূজা করিব সত্য কিন্তু ভাষা শিক্ষা করাই যে সরস্বতীর আরাধনা, সে কথা বিস্মৃত হই। বাল্যকাল হইতে স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষায় অবহেলা করি, বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করি না, তাই পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজনকেও পত্র লিখিবার সময়ে জাতীয় ভাষা বাঙ্গালার পরি-বর্ত্তে বৈদেশিক ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করি, বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত কথোপকথন কালেও বৈদেশিক ভাষার সাহায্য ব্যতীত মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারি না। ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে?

যিনি দেবতার সাধনায় প্রবৃত্ত, আবার যে সে দেবতা নহে, সাক্ষাৎ জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর সাধনায় প্রবৃত্ত, তাঁহার আবার ভয় কোথায়? কিন্তু আমরা প্রকৃত পক্ষে দেবী জ্ঞানদার সেবা করি না বলিয়াই আমাদিগকে পরের মুখাপেক্ষী হইয়া, বিশ্ব বিদ্যালয়ের শত সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়।

আমরা তপস্যা ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি বলিয়াই আমাদের এই অধঃপতিত বঙ্গভূমির যে রত্নটি কাল সাগরের অতল জলে হারাইয়া যাইতেছে, সেইরূপ আর একটী রত্নও পাইতেছি না। জননী বাগীশ্বরীর বরপুত্র বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস ভবভূতির কথা ছাড়িয়া দাও, বঙ্গদেশের গৌরব স্বরূপ সেই রঘুনন্দন, কৃষ্ণনাথ, বাসুদেবকে আজ বঙ্গের কোন্ গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়? আমরা এমনই হতভাগ্য যে, আমাদের মধ্য হইতে যেমনটী যাইতেছে তেমনটি আর আসিতেছে না। মহাকবি মধুসূদনের শূন্য সিংহাসনে উপবেশন করিতে পারেন, মা সরস্বতীর এরূপ সেবক আজ বঙ্গ দেশে কে আছে? বঙ্কিম চন্দ্রের পরিত্যক্ত সিংহাসন অধিকার করিতে পারেন, বঙ্গদেশে এরূপ ভাগ্যবান কে জন্মিয়াছে? আমরা বৃথা, শক্তি সময় ও অর্থ ব্যয় করিয়া সরস্বতীর পূজা করিতেছি সত্য কিন্তু পূজায় তন্ময় হইতে পারি-তেছি না বলিয়া আমাদের সমস্তই বিফল হইতেছে।

হে কমলদল বিহারিণি, শ্বেত মরালবাহিনি, বীণা পুস্তক ধারিণি বিদ্যাদায়িনী দেবি! আজ তোমার আগমন প্রতীক্ষার সহকার শাখার চ্যুত মুকুল মুঞ্জরিত হইয়াছে, যবশীর্ষে শস্য দেখা দিয়াছে, শরবনে লেখনী প্রস্তুত হইয়াছে, আর স্বচ্ছগগন আমাকে সাধনে তোমার স্তুতিগাথা ফুটাইবার জন্য, আবার

হীরকমালা চারিদিকে ছড়াইয়াছে। ঐ বিয়ের মালা গুণ গুণ গুঞ্জনে তোমার আবাহন করিতেছে, ঐ কোকিলকণ্ঠ পঞ্চম স্বরে তোমার স্তুতিগীতি করিতেছে, ঐ পাপিয়া তোমার শুভ্র রূপ প্রভা দর্শনে "চোখ গেল, চোখ গেল", বলিয়া তোমার জয় গান করিতেছে। আজ দেশের সকল সাধু বালকগণ এবং সুকোমলমতী পবিত্র চেতা বালিকাগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুথিকা মুখের ন্যায় হৃদয় দ্বার খুলিয়া তোমার ভাব গ্রহণের আশায় দাড়াইয়া আছে।

এস মা, কাতর প্রাণে তোমায় ডাকিতেছে। তুমি আজ এই শুভ শ্রীপঞ্চমীতে আমাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া আমাদের হৃদয়ে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিমল প্রভা বিকীর্ণ কর। তোমার আশীর্ব্বাদে আমরা তোমাহারা হই নাই, সরস্বতী প্রবাহ অন্তঃসলিলা হইলেও নিত্য বিদ্যমান, প্রয়াগ সঙ্গমে গঙ্গা যমুনার পার্শ্বে ভক্তের দৃষ্টিতে পরিস্ফুট। তুমি না থাকিলে কি আমাদের কুমারীগণ এরূপভাবে শিক্ষিতা হয়, তুমি না থাকিলে কি আজ এমন দিব্য ভাবের বিকাশ সম্ভব হয়, তুমি না থাকিলে কি এই ধ্যান, সামর্থ্য বিকাশ পায়, আছ মা নিশ্চয়ই তুমি ভিতরে বাহিরে বিদ্যমান আছ। আমাদের করযোড়ে প্রার্থনা তুমি ব্যক্ত হও, স্বয়ংপ্রকাশ তুমি, আমাদের হৃদয় ফাটাইয়া বিশ্বরূপ বিকাশ কর। আমাদের সদা চঞ্চল চিত্তমধুকরকে তোমার পদারবিন্দে অবিচলিত করিয়া রাখ। জননী তোমার কৃপাকণা লাভে এক কালে বঙ্গদেশের গৌরব দেশ দেশান্তরে কীর্ত্তিত হইয়াছিল, মিথিলা নবদ্বীপ, বিক্রমপুর, ভট্টপল্লীর বিজয় গান লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে পরিশ্রুত হইয়াছিল-আজ সেই কৃপাবারি বিতরণ কর।

আমরা যেন তোমার অনুগ্রহ লাভে চরিতার্থ হইয়া, তোমার গুণ গানে বিভোর হইয়া আবার তোমার পূজা করিতে পারি। আবার যেন পূর্ব্বের ন্যায় তন্ময় হইয়া বলিতে পারি "বীণা পুস্তক রঞ্জিত হস্তে ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে।"

শ্রীউপেন্দ্র মোহন চৌধুরী কবিভূষণ।

দেখার আশা।

—:০:—

১

নয়নে নয়ন রেখে প্রতিক্ষণ
দেখার আশার সাধ তবুও মিটে না হায়!
বল্ তবে বল্ দুই চারি পল
দেখে ও বিজলী প্রভা কি ফল ফলিবে তায়!

২

পেতে যে রতন এত আকিঞ্চন
ভুলিয়ে সকল কাজ জীবন করেছি ছাই,
জনমের ভুল, মরণের ফুল
আর কতদূর আজো মনে মনে গণি তাই।

৩

তাই ভালবাসি কত দেখে আসি
স্বর্গের সে ছবি খানি তবু কেন ভুলে যাই।
আবার তখন করিয়ে যতন
সে মুরতি বারবার হৃদয়ে আঁকিতেই চাই

যা মিলল যদি তবে কেন কাঁদি
হতাশ হৃদয়ে সাধ দ্বিগুণ বাড়াই পুনঃ
এত ভালবাসা না মিটিল আশা
তবে ভাল বেসে বেসে আত্ম হারা হই কেন ?

৫

(হৃদে). আঁকিয়া রাখিতে লয় সদা চিত্তে
কিন্তু সে মূরতি যেন আঁকিলে মুছিয়া যায়
এই কিরে বিধি নিদারুণ বিধি
প্রেমের প্রীতির জনে একে রাখা একি দায়।

৬

(কিম্বা) কোমল হৃদয় তাই কি এ হয়
আঁকিলে আবার পুনঃ মুছিয়া কি যায় তায় ?
তবে এ পরাণ হউক পাষাণ
আঁকিব যতন করে নয়নে হৃদয়ে গায়।

৭

চাব নারে আর কেঁদে বার বার
সে মুখের পানে সদা তাতে কি ফলিবে ফল
এত সাধ আশা এত ভালবাসা
সকল হইতে আজ উঠিলে যে হলাহল।

৮

থাক্ তবে থাক্ যায় প্রাণ যাক্
থাকি বহুদূর তোমার মধুর
অমৃত লহরী কথা শুনি সাধ পেতে কান,
অন্তর অন্তর রেখে নিরন্তর
সতৃষ্ণ নয়নে দেখে জুড়াক জীবন প্রাণ।

শ্রীগোপীনাথ বর্ম্মণ সিংহ।

জ্যোৎস্না।

—:০:—

সুন্দর স্বরগ ছাড়ি কেন ওলো সুষমাময়ী
নেমে এলি প্রকৃতির কোলে,
নৈশ নীলিমায় তব লাবণ্য লহরী যেন
শতদল সরসীতে খেলে।
নন্দনের সুরভিত মন্দার সুষমা মাখা
ধীর স্থির নবীন যৌবন—
স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময় হাসি, অলৌকিক রূপরাশি;
ধরা যবে করে আলিঙ্গন ;
আনন্দে উথলি উঠে প্রশান্ত সাগর নীর,
সোহাগে প্রকৃতি যায় গলে ;
মলয় দিগন্তে বহে আবেশে হয়ে অধীর,
শেফালিকা ঝরে ভূমিতলে।
পাপিয়া কোকিল ডাকে রম্য বিটপীর শাখে
বনভূমি হয় মুখরিত,
মুমূর্ষু ভুলিয়ে যায় সব বেদনার গান
মৃত প্রাণ হয় সঞ্জীবিত
সুনীল তটিনী বক্ষে, প্রমোদ নিকুঞ্জ বনে;
খেলে তব ললিত মাধুরী,
বাসরের পম্প সাজে মুক্ত বাতায়নে
বরিষণ করে শান্তি বারি।
এত প্রেম প্রাণ-ভরা, তব প্রেমে পূর্ণ ধরা,
এত প্রেম যে দিয়াছে তোরে ;
তাঁর চরণারবিন্দ, যেন মন মকরন্দ
প্রেমানন্দে লভিবারে পারে।

শ্রীমাখন লাল গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রকৃতির নৃত্য।

-:•:—

নাচ নাচ মা আমার ; তুমি সনাতনী আদি-ভূতা, সৃষ্টির দিনে যেমনটী করিয়া নাচিয়াছিলে, আজ কতদিনের পুরাতন বিশ্ব—আজও তেমনি করিয়া নাচিতেছ। অনন্ত কালই বুঝি তোমার এ নৃত্য চলিতেছে তাই বলি, মা আমার শূন্যরূপা সূর্য্যচন্দ্রলোচনান্বিতা, আকাশে, বাতাসে ভূধরে, সলিলে যেমন করিয়া চিরদিন নাচিয়া আসিতেছ—আজ তেমনি করিয়া নাচিতে নাচিতে আমার সম্মুখে দাঁড়াও, আমি বিভোর হইয়া তোমার নৃত্যে মগ্ন হইয়া যাই।

এই নৃত্য কেন? তুমি মহাকালী বিশ্ব-জননী, তোমার কি মা বালিকার মত উলঙ্গিনী হইয়া নৃত্য করা সাজে? প্রকৃতি গম্ভীরা শান্তিময়ী জননীর কি এ চাপল্য শোভা পায়? কিন্তু কে বলিবে মা, সূর্য্য উঠিলে কেন পদ্ম ফুটে—শীতের পর কেন বসন্ত আসে—নিদাঘতপ্ত বসুন্ধরা কেন বর্ষা সমাগমে শীতল হয়—কঠিন পর্ব্বত ভেদ করিয়া কেন সুমিষ্ট জল-প্রবাহ বহিতে থাকে? এ প্রকৃতির মধ্যে এত আবর্ত্তন বিবর্ত্তন কেন, তোমার নৃত্য কি তাহার ছায়া প্রদান করিতেছে না? প্রকৃতির কোথাও তো আবরণ নাই—ওই যে অনন্ত প্রসারী গগন, ঐ যে অভ্রংলিহ পর্ব্বত, ঐ যে সাগর-গামিনী নদী—কোথায় আবরণ আছে মা? যে দিকে চাহিয়া দেখি সেদিকেই যে প্রকৃতির নগ্ন শোভা মনকে আকুল করিয়া ফেলে; অমন সুন্দর গোলাপ যদি চির আবৃত থাকিত, অত সুন্দর পদ্ম যদি চিরমুকুলিত থাকিত, তাহা হইলে কি দেখিয়া মরম সার্থক করিতাম মা? প্রকৃতি নগ্না, তাই আকাশের দিকে চাহিয়া তারকা বেষ্টিত চন্দ্রমা দেখিলে আত্মহারা হই তাই নিশায়, রজত শুভ্র কৌমুদী-ধবলিত নদীতট দেখিলে প্রাণে স্বর্গীয় শান্তি আসে;—তাই পূর্ব্বগগণে ঊষার অরুণকান্তি দেখিয়া তোমারই প্রতিচ্ছায়া মনে করি। মা আমার তাই কি তুমি উলঙ্গিনী? সন্তানের উৎসুক নয়নকে মুগ্ধ করিবার জন্যই কি তুমি অঙ্গের আবরণ উন্মোচন করিয়াছ?

তুমি যে নিয়ম করিয়া দিয়াছ, কাহার সাধ্য সে নিয়ম ভঙ্গ করে? যখন যাহা প্রয়োজন যথা সময়ে তাহাই আসিতেছে—যাহার যাহা সাজে-সে তাহাই করিতেছে—একটী সামান্য তৃণবৃন্তও বিনাকারণে জগতে জন্মায় নাই, সকলের সেই নির্দ্দিষ্ট কাজ আছে, এক অদ্ভুত শৃঙ্খলায় জগত চলিতেছে। আজ বিজ্ঞানের এত উৎকর্ষ কিন্তু কৈ পনসবৃক্ষে কেহ তো রসাল ফলাইতে পারিল না—অমানিশায় কেহ তো পৌর্ণমাসীর ধবল হাসি দেখাইতে পারিল না; যে সময়ে যাহা হইবার তাহাই হইতেছে, বিশ্ব-জগত তোমার আজ্ঞায় চলিতেছে, কাল তোমার আজ্ঞা পালন করিতেছে মাত্র, সেই জন্যই তো মা তুমি কালকে পদানত করিয়া তাহার বক্ষে দাঁড়াইয়া আছ।

নাচ নাচ সুরবন্দিনী, বিশ্ববিমোহিনী নাচ; তুমি সর্ব্বমঙ্গলা, যদি না মানবকে সকল অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিবে, তবে কে করিবে মঙ্গলময়ি বিদ্যুৎ বহ্নিতে তোমার অসির চমক, বজ্রনি-

ন্যাহে তোমার হুঙ্কার, ভূকম্পনে তোমার তাণ্ডব নৃত্য ' সূচনা করে। কোথাও আগ্নেয় পর্ব্বতে অগ্ন্যুৎপাত, কোথায়ও প্রস্তর স্খলন, কোথাও ভূকম্পনে নগর ধ্বংশ, তোমারই ' দানবদলনী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। একদিকে দানবদলনী অসিমুণ্ড ধরা, অন্যদিকে বরাভয়প্রদা, বর্ষার বৃষ্টিতে, গ্রীষ্মে সূর্য্য কিরণে শিশিরে শৈত্যে তোমার করুণা রাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এদিকে প্রস্তর স্খলন, ওদিকে মৃত্তিকার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি, এদিকে সমুদ্র শোষণ, ওদিকে বৃষ্টিপতন। প্রলয় হইতেই সৃষ্টির উৎপত্তি তাই তুমি একদিকে প্রলয়ঙ্করী, আবার অন্যদিকে বরাভয় প্রদা।

নাচ নাচ শবশবসুন্দরি। তোমার অগুল্ফ লম্বিত কেশরাশি ছাড়াইয়া পড়ুক নাচ নাচ নব নীরদ কান্তি ধারিনী শ্যামা নাচ, তোমার শ্যামা সৌন্দর্য্যে ভুবন ভরিয়া যাক, আমরা যুক্তকরে মুগ্ধ নয়নে তোমার শ্যাম কান্তি দেখি, আকাশে কাননে, ভূধরে সাগরে যেদিকে দৃষ্টিপাত করি-সেদিকেই যে তোমার শ্যাম বর্ণ ছাইয়া ফেলিয়াছে—যাহা কিছু অসীম ও সুন্দর তাহাই সে শ্যামা।

মা আনন্দময়ী শবশিবারুঢ়া আপনার নৃত্যে আপনি আপন-হারা হইয়া জ্ঞানময় শিবের বুকে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতেছ, যেখানে জ্ঞান সেখানেই আনন্দ. জ্ঞান হইলেই হৃদয়ে আনন্দের আর্ভিভাব হয়, তাই কি মা আনন্দময়ী! তুমি জ্ঞানময় শিবের হৃদয়ে নৃত্য করিতেছ? আমরা কতদিনে তোমার ঐ মরণ বারণ চরণ তলে আত্ম সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইব মা। অজ্ঞাননাশিনী, অন্তিমে অধমে অভয় পদে স্থান দিতে কার্পণ্য কর না, আমরা যেন সমস্ত ভুলিয়া ঐ শ্রীপদই জীবনের সার সম্বল করিতে পারি।

শ্রীনফর চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নাম—মাহাত্ম্য।

ভবের এই মহা প্রান্তরে আমরা পথহারা পথিক। একটি মহান উদ্দেশ্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিয়াছি, গন্তব্য পথে যাইবার জন্য আমরা উৎসুক কিন্তু এখানকার নানা বিভীষিকায় আমরা এরূপ দিশাহারা হইয়াছি যে সুপথে যাইবার জন্য চিত্ত অস্থির হইলেও আমরা ক্রমশঃ কুপথে যাইয়া পড়িতেছি। অন্ধ যেমন পথে বাহির হইয়া কোন দিকে যাইতে হইবে, তাহা ঠিক করিতে পারে না, মায়ান্ধ আমরা ও তদ্রূপ এই ভবঘোরে কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, কোন দিকে যাইতে হইবে, কোন দিকে যাইলে সুপথ পাইব—তাহা জানি না, তাহা বুঝি না। এ দিশাহারা, পথভ্রান্ত পথিককে আপনাপনি সুপথে লইয়া যাইতে পারে, এমন একটি অবলম্বন চাই। বিনা অবলম্বনে জগতে ত কোন কার্য্যই হইতে পারে না।

এ ধরামাঝে এমন কোন একটী পদার্থ আমাদের অবলম্বন করা উচিত, যাহা—আমরা অন্ধ হই, আমাদের চক্ষু দান করিবে, আমরা পঙ্গু হই, আমাদের গতি শক্তি দান করিবে, আমরা রোগী হই, আমাদের আরোগ্য দান করিবে, বিষয়ানুরাগী হই, আমাদের বৈরাগ্য দান করিবে, অভাগা হই, আমাদের সৌভাগ্য দান করিবে, পাপী হই আমাদিগকে পুণ্যবান করিয়া আমাদের চির বিশ্রাম-ভবনের দিকে লইয়া যাইতে সক্ষম হইবে। যে বস্তু ক্লান্তি কালে শান্তিদান করিতে সক্ষম, ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় জল, আমরা দুর্ব্বল কলির জীব, আমাদের এইরূপ বস্তুই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু জগতে এমন বস্তু কি আছে? জগদ্গুরু মহেশ্বর বলিয়াছেন—সে বস্তু জগতে একমাত্র আমার প্রাণের প্রাণ, প্রেম পারাবার, পতিত পাবন, পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের নাম। দিশাহারাকে দিব্য দৃষ্টি, শক্তিহীনকে অসীম শক্তি প্রদান করিতে এমন ক্ষমতা আর কাহার নাই। তাহার প্রমাণ

বিল্বমঙ্গল যখন বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে "হাকৃষ্ণ হাকৃষ্ণ" করিয়া কাঁদিয়াছিল—তখন তাহাকে কে শান্তিদান করিয়াছিল-একমাত্র শ্রীহরির নাম। তিনি ধ্যানে তাঁহার দর্শন পান নাই, কৃচ্ছ্র সাধ্য সাধনায় তাঁহাকে পাইতে সক্ষম হন নাই। কেবল ভক্তিভরে প্রাণের কবাট খুলিয়া ডাকিবামাত্র সেই পরম পুরুষের দর্শন পাইয়াছিলেন। চলচ্ছক্তিহীন পঙ্গুও এই নামের গুণে চলচ্ছক্তি প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত ধামে গমন করিতে পারে। পক্ষীরাজ সম্পাত পক্ষহীন হইয়া দিগম্বর মৃত প্রায় হইলে, নাম শ্রবণে [illegible] ম গমন করিয়াছিল।

[illegible] রোগে ঔষধ সেবনে আরোগ্য [illegible] লাভ করি, কিন্তু যখন ভবরোগে আমরা [illegible] আরম্ভ করিব, যখন এই জরা মরণ-সঙ্কুল দেহ যম কিঙ্করের তাড়নায় অস্থির হইবে, সে দুর্বিসহ ভীষণ যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ভগবন্নামোচ্চারণ ব্যতীত আর কি ঔষধ আছে? কলিকালে নামের মাহাত্ম্যই প্রবল, কঠিনকে কোমল করিতে, মলিনকে নির্ম্মল করিতে এবং চোরকে সাধু করিতে হরিনামের তুল্য ক্ষমতা আর কাহার নাই। যে নাম একদিন পঞ্চাননের শ্রীমুখ নিঃসৃত হইয়া গোলকে গোবিন্দের পদে গঙ্গার আবির্ভাব করিয়াছিল, যে নাম একদিন নারদের মুখ-বিনিঃসৃত হইয়া চোর রত্নাকরকে সাধু করিয়াছিল, এই কলিযুগে সেই জগতন্ত্রাতা নামই আমাদের একমাত্র উপায় ও অবলম্বন। এই প্রাকৃতিক জগতে বস্তু অপেক্ষা তাহার নামই বেশী আদরনীয়, কারণ বস্তু লাভ করিবার উপায়ই তাহার নাম; এইজন্য বস্তু অপেক্ষা তাহার নামের নিত্যতা আমরা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারি। এই পৃথিবীতে কত বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে, আবার লয় হইয়াছে, সকল গুলিই যে আমরা দর্শন করিয়াছি—তাহা নহে। বস্তু লয় হইয়াছে, তাহার নাম আছে—ইহা কখন লয় হয় না। এজগতে নামের নিত্যতা আছে বলিয়াইত পরমভক্ত প্রহ্লাদ, ধ্রুব এখনও আমাদের নিকট মহাভক্ত বলিয়া চির জাগরূক রহিয়াছেন। এইজন্য বলি এসংসারে নামই পরম সম্বল, জীবনের একমাত্র অবলম্বন। তোমাকে তপস্যা করিতে হইবে না, সাধনার উৎকট নিয়মে দেহ ক্লিষ্ট করিতে হইবে না, দয়াময়ের নাম ভক্তিভরে রসনায় রটনা কর, মনে প্রাণে ঐক্য করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে শিক্ষা কর, দেখিবে ব্রহ্ম কটাহ ভেদ করিয়া তোমার সেই আহ্বান ভগবানের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবে, দয়াময় সেই কাঙ্গালের ঠাকুর, পতিত জনের একমাত্র গতি, সেই পতিত পাবনহরি তোমাকে পদাশ্রয়ে আশ্রয় দান করিয়া কৃতার্থ করিবেন। শাস্ত্র বলিয়াছেনঃ—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্,
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

নাম সংকীর্ত্তনে চিত্ত-দর্পণ পরিমার্জ্জিত হয়। চিত্তের সমস্ত মলিনতা বিদূরিত করিয়া তাহার নির্ম্মলতা সম্পাদন করিতে নামের তুল্য কর্ম্মীতা স্বয়ং প্রভুর নাই। যে বিষয় বাসনা আমাদিগকে দাবাগ্নির ন্যায় নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে, নাম মাহাত্ম্যে সেই বিষয়-বাসনা চির নির্ব্বাপিত হইয়া

যাইবে, চন্দ্রের উদয়ে যেমন কুমুদ প্রস্ফুটিত হয় শ্রীকৃষ্টচন্দ্রের উদয়ে তদ্রূপ তোমার হৃদয় কুমুদ প্রস্ফুটিত হইয়া, তোমার অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

বন্ধু বান্ধব একত্র হইয়া সাত্বিক ভাবে প্রতিদিন সংকীর্ত্তণ করার ন্যায় আনন্দ আর নাই। নামের গুণে সত্যই আনন্দ সাগর উথলিয়া উঠে, প্রাণে শান্তি পাওয়া যায়, বিষয় বাসনা অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য তিরোহিত হয়। ক্রমাগত নাম কীর্ত্তণ করিলে অবশ্যই মানুষ পরম পদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে পড়িয়াছি- "কলিযুগে যেই নাম সেই কৃষ্ট, ভজনিষ্টা করি। নামের সহিতে আছেন আপনি শ্রীহরি।" লোকের মলিনত্ব নাশ করিতে একমাত্র উপায় যেমন অগ্নি, কমল প্রস্ফুটিত করিতে যেমন দিবাকর সক্ষম, এ জগতকে সুধাদানে শীতল করিতে যেমন একমাত্র সুধাকর, সেইরূপ কলি কলুষিত জীবকে উদ্ধার করিতে একমাত্র হরিনামই মহামন্ত্র। মহাপাপী জগাই মাধাই এই নামের বলেই উদ্ধার লাভ করিয়াছিল। পঞ্চপাণ্ডবেরা বিপদে পতিত হইয়া আপনাপন পরাক্রম সত্বেও সেই করুণাময়ের নামাশ্রয় করিয়া বিশ্বজয়ী হইয়াছিলেন। নামের বলই মহাবল। দ্রৌপদী বস্ত্রহরণ কালে কুরুসভায় ইন্দ্রতুল্য পঞ্চস্বামী বর্ত্তমান থাকিতে শ্রীকৃষ্টের নামাশ্রয় করিয়াছিলেন কেন? সশিষ্য দুর্ব্বাসা পাণ্ডবদের অতিথি হইলে কাম্যবনে পাণ্ডবকামিনী কৃষ্ণা কাতর প্রাণে শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া ছিলেন কেন? স্ফূর্ত্তির ভগবান আপনার নামে আপনি বিভোর হইয়া, দ্রৌপদীর দগ্ধ হৃদয়ে শান্তিসুধা সিঞ্চন করিবার জন্য সেই গভীর নিশীথে রুক্মিণীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গহন কানন মধ্যে আসিয়া তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাই বলি ভাই! ভবনে, কাননে সকল স্থানে, সর্ব্বময় ভগবানের নাম লইয়া দুর্লভ মানব জীবনের সার্থকতা সম্পাদন কর।

নভোমণ্ডলে নবীন-নীরদ মালে- চপলা চমকিত হইলে, তাহা দর্শন করিয়া চাতকচিত্তে কি ভয়ের সঞ্চার হয়? হয় না কেন? মেঘের সহিত যে তাহার প্রীতির বন্ধন আছে, তাহার উপর চাতকের যে বিশ্বাস ও নির্ভর দৃঢ়তর। সে জানে মেঘ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বারি-বর্ষণ করিলেই তাহার পিপাসার শান্তি হইবে। কেবল বিশ্বাস বলেই চাতককুল অশনি-নিনাদ শ্রবণে ভীত হয় না এবং হতাশ হইয়া মেঘ ব্যতীত অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করে না। তাহারা সরোবরের কাছে যায় না। নদীর কাছে, এমন কি অগাধ জলধী সমুদ্রের নিকটও জল চায় না, কেবল তাহাদের একমাত্র দৃষ্টি যেমন মেঘের প্রতি স্থির-নিবদ্ধ, পিপাসিত চাতকের ন্যায় আমাদেরও সেইরূপ নাম মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করিয়া তাহার প্রতি চিত্ত স্থির-নিবদ্ধ করিয়া করুণাময়ের করুণাবারি ভিক্ষা করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই বারিদবরণ করুণাবারি বর্ষণ করিয়া আমাদের চিত্তচাতিকের পিপাসার শান্তি করিবেন।

সম্পাদক।

বসন্ত আগমনে।

—:০:—

(১)

আজি পুনঃ মধু-সাজে সেজেছে প্রকৃতি।
বিকাশিছে দশদিকে সুমধুর ভাতি॥
দারুণ হিমেতে সতী,
আছিল ব্যথিত অতি,
বসন্তের আগমনে সব দুঃখ গিযাছে।
অপার আনন্দে ধরা হের ওই ভাসিছে॥

(২)

সেজেছে রসাল হের নবকিশলয়ে।
ভীষণ শীতের ক্লেশ গিয়াছে ভুলিয়ে॥
সহকারে লয়ে কোলে,
আবেশে পড়িছে ঢলে,
সুরভি মুকুল-পুঞ্জ পরিমল দানে।
ভুলায় সবার মন অতি সযতনে॥

(৩)

লতা গুল্ম আদি যত চারু সাজে সেজেছে॥
মধুর মলয় বায় ধীরে ধীরে বহিছে॥
ফুটেছে প্রসুন কলি,
ভ্রমর চুমিছে ঢলি,
মকরন্দ লোভে অলি হেরে ওই এসেছে।
মধুর সুবাস হের চৌদিকেতে ছুটিছে॥

(৪)

গাহিতেছে পিকবর কুহু কুহু স্বরে।
আলো করা কালোরূপে জন-মন-হরে॥
শুনিয়া ও মধুতান,
বিগলিত মনপ্রাণ,
ত্রিদিব-সম্ভব রব শ্রবণে নিনাদে।
শুনিয়া সে তান বল কেবা মন বাঁধে॥

(৫)

গাহিতেছে পিকবর ললিত সুতানে।
বিরহী জনেরে বুঝি বধিতে পরাণে॥
ওই কুহুস্বর শুনে,
তটিনী আনন্দ মনে,
বিথারিয়া উর্ম্মিমালা সাগরের পানে।
কুল কুল কুল স্বরে ছুটিছে সঘনে॥

(৬)

তব কল কণ্ঠস্বরে চকিত ভুবন।
ধরনী চঞ্চল হ'ল এমনি মোহন॥
কিন্তু হায় বঙ্গ মাঝে,
কেহ পাখী নাহি বুঝে,
আবেশে ঘুমের ঘোরে সবে অচেতন॥
কে বুঝিবে তব ভাষা ওহে বিচক্ষণ॥

(৭)

নাহি হেন কোন প্রাণী বঙ্গে আজি হায়।
তোমার মধুর ভাষা বুঝাইয়া দেয়॥
তব সুরে ধরি তান,
তৃপ্ত করে মন প্রাণ,
তুষার হিমাদ্রি ভেদি উচ্ছাস তুলিয়া।
তোমার মনের কথা উৎসাহে ভরিয়া॥

(৮)

থাক যদি কবিকুলে কেহ বঙ্গদেশে।
গাও গাও একবার ওই মধু-ভাষে॥
গাও গাও গাও শুনি,
জীবন সার্থক মানি,
হে বঙ্গ-কুল কবি গাও সে কাহিনী।
যেমতি আছিল বঙ্গ হউক তেমনি॥

শ্রীনগেন্দ্র নাথ ঘোষ।

দিশেহারা।

—:•:—

ওগো দাঁড়ায়ে ছিল সে নয়নের পথে
কত দূরে.
কেন চুপি চুপি হিয়া তার কাছে গিয়া
শুধু উড়ে।
শুধু হারাইবে ভয়ে বেড়িয়া তাহায়
আছে সাথে.

তাই হারাইয়া দিশি, আমি সারা নিশি
মরি ঘুরে,
কত দূরে।
আমি ভুলিয়াছি পথ, ভুলিনি লক্ষ্য
বুকে জাগে,
কেন না যেতে চরণ, গেল দু নয়ন
আগে ভাগে ?

যাবে ফুল বাস লয়ে, আসে বায়ু বয়ে
কেন নাহি দিল নাশি, যত বাধা রাশি
পথ জুড়ে
কেন দূর ব্যবধান, না গেল নয়ান
ভেঙ্গে চুরে ?
ওগো দাঁড়ায়ে ছিল সে নয়নের পথে
কত দূরে।

শ্রীধীরেন্দ্র লাল চৌধুরী।

লোপামুদ্রা।

—:•:—

(মুনি অগস্ত্যের স্ত্রী।)

ধন্য তুমি লোপামুদ্রা। ধন্য ভবমাঝে।
পতিপদ সেবা করি
হয়ে পতিব্রতা নারী
রেখেছ অক্ষয় কীর্ত্তি রমণী সমাজে ;
স্মরি তব নাম নারী ভক্তিরসে মজে।
পাপ তার দূরে যায় ;
পতিপদে মন ধায় ;
মূর্ত্তিমান বিষ্ণুরূপে হৃদয়ে পতি রাজে ॥

২

বহু শত বর্ষগত তুমি দেবি। ছাড়ি
গিয়াছ এমর্ত্ত্য ভূমি অমর-নগরী,
তবু সে কীরতি বিভা
ছেয়ে আছে করি শোভা
ভারতের ইতিহাস, যত নরনারী
গাইছে যশের গান সতত তোমারি ॥

৩

পতি অগস্ত্যের পরে আহার করিতে
তার অবস্থান পরে অবস্থিত হতে।
পতির নিদ্রারপরে
গৃহ কার্য্য সব সেরে
ধীরে গিয়ে শয্যা পরে নিদ্রিতা হইতে,
তাঁর পূর্ব্বে পুনঃ তুমি জাগিয়া উঠিতে।

৪

পতি কভু কার্য্য হেতু প্রবাসে যাইলে,

থাকিতে আশ্রমে তুমি বেশভূষা ফেলে ;
বকিলেও বহু পতি
উত্তর না দিতে সতি !
বৃথা...থ যাতে পতি-রাগ যায় বেড়ে
চুপ করে নম্র হয়ে রতে এক ধারে ॥

৫

"এই কর্ম্ম কর" পতি কখন বলিলে
"করে দিচ্ছি" বলে তুমি অন্য কর্ম্ম ফেলে
তাড়াতাড়ি সম্পাদন
করিবারে দিতে মন ,
এইরূপে পতি-মন করিতে তোষণ।
আজ্ঞাবহা হয়ে তাঁর রতে সর্ব্বক্ষণ ॥

৬

পতিই পরম গুরু ধর্ম্ম তীর্থ-ব্রত,
মনে করি, দেবি ! তুমি রহিতে সতত
পতির চরণ ধ্যানে ;
তাকাতে না অন্যপানে ;
তৃণটিও পতি যদি করেন অর্পণ
পবিত্র প্রসাদ জ্ঞানে,
হৃষ্টা হয়ে সেই দানে,
দ্রুত হাত বাড়াইয়ে করিতে গ্রহণ ॥

৭

স্বামী ও অতিথি ভিক্ষু আর ভৃত্য গণে
খাবাইয়া তুমি আগে পরম যতনে,
পতির উচ্ছিষ্ট পরে
অন্ন আদি যাহা পড়ে,
থাকিত পতির পাত্রে, করিতে গ্রহণ,
দেবতা প্রসাদ জ্ঞানে হয়ে হৃষ্ট মন ॥

৮

পতির আদেশ বিনা উপবাস ব্রত
করিতে সতত তুমি থাকিতে নীরত।
শত কাশী বৃন্দাবন
তীর্থ আদি আগমন,
একি পতিপদে আছে সদা মনে করি,
ছায়া রূপে পতিপাশে রতে তুমি পড়ি,

৯

পতির জীবন কাল হ্রাস হবে ভয়ে।
না ধরিতে পতি-নাম আলাপ সময়ে॥
সিন্দুর তাম্বুল আদি,
ধারণ-ভক্ষণ-বিধি,
সধবার যাহা কিছু খাদ্য আভরণ।
তুমি না করিতে দেবি ! কখন বর্জ্জন ॥

১০

রাজস্বলা হলে তুমি দেখিতে না মুখ।
তিনদিন আসি কভু পতির সম্মুখ ॥
ঋতু স্নাতা হয়ে দেবি,
পতির চরণ সেবি,
সর্ব্ব অগ্রে পতিমুখ করিতে দর্শন;
না করিতে অন্য মুখ দর্শন কখন

১১

প্রবাসে রহিলে পতি এমন সময়,
মনে মনে স্মরি তাঁরে যেন দয়াময় ॥
সাক্ষাৎ শ্রীমধুসূদন,'
বন্দনান্তে শ্রীচরণ,
করিতে হে দেবি ! তুমি সূর্য্য দরশন।
পতি-বিদ্বেষিনী সঙ্গে সখ্যতা কখন ॥
ছিলনা হে দেবি ! তব;
তাই যত দেব সব,
ছাড়িয়া অমর ধাম আসিল দেখিতে,
পবিত্র চরণ মাগো ! মুনি আশ্রমেতে ॥

১২

তীর্থস্নান অভিলাষ হইলে তোমার,
পতিপদে গঙ্গা জানি পাদোদক তাঁর
হরষে করিয়া পান,
পবিত্রিতে দেহপ্রাণ,
লজ্জা-কর বাক্য কভু মুখে না আনিতে,
কাহারও অপবাদ কভু না করিতে॥
গুরুজন সমীপেতে,
উচ্চ কথা না কহিতে,
কভু না করিতে দেখি। হাস্য পরিহাস,
কলহ বর্জ্জন করে ছিলে পতি পাশ॥

১৩

ধন্যা তুমি "লোপা মুদ্রা" ধন্যা ভবমাঝে,
রেখেছ অক্ষয় কীর্ত্তি রমণী-সমাজে॥
তোমার যশের গীতি,
গাবে সবে দিন রাতি,
যা শিখালে ভুলিবেনা যুগযুগান্তরে,
হইয়ে আদর্শ সতী এ মর-সংসারে॥

শ্রীজগদ্বন্ধু চৌধুরী।

মানুষ না দেবতা।

—:০:—

(১)

মাঝে মাঝে এক একটী লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের কথা গুলি নিতান্ত নীরস, তাহারা না জানে কথা কহিতে,—না পারে লোকের মনে আনন্দ দিতে। হয়'তো তুমি জনকয়েক বন্ধুর সহিত একটা বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছ, এমন সময় সেরসিক লোকটা আসিয়া নিজের ছেলের বি, এ, পাসের কথা পাড়িল, তুমি শুন আর নাই শুন, সে নিজের কথা লইয়াই ব্যস্ত, লাভের মধ্যে তোমার আর আলোচনা করা হইল না,—বাধ্য হইয়া চুপ করিয়া থাকিতে হইল। তুমি হয় তো কোন শোক-সন্তপ্ত-বন্ধু পরিবারের সংসার চালাইবার উপায় স্থির করিতেছ, মাঝে হইতে সেই লোকটা আসিয়া একটা বেফাঁস গল্প পাড়িল, শুধু কি তাহাতেই নিস্তার আছে?—তার পর জিহ্বাটাকে তালুর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া, চোখ উল্টাইয়া, ভুঁড়ি দোলাইয়া এক বিষম হাসি, তুমি আর কি করিবে, চুপ করিয়া থাকিতে হইল। তুমি কন্যাদায়গ্রস্ত-বহু কষ্টে একটী পাত্র যোগাড় করিলে, সমস্ত কথা স্থির হইয়া গিয়াছে, বরপক্ষীয়েরা আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন, এমন সময়ে সেই লোকটী এক অনর্থক কাণ্ড বাধাইল,—তোমার কন্যার বিবাহ হইল না।

আমাদের হাবাধন ঠাকুর্দ্দা ঠিক সেই রকমের লোক। ঠাকুর্দ্দা নামটী তাঁর সরকারী, পাড়ার ছেলে বুড়া সকলেই তাঁহাকে ঠাকুর্দ্দা বলিয়া ডাকে। ঠাকুর্দ্দার গায়ের রং শ্যাম বর্ণ, মাথায় টাক আছে, গোঁফ জোড়াটী শিকারী বিড়ালের মত, দাড়িটী এক জায়গায় কাটা।—পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও এখন সে দাগটী মিলায় নাই, উদরটী গণেশের মত তুন্দিল। ঠাকুর্দ্দা সর্ব্বদাই পরচর্চ্চা লইয়া আছেন, বাটীতে থাকিতে সময় পান না, দিন রাত হুঁকা হাতে করিয়া তাঁহারই মত দুই চারিজন লোকের সঙ্গে হেম মাইতির মুদীখানার দোকানে বসিয়া

গল্প গুজব করেন—কেবল দুই বেলা আহার করিবার জন্য দুইবার বাটীতে আসেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে কলিকাতায় এতটা লণ্ডনত্ব আসে নাই। তখনও পর্য্যন্ত হিন্দুত্ব রীতিমত খোস তবীয়তে বিরাজ করিতেছিল। অনেক সম্ভ্রান্ত জমীদার বংশ ছিলেন, যাঁহাদের উঠানে মরাই ভরা ধান থাকিত—দালানে বাস্তুদেবতার নিত্য সেবা হইত এবং গোয়ালে প্রত্যেকের পাঁচ সাতটী করিয়া গাভী বাঁধা থাকিত, দান-ধর্ম্ম, ক্রিয়া কলাপের অভাব ছিলনা, মাতৃশ্রাদ্ধে, পিতৃশ্রাদ্ধে বিবাহ, অন্ন-প্রাশনে, দোল দুর্গোৎসবে ব্রাহ্মণ ভোজন ও অধ্যাপক বিদায় হইত. এত যাত্রা নাচ, থিয়েটার ও বিলাস বিভ্রমের ছাড়াছাড়ি ছিলনা। বিবাহোৎসবে ব্রাহ্মণ শূদ্র একত্রে এক পংক্তিতে কন্যাকর্ত্তার বাটীতে রাত্রে জলযোগ করিয়া মাটীর গেলাসে হাত ধুইয়া, রুমালে মুখ হাত মুছিতেন না, তখন শূদ্র সগর্ব্বে ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে সাহস করিত না,—ব্রাহ্মণকে দেখিলে ঘাড় নোয়াইয়া প্রণাম করিত, তখনও সমাজের বন্ধন ছিল তবে একটু শিথিল হইতে আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র।

২

কার্ত্তিক মাস। আকাশ বেশ জল ঢালিতেছে, ছিয়াত্তর সালের মন্বন্তরের বৎসরের একখানি লাল বনাত মুড়ি দিয়া হুঁকা হস্তে হারাধন ঠাকুদ্দা হেম মাইতির মুদিখানার দোকানে বসিয়া আছেন। এমন সময় রাধানাথ একটী ভাঁড় হাতে করিয়া দোকানে তেল কিনিতে আসিলেন, ঠাকুর্দ্দার কেহ সঙ্গী ছিল না, এতক্ষণ তাঁহার পেট ফুলিতেছিল—উপায় না দেখিয়া তিনি হুঁকায় "সড়াক সড়াক" করিয়া জোরে টান দিয়াছিলেন। এমন সময় রাধানাথ খুড়াকে পাইয়া একেবারে পেট খালি করিতে কৃত-সংকল্প হইলেন।

জোরে একটী টান দিয়া, কলের গাড়ীর মত বাষ্প উদ্গীরণ করিতে করিতে ঠাকুর্দ্দা হুঁকাটী রাধানাথ খুড়ার হাতে দিলেন এবং গম্ভীর ভাবে গোঁফ জোড়াকে চুমরাইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—"ওহে রাধু। আরত ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকে না, দিনে দিনে হলো কি? খুড়া কপাটের আড়াল হইতে তামাকু টানিতে টানিতে বলিলেন ব্যাপার কি ঠাকুরদা?

এখন আট বৎসরের বালকও অশীতিপর বৃদ্ধের সম্মুখে বাড়সাই টানিতে আরম্ভ করে, তখন এতটা বদীয়তী ছিল না,—বুড়ারা সকলের কাছেই উচিত সম্মান পাইত।

ঠাকুরদা।—ওপাড়ার রামকমল বাড়ুর্য্যে, সুনের ব্যবসা করে, দু দুটো সুণের গোলা রয়েছে, আর তার বাড়ী কিনা সকলেই পাত পাড়ে। গেল,—দেশ উচ্ছন্ন গেল, এবং এইবার দেখছি বামুনে মুরগী পুষবে।

খুড়া বলিলেন, ঠাকুরদা;।

"কড়িফটকা চিড়াদই,
বন্ধু নেই কড়ি বই,
কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে।"

তুমি আমি সুণের ব্যবসার উপর চটলে চলবে কেন! ৬ পয়সা ঢাললে অনেক ভাটপাড়া, নব-

দ্বীপের অধ্যাপক মহাশয়েরা ব্যবস্থা দিয়ে যাবেন যে "সুদের ব্যবসা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য।"

ঠাকুরদা। বড় অন্যায় কথা! পয়সা আছে বলে কি লোকে সমাজের বুকের উপর দিয়ে চলে যাবে।

খুড়া। কি আর বলি ঠাকুর্দা, গ্রামের সকলেই যে রামকমল বাঁড়ুর্য্যের অনুগত—নিমন্ত্রণ করিলে তুমি আমি যদি না যাই, তাহা হইলে আমারাই সমাজচ্যুত হইব।

ঠাকুর্দ্দার মাথায় যদিও টাক ছিল, তবুও মরুভূমিতে ওয়েসিসের মত ঠিক মধ্যস্থলে না হউক—পিছনের দিকে একটু টিকি ছিল; ঠাকুর্দা সেই টিকিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—

আচ্ছা দেখা যাইবে,—আমি যদি পাটুলে চাটুর্য্যে কুলের সন্তান হই, তাহা হইলে এর একটা বিহিত করিবই করিব।

খুড়া দোকান হইতে তেল কিনিয়া চলিয়া গেলেন। ঠাকুর্দা গম্ভীর ভাবে আবার তামাক টানিতে আরম্ভ করিলেন।

৩

আজ রামকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধ; মহা সমারোহ ব্যাপার,—দেশ বিদেশ হইতে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা বিদায় লইতে আসিয়াছেন—গৃহে আত্মীয়-কুটুম্ব ধরে না; ছেলেগুলা ফেণিবাতাসা ও মুড়কী খাইতে খাইতে হুড়াহুড়ি আরম্ভ করিয়াছে,—ভাটেরা বেদীর নিকট এক একখানি ইট পাতিয়া বসিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বংশের গুণ-কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছে,—ঠাকুর দালানের অধ্যাপক মহাশয়েরা ডাবা হুকাতে নূতন কলিকা চড়াইয়া তামাকু টানিতেছেন; উঠানের উপরে একটী পাল খাটানো হইয়াছে—নীচে একজন নানা অলঙ্কার ভূষিতা কীর্ত্তন-ওয়ালী বেহালার সুরে গান ধরিয়াছে:—

"হংস-গমনে রাই চলিল রে"—

বেলা প্রায় একটা বাজিয়া গিয়াছে, আর কি তখন কীর্ত্তন ভাল লাগে? বিশেষতঃ তখন বাটীর ভিতর হইতে লুচিভাজার মনমোহন গন্ধ ছুটিতেছিল, এমন সময়ে বন্দোপাধ্যায় মহাশয় কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া দিলেন ও সকলকে আহারের জন্য আহ্বান করিলেন। বিনা বাক্যব্যয়ে লক্ষীছেলের মত সকলেই আহারের জন্য বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন কেবল অধ্যাপক মহাশয়েরা দালানে বসিয়া রহিলেন।

ব্রাহ্মণেরা আহারার্থে উপবেশন করিয়াছেন—আমাদের হারাধন ঠাকুর্দা কাঁধে চাদর ফেলিয়া হুঁকা হাতে তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অমায়িক প্রকৃতির লোক তিনি যোড়হাতে একবার করিয়া ভোজনরত ব্রাহ্মণদিগের নিকটে আসিতেছেন ও আবার অধ্যাপকদের নিকট যাইতেছেন, এইরূপে সকলকেই যথাযোগ্য সম্মানে আপ্যায়িত করিতেছেন। যখন ব্রাহ্মণভোজন শেষ হইল,—পরিবেশন হইতেছে—সেই সময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আবার আসিয়া ঠাকুর্দাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন? কোন ত্রুটী হয় নাই ত? ব্যঞ্জনাদি পাক হইয়াছিল ভাল?

ঠাকুর্দা দুইবার চোখ টিপিয়া অন্যদিকে চাহিয়া গোঁফের আড়াল হইতে একটু মুচকি

হাসিয়া বলিলেন "হাঁ সব ভাল হইয়াছে,— তবে কিনা তরকারীগুলা লুণে পোড়া।"

সরল প্রকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্লেষটা বুঝিতে পারিলেন না; তিনি "হাইতো হাইতো" বলিয়া ক্ষুণ্ণ মনে তাড়াতাড়ি কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর্দার সেই যে গোঁফের আড়াল হইতে একটু হাসি সে হাসি বিষম কাণ্ড বাধাইল। ঠাকুর্দা যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লবণের ব্যবসা লইয়া পূর্ব্বে গ্রামে একটু তোলাপাড়া করেন নাই এমন নহে, অনেকেই শুনিয়াছিল কিন্তু কাহার সাধ্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধে সে কথা উত্থাপন করে? আজ অনেকেই ঠাকুর্দার হাসির অর্থ বুঝিল— দুই একজন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও তাঁহার আত্মীয় স্বজনের অজ্ঞাতে কথাটা লইয়া একটু দোষগুণ বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন; এই সময়ে সহসা দুর্ব্বাসাপ্রতিম ভাটপাড়ার সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় কথাটা শুনিয়া ফেলিলেন; আর কি রক্ষা আছে?" "অধম, পতিত, নারকী, কুলাঙ্গার" প্রভৃতি সাদরবচন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্দেশে অজস্র বর্ষিত হইতে আরম্ভ হইল, কথাটা গড়াইয়া গড়াইয়া ক্রমে উঠান হইতে দালানে অধ্যাপক মণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হইল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লবণের ব্যবসা সম্বন্ধে সকলেই যে অজ্ঞাত ছিলেন তাহা নহে, কেহ কেহ ভাল রকমই জানিতেন যে তাঁহার লবণের গোলা আছে। তাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা কেহ বা বিদায় পাইবার লোভে, কেহ বা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতাপের ভয়ে চুপ করিয়াছিলেন।

সভায় মহাতর্ক উপস্থিত হইল সে এক বিষম ব্যাপার। যাহারা কখনও অধ্যাপকদিগের তর্ক শুনিয়াছেন, তাঁহারা উত্তমরূপেই জানেন যে ইহা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর কি না।

তর্করত্ন মহাশয় নাকে প্রায় ছটাক খানেক নস্য লইয়া বলিলেন—লবণের ব্যবসা দুষণীয় বটে, কিন্তু আমরা বিদায় ও পাথেয় লইতে পারি, কেবল বাটীতে ভোজন করিলে দোষ হইবে। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় বলিলেন—"বিদায় ও পাথেয় লইলে বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে ভোজনও করিতে পারা যায়—লবণের ব্যবসা ব্রাহ্মণের অকর্ত্তব্য কোন শাস্ত্রমতে? স্মৃতিরত্ন মহাশয় বলিলেন, মনু বলিতেছেনঃ—

'সদ্যঃ পতিত মাংসেন লাক্ষয়া লবণেন চ।
ত্র্যহেন শূদ্রী-ভবতি ব্রাহ্মণঃ বিক্রয়াৎ॥"

যাহা হউক, অনেক গোলমাল পর পর শেষে সিদ্ধান্ত হইল যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় ও পাথেয় লওয়া হইবে না। এবং তাঁহার বাটীতে আহারও করা হইবে না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনেক অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও অধ্যাপকেরা সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

৪

হাটখোলা ও কুমারটুলী এই দুইটী স্থানের মধ্যে বড় বেশী ব্যবধান নাই। ঠাকুর্দা বাস করিতেন কুমারটুলীতে, রামকমল বন্দ্যোপাধ্যায় থাকিতেন-হাটখোলায়। সাধু খুড়া ঠাকুর্দার বাটীর নিকটেই বাস করিতেন।

শ্রাদ্ধের পর অনেক দিন কাটিয়া গেল। একদিন রামনাথ খুড়া কোনও কার্য্য-উপলক্ষে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে আসিয়াছিলেন; বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একদিনেই বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, ঠাকুর্দা হইতেই তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধে গোলযোগ উঠিয়াছিল, আজ তাঁহার প্রতিবাসী রামনাথ খুড়াকে দেখিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন "কিগো খুড়া, তোমাদের ঠাকুর্দা বলেন কি?" রামনাথ খুড়া বলিলেন-তিনি বোলেছেন যে যদি রামকমল বাঁড়ুয্যেকে একঘরে না কোরতে পারি তো আমি পাটুলে চাটুর্য্যা কুলের সন্তান নই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শান্তভাবে বলিলেন-ভাল, আমিও যদি না তাঁকে আমার আত্মীয় কোরে নিতে পারি তো আমি বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের কুলাঙ্গার।

আমাদের তারাধন ঠাকুর্দার আর্থিক অবস্থা বড় ভাল ছিল না, তাঁহার এক অবিবাহিতা কন্যা ব্যতীত সংসারে আর আপনার বলিতে যদিও কেহ ছিল না; তথাপি তাঁহার পোষ্য-বর্গ অনেক ছিল; কন্যাবিবাহযোগ্যা দেখিয়া ঠাকুর্দা মহাশয় বসতবাটীখানি একজন কুসীদজীবীর নিকট বন্ধক দিয়া ৫০০৲ টাকা গ্রহণ করিলেন। সেই টাকায় ঠাকুর্দার কন্যার বিবাহ হইয়া গেল। ঠাকুর্দা মনে করিলেন তিনি সংসারের একটা মহা দায় হইতে মুক্ত হইলেন। কিন্তু মানুষের অদৃষ্ট যায় সঙ্গে সঙ্গে. ইহার হাত এড়াইতে কেহ পারে না। বিবাহের পর এক বৎসর অতীত হইল না। কন্যা বিধবা হইয়া পুনরায় তাহার গলগ্রহ হইল। এই আকস্মিক বিপদপাতে ঠাকুর্দা কিন্তু একটুও বিচলিত হইলেন না। বিপদে পড়িলে মানুষ অনেকটা সরল হয়, ধর্ম্মের দিকে অনেকটা তাকাইয়া দেখে, ঠাকুর্দার কিন্তু অধর্ম্মের পথ হইতে ফিরিবার ইচ্ছা হইল না। তিনি পুরামাত্রায় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষতি চিন্তা করিতে লাগিলেন—কিসে তাঁহাকে জাতিচ্যুত করিতে পারিবেন—কিসে তাঁহার অপমান করিবেন। এখন হইতে প্রকাশ্য ভাবে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কিন্তু ঠাকুর্দার এত অত্যাচার-সমাজচ্যুত করিবার নানা চেষ্টা দেখিয়াও তাহার কোনও প্রকার প্রতিকার বা প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিলেন না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঠাকুর্দার এই বৃদ্ধ বয়সে এরূপ মতিগতি দেখিয়া ভগবানের নিকট তাহার সুমতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

৪

মাণিক পোদ্দার জাতিতে সুবর্ণ বণিক। টাকা ধার দিয়া দ্বিগুণ সুদে টাকা আদায় করা বা অধমর্ণের সমস্ত সম্পত্তি নিজের আয়ত্ত করাই তাহার উদ্দেশ্য। অদ্যাবধি মাণিকের নিকট যাহারা টাকা ধার লইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহই তাহার কবল হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। সকলকেই দেনার দায়ে বাস্তুভিটার মায়া পরিত্যাগ করিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে স্থানান্তরে যাইতে হইয়াছে। এইরূপে মাণিক টাকার কারবার করিয়া অনেক সম্পত্তির মালিক হইয়াছিল।

মাণিক যদিও সকলের নিকট যমোপম ছিল কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট কৈ-

স্ফূর্ত্ত হইয়া থাকিত। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও সকলের তাহাকে জেলখানার দায় হইতে বাঁচাইয়াছিলেন। এই মাণিকের নিকটই ঠাকুর্দ্দা ঋণ জালে জড়িত ছিলেন। আজ এক বৎসরের উপর সুদে আসিলে ৫০০৲ টাকার স্থলে মাণিকের হাজার টাকার উপর পাওনা হইয়াছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলে এতদিন ঠাকুর্দ্দার সর্ব্বনাশ হইতে পারিত কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সে বিষয় একদিনও মনে করেন।

বয়সের সহিত মানবের সকল ক্ষমতাই ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে। ঠাকুর্দ্দা এখন আর উঠিতে পারেন না, শয্যার আশ্রয় লইয়াছেন আর বিধবা মনোরমা তাহার সেবায় নিযুক্তা. পিতার মৃত্যুর পর তাহার অদৃষ্টে কি হইবে, এই চিন্তা করিয়াই সে ব্যাকুলা বৃদ্ধের কিন্তু সে চিন্তা নাই. বাটী খানিত মাণিকের কবলে যাইবে, কন্যা মনোরমা—কোথায় দাঁড়াইবে তাহার স্থিরতা নাই, তথাপি এই উত্থান শক্তি-রহিত অবস্থায়ও ঠাকুরদ্দা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমাজচ্যুত করিবার ইচ্ছা ত্যাগ করেন নাই। যে তাঁহাকে দেখিতে আসে, তাহারই সহিত ঐ বিষয়ের যুক্তি করেন। কিন্তু তাঁহাকে স যুক্তি আর বেশীদিন করিতে হইল না। একদিন হঠাৎ বাক্‌রোধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইল। কন্যা প্রমাদ গণিলেন। পুত্রাদি কেহ না থাকায়, তৃতীয় দিবসে মনোরমা কায় ক্লেশে অশৌচান্ত করিলেন। ঠাকুর্দ্দার মৃত্যুর পর মাণিক কিন্তু আর স্থির থাকিল না। সে আদালতের নোটিশ জারি করিয়া বাটী ক্রোক দিল।

মনোরমা উপায়ান্তর না দেখিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী গিয়া তাঁহার পা দুটী জড়াইয়া ধরিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেই সরলা বালিকাকে বড়ই ভালবাসিতেন। কিন্তু বাপের জন্য কন্যার প্রতি তিনি মায়া প্রদর্শন করিতে পারিতেন না। আজ সরলা মনোরমাকে কোলে লইয়া বলিলেন,—মা! চিন্তা কি? আমি মাণিককে টাকা দিয়া তোমার বাটীখানি উদ্ধার করিয়া দিব এবং আজ হইতে তোমাকে মাসিক ৫৲ টাকা হিসাবে মাসহারা করিয়া দিলাম। চিন্তা কি মা, ঠকুর্দ্দা মারা গিয়াছেন বলিয়া কি, তোমাকে বিপদাপন্ন হইতে হইবে? মনোরমা অশ্রুজলে অভিসিক্ত হইয়া শূন্যপানে চাহিয়া মনে মনে বলিলেন ভগবান! এই দেবসদৃশ ব্যক্তিকে দীর্ঘজীবী করুন।

পাঠক! লবণ ব্যবসায়ে যাঁহাকে জাতিচ্যুত করিবার জন্য মনোরমার পিতা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। আজ সেই লবণ-ব্যবসায়ীর প্রকৃতি দেখিলেন কি? ইনি মানুষ না দেবতা! লবণ ব্যবসায়ে কি ইহাঁর পাতিত্য-দোষ সংঘটিত হইতে পারে। অপরের পক্ষে ইহাতে বিভ্রাট হইতে পারে কিন্তু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহাতে কিন্তু দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

সম্পাদক।

স্বদেশ-ভক্তি।

—:o:—

কামিনীর কমনীয় কণ্ঠ-ভূষা হারে দ্যুতিমান মধ্যমণি যেমন সুন্দর সেইরূপ এই সুবিস্তৃত মেদিনী মাঝেও একটী চিরোজ্জ্বল মনোহর স্থান আছে তাহা কি পাঠক! তাহা স্বদেশ বা জন্মভূমি, দেবমাতৃকা ভূমি জন্মভূমির তুল্য প্রিয় ভূমি আর নাই। এই জন্য আর্য্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

জননী আর জন্মভূমি স্বর্গাপেক্ষা মহীয়সী পৃথিবীর কোন স্থানের প্রতি এত অনুরাগ জন্মে না। স্বদেশ বা জন্মভূমির প্রতি যাহার অনুরাগ নাই, তিনি ভগবানের সৃষ্ট জীব নহেন। স্বদেশ ভক্তি কাহার নাই? ইহা জর্ম্মনীর যেমনি, ফ্রান্সের তেমনি,- ইংলণ্ডের যেমনি স্কটলণ্ডের তেমনি, ইহা রাজার যেমনি, প্রজার তেমনি, ধনী, দরিদ্র, ইতর ভদ্র, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সৃষ্ট জীবের ইহা একটী স্বাভাবিক গুণ

ইংরাজ এখন নানা গুণে ভারতের প্রভাবশালী অধীশ্বর। সেই গুণের মধ্যে স্বদেশ-ভক্তি গুণই তাহাদের প্রধান। ইহার বলেই ইংরাজ ভারতের অধীশ্বর। আজ আমরা যে "স্বদেশী" স্বদেশী করিতেছি কিন্তু ভাবিয়া দেখুন ইংরাজের মত স্বদেশী ভাব, স্বদেশী মন, স্বদেশী প্রাণ, এখন আমরা করিতে পারিয়াছি কি? জননী জন্মভূমির সন্তান বলিয়া এই ভারতস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে আমরা মায়ের সন্তান—আমরা ভাই বলিয়া ভাবিতে পারিয়াছি কি? ইহাতে ইংরাজ আমাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চ সিংহাসনারূঢ় পরোপকারও স্বার্থত্যাগ না করিতে পারিলে—এই ব্রতে ব্রতী হইয়া সফলতা লাভ করা বড়ই কঠিন, তোমারি গৃহের পার্শ্বে অন্নাভাবে কত লোক মারা যাইতেছে বা ঔষধাভাবে কত লোক চিররুগ্ন হইয়া কাল কবলে কবলিত হইবার উপক্রম করিতেছে, বস্ত্রাভাবে নগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে, দারুণ শীতে কম্পান্বিত কলেবর, তাই? কেবল কাপড় কয়েকখানি, লবণও চিনি ত্যাগ করিলে হইবে না, ধর্ম্মভাবে দেশের ঐ সকল দরিদ্রের প্রতি নজর কর, তোমার প্রাণটীকে স্বদেশী কর, ধর্ম্মের সহিত তোমার মনের গতি সৎকার্য্যে প্রবাহিত কর, তবেই ত স্বদেশের তুমি, স্বদেশ তোমার! এই ভাব ধর্ম্মের উপর স্থাপিত করিয়া কার্য্য না করিলে ইহা সুসিদ্ধ ও দৃঢ় হইবে না। ধর্ম্মই সকল মহৎ গুণকে ধারণ করিয়া থাকেন। যে ভাব ধর্ম্মের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয় তাহা সুসিদ্ধ বা সফল হইতে পারে না, বিশেষতঃ তুমি হিন্দু, তুমি আর্য্যবংশাবতংশ, ধর্ম্মের সহিত তোমার দেহ গঠিত, অধর্ম্মাচরণ করিয়া তুমি কিছুতেই উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। অধর্ম্মে পাপে তোমার উন্নতি হইবে না বরং ইহার ফলে পরিণামে তোমার নরকভোগ অবশ্যম্ভাবী।

রাজা হিন্দুর নিকট দেবতা বলিয়া পূজনীয় হিন্দু শাস্ত্রও রাজাকে দেবভাবে মান্য করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। রাজা যে জাতীয় এবং যে দেশীয় হউন না কেন, হিন্দুর নিকট তিনি পূজনীয়। দেশে শান্তি রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, যে কোনও উপায়ে হউক দুষ্টের

দমন শিষ্টের পালন রাজার করণীয়, না করিলে তাঁহাকে প্রত্যবায় ভাগী হইতে হয়। এই যে দেশে অশান্তির অনল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, এই যে চারি দিকে ডাকাতি, গুপ্তহত্যা সঙ্ঘটিত হইতেছে, আর হিন্দু যুবকগণ ইহার মূল কারণ এরূপে ধরা পড়িতেছে ইহার কারণ কি? এরূপ কেন হইল? কোন মহাপাপে তাহাদের এই পুণ্যময় দেশে এ দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে, কে তাহার নিরাকরণ করিবে? হিন্দু জীবাত্মার কিসে আত্মার নিগে সদ্গতি লাভ হইবে—সে ভাবনা সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন। পুত্র পৌত্রাদির প্রতিও এই উন্নতির ভার সম্পূর্ণরূপে অর্পিত, কারণ তাহারাই ভবিষ্যতের আশা কিন্তু আজকাল দেখিতেছি আমাদের সে আশার মূলোচ্ছেদ হইতে বসিয়াছে। অপরিণত বয়স্ক যুবকগণ যখন এইরূপ কুপ্রবৃত্তিতে রত হইল তখন আর হিন্দু সমাজের ও হিন্দু ধর্ম্মের উন্নতির আশা কোথায়!

স্বদেশী করিতে হইলে স্বদেশী ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশবাসীর যাহাতে মঙ্গল হয়, যাহাতে তাঁহারা সুখে থাকিতে পারে—সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই বিধেয়, আজ কয়েক বৎসর আমরা সেই মহাপুণ্যময় কার্য্যে ব্রতী হইয়া তাহার সফলতা লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছি। চেষ্টা কতক পরিমাণে সুসিদ্ধও হইতেছে, অনেকেই স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়া তাহার প্রতি পালনে যত্নবান হইয়াছেন—ইহা অতীব সুখের বিষয়, স্বদেশ ভক্তি দেখাইব, স্বদেশ বাসীর উপকার করিব, ইহাতে রাজা প্রজা সকলেরই ভবিষ্যৎ মঙ্গল হইবে-তৎপক্ষে আর সন্দেহ মাত্র নাই। প্রজার উন্নতি হইলে কি রাজার উন্নতি হইল না? প্রজা যতই শিক্ষিত ও সৎপথগামী এবং উন্নতিশীল হইবে, রাজার রাজ্য ততই শ্রীসম্পন্ন হইবে, ইহা সকল রাজার এবং রাজ্যশাসনের মূলমন্ত্র, ইহাতে রাজায় প্রজায় সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে পারে না। আমাদের বড়লাট মিণ্টো মহোদয় ত অনেকবার বলিয়াছেন—নিরীহভাবে স্বদেশ উন্নতির আমি বিশেষ পক্ষপাতী, যাহারা এরূপ কার্য্যে ব্রতী হইবেন তাহারা আমার ধন্যবাদের পাত্র। তবে স্বদেশীর জন্য যদি যুবকগণের নির্ম্মল চরিত্র এরূপ কলঙ্কিত হয়, এরূপ উচ্ছৃঙ্খলতায় যদি রাজা প্রজা উভয়কেই সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতে হয়, রাজা যদি ক্রমশঃ তাহাদের কার্য্যে উত্ত্যক্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, তাহা হইলে আমাদের একুল ওকুল দুই কুলই নষ্ট হইবে—পরন্তু আমরা রাজার বিষনয়নে পড়িয়া মারা যাইব, এইজন্য বলিতেছি যথার্থ স্বদেশের উন্নতি করিতে হইলে স্বদেশবাসীকে আপদ বিপদে রক্ষা করিতে হইলে—রাজার সহিত সদ্ভাবে কার্য্য করা একান্ত বিধেয়—নতুবা কৃতকার্য্য হইবার অন্য কোনও উপায় নাই, অনেকে বলেন-রাজা স্বদেশীর প্রতি বড়ই বিরক্ত, যাহাতে আমরা স্বদেশী ব্রত প্রতিপালন করিতে না পারি, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন যাহারা এ কথা বলেন বা তাহার সমর্থন করিবেন আমরা তাহাদিগকে ভ্রান্ত বলি এবং বড় লাটের বক্তৃতাগুলি ধীর ভাবে পাঠ করিতে অনুরোধ করি Hohest sawdeshi অর্থাৎ নিরীহ ভাবে স্বদেশ সেবা যে ধর্ম্মকার্য্যের প্রধান

জন্য তাহার সকল লোকেই স্বীকার করেন। রাজা হইয়া, প্রজার যুবক হইয়া এরূপ মহৎ কার্য্যে বাধা প্রদান করা সুসভ্য ইংরাজের নীতি বিরুদ্ধ, এজন্য দেশবাসীর নিকট আমাদের কর যোড়ে নিবেদন—যে তোমরা যথার্থ স্বদেশী হও নিজের প্রাণটিকে স্বদেশী কর, স্বদেশী ভাব যাহাতে তোমার হৃদয়ে সদা জাগ্রত থাকে তাহার চেষ্টা কর—তবে সে চেষ্টা নিরীহ ভাবে ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সম্পাদন করিতে হইবে অধর্ম্ম পথ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপথে পরিচালিত হইলে, কেহ তোমাদের সাহায্য না করিলেও ধার্ম্মিকের রক্ষ-কর্ত্তা ভগবান তোমাদের সাহায্য করিবেন তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া পদাশ্রয়ে আশ্রয় দান করিবেন তোমার বল হইবে।

সম্পাদক।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মন্দির। একখানি মাসিক পত্র, আমরা ইহা এক সংখ্যা মাত্র পাইয়াছি, ইহার সমস্ত প্রবন্ধ গুলি প্রায় "পূর্ব্ব প্রকাশিতের" অতএব ইহাতে মন্তব্য প্রকাশ করা দুঃসাধ্য, তবে তাহা হইতে যতদূর বুঝা যায় তাহাতে পত্রিকা খানি ক্ষুদ্র হইলেও লেখা মন্দ হইতেছে না। আমরা নবীন সহযোগীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

প্রজাপতি। মাসিক পত্র, প্রায় এক বৎসর হইল পত্রিকা খানি বেশ চলিতেছে; অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ে পত্রিকা খানির কলেবর পূর্ণ হয়, সমালোচ্য সংখ্যায় বেদান্ত কথা প্রবন্ধটী বেশ সার গর্ভ, মূল্যের তুলনায় পত্রিকা খানির কলেবর আরও একটু বৃদ্ধি করিলে আমাদের মতে সম্পাদক ও গ্রাহক উভয় পক্ষেরই সুবিধা হয়।

প্রমাদ। শ্রীযুক্ত হরিহর শেট প্রণীত, একখানি প্রবন্ধ পুস্তক. তিনটী প্রবন্ধে পুস্তক খানি সম্পূর্ণ হইয়াছে. ইহার মধ্যে দুইটী প্রবন্ধ প্রদীপ ও সুধায় পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল; প্রবন্ধ গুলি বেশ সুলিখিত, এবং গ্রন্থকারের চিন্তাশীলতায় পরিচায়ক, কাগজ ও ছাপা সুন্দর।

অদ্ভুত গুপ্ত লিপি ও অমৃতে গরল। উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত দুইটী গল্পে এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি লিখিত হইয়াছে। প্রথম ডিটেকটিভের গল্পটি আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। গ্রন্থকার সাহিত্য সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করুন-ইহা আমাদের প্রার্থনা।

১

বর্ষশেষে নিবেদন।

—:০:—

আমরা এবার প্রতিমাসে যত্নের সহিত কৃপা করিয়া বৎসরান্তে ৩৬ ফর্ম্মার ও অধিক প্রায় ৩৭॥ ফর্ম্মায় "আলোচনার" কলেবর পূর্ণ করিয়া

নীমা৳০ আশা কবিরাজিলাস-আসর্গা, ১৩১৬ বৈশাখ হইতেই ইহার কলেবর বর্দ্ধিত করিব, এতদিন সম্পাদক মহাশয়ের নানাবিধ সাংসারিক গোলমালে এবং মফঃস্বলস্থ কয়েকজন এজেন্টের প্রতারণায় আমাদিগকে এবৎসর বড়ই ক্ষতি গ্রস্থ হইতে হইয়াছে। তথাপি মঙ্গলময় ভগবানের কৃপায় এবং গ্রাহকবর্গের বিশেষ কৃপা দৃষ্টিতে "আলোচনা" ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রম করিল; বাংলার দুর্দ্দশাগ্রস্থ সাহিত্য ক্ষেত্রে "আলোচনার" পক্ষে ইহা কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে। আগামী বর্ষে আমরা ইহার সমধিক উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিব এখন হইতে তাহার আয়োজন হইতেছে। এবার দুই খানি উপাদেয় সুবৃহৎ, হিন্দুর নিত্য আবশ্যকীয় পুস্তক উপহার দিবার বন্দোবস্ত করিতেছি। গ্রাহকগণ যেন আমাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনে ক্রটী না করেন ইহাই প্রার্থনা।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

উপহারের পুং ক।

—:•:—

১। শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত গীতা অভিনব পকেট অভিনয় সংস্করণ, সুন্দর বাঁধাই সোণার জলে নাম লেখা প্রায় দুইশত পৃষ্ঠা।

২। প্রণয়ে খুন। ইহা একখানি ডিটেকটিভ উপন্যাস। বাজারে আজকাল যেরূপ ডিটেকটিভ উপন্যাস প্রচলিত ইহা তাহা নহে। ইহার চমকপ্রদ ঘটনাবলী পাঠ করিলে যেমন সকলে বিমোহীত হইবেন ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সকলেই অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইবেন। একাধারে আনন্দ ও শিক্ষা লাভ প্রায় ২৫০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ সুবৃহৎ গন্থ। পাঠাইবার খরচ মাত্র ৹ আনা বেশী দিতে হইবে।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

—:•:—